দৈনিক মিল্লাত

The Daily Millat

Email: dailymillatbd@gmail.com

ঢাকা, রোববার ■ ০৬ এপ্রিল ২০২৫ইং ■ বর্ষ ০১ ■ সংখ্যা ৩৩ ■ ২৩ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা ■ ০৭ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরী ■ ০৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

সাদিক খানের ঈদবার্তা নিয়ে সমালোচনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

লন্ডনের মেয়র সাদিক খানের ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছাবার্তা ঘিরে যুক্তরাজ্যে অবস্থিত ইসরাইলি দূতাবাস একটি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক দীর্ঘ

▷ ৬-এর পাতায় দেখুন

আপনাদের হিসাব দিতে হবে, লাইভে পরীমণির হুমকি

বিনোদন ডেস্ক

কয়েকদিন অন্তর কোনো না কোনো কারণে সংবাদের শিরোনাম হন ঢালিউডের আলোচিত নায়িকা

▷ ৩-এর পাতায় দেখুন

নগরে ফিরছে মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক

৯ দিনের ঈদ ছুটি শেষ। আজ রোববার থেকে পুরোদমে খুলবে সরকারি-বেসরকারি অফিস। তাই জীবিকার তাগিদে ঘরমুখো মানুষরা ফিরছেন ঢাকায়, তাই ব্যস্ততাও বেড়েছে বাস টার্মিনালগুলোতে। গতকাল শনিবার গাবতলী বাস টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায়, দূরপাল্লা থেকে যাত্রী বোঝাই হয়ে বাসগুলো প্রবেশ করছে টার্মিনালে। গাবতলীতে কথা হয় বেসরকারি চাকরিজীবী মোসলেম উদ্দিনের সঙ্গে। তিনি বলেন, অফিস শুরু হয়ে গেছে, তাই ছুটি কাটিয়ে চলে আসলাম। এবারের ঈদযাত্রা মোটামুটি ভোগান্তি ছাড়াই কেটেছে। আরেক চাকরিজীবী ফাহাদ সালেকিন বলেন, পরিবারের সঙ্গে ঈদ কাটাবো বলে বাড়তি ছুটি নিয়েছিলাম, আজ ফিরলাম। কাল থেকে অফিসে জয়েন করবো। পরিবারসহ মাগুরা থেকে ফিরেছেন আবুল কাশেম। তিনি বলেন, কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে, তাই চলে আসছি। বাবা-মায়ের সঙ্গে আরও দু-একদিন থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উপায় নেই।

এদিকে, রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলোতে ঢাকায় ফেরা যাত্রীদের ভিড় দেখা গেছে। তবে যাত্রীদের অভিযোগ কিছু গণপরিবহনে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার। গতকাল শনিবার রাজধানীর সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে, যাত্রাবাড়ি, জনপথ

- গণপরিবহনে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ
- সদরঘাটে উপচেপড়া ভিড়
- দক্ষিণাঞ্চলের সড়কে সীমাহীন দুর্ভোগ

মোড় বাস স্টপেজ ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে। সায়েদাবাদ সংলগ্ন জনপথ মোড় বাস স্টপেজে কথা হয় ওয়াসিম মঈনের সঙ্গে। তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সরকারি চাকরি করেন। ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে শরিয়তপুরে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঈদের ছুটি শেষ হওয়ায় তিনি শরিয়তপুর সুপার সার্ভিসে করে ঢাকায় ফিরেছেন।

ওয়াসিম মঈন বলেন, এবার ঈদে যাওয়া-আসায় কোনো ভোগান্তি পোহাতে হয়নি। তবে শরিয়তপুর সুপার সার্ভিস পরিবহনের বিরুদ্ধে বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ করে বলেন, ২৫০ টাকার ভাড়া ৪০০ টাকা করে নিচ্ছে।

ছুটি শেষে মাদারীপুরের শিবচর থেকে ঢাকায় ফিরছেন নাইনা নাজনিন। তিনি ঢাকায় একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন। তিনি বলেন, পরিবার পরিজন নিয়ে গ্রামে ঈদ করলাম। ৯ দিনের ছুটি নিমিষেই পার হয়ে গেছে। আগামীকাল থেকে অফিস। কী আর করা, ঢাকায় ফিরে আসতে হলো।

মাসুদ শিকদার নামের এক যাত্রী ঢাকায় ব্যবসা করেন। ঈদ করতে পরিবার পরিজনসহ খুলনায় গিয়েছিলেন। গোল্ডেন লাইন পরিবহনে আজ তিনি ঢাকায় ফিরলেন। তিনি বলেন, এবারের ঈদ ছিল স্বস্তির ঈদ। যাওয়া-আসা কোনো কষ্ট হয়নি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে অত্যন্ত তৎপর দেখেছি। এজন্য সরকারকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। সায়দাবাদ বাস টার্মিনালের দোকানি মনসুর হোসেন বলেন, শুক্রবার বিপুলসংখ্যক মানুষ ঈদের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরে এসেছে।

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

প্রিয়জনদের সাথে ঈদের ছুটি কাটিয়ে রাজধানীতে ফিরছে কর্মজীবী মানুষ। ছবিটি শনিবার সদরঘাট এলাকা থেকে তোলা

শুল্ক নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করবেন প্রধান উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা শুল্ক ইস্যুতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিজেই দেশটির প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এমন তথ্য জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন। গতকাল শনিবার রাতে জরুরি বৈঠক শেষে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, আমদানি বৃদ্ধির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর প্রচেষ্টা করা হবে। সমস্যা সমাধানে প্রধান উপদেষ্টা নিজেই যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন বলে জানিয়ে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, আমাদের

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, 'পৃথক সচিবালয় বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। প্রস্তাবিত সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিচারিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

গতকাল শনিবার 'বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও দক্ষতা' শীর্ষক এক আঞ্চলিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রধান বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্ট ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) যৌথ উদ্যোগে আজ সকাল ১০টায় রংপুরের জি এল রয় রোডের গ্র্যান্ড প্যালেস হোটেলের কনফারেন্স কক্ষে সেমিনারটি হয়।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক। সেমিনারে রংপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলায় কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয়

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

চিকেনস নেকে ভারী যুদ্ধাস্ত্র মোতায়েন করেছে ভারত

ডেস্ক রিপোর্ট

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিমসটেক সম্মেলনে অংশ নিতে দু'দিনের থাইল্যান্ড সফর শেষ করেছেন। শুক্রবার ব্যাংকক থেকে দ্বিপাক্ষিক সফরে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে পৌঁছেছেন তিনি। নরেন্দ্র মোদির আঞ্চলিক এই সফরের মাঝে ভারতের বহুল আলোচিত 'চিকেনস নেক' খ্যাত শিলিগুড়ি করিডোরে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে নয়াদিল্লি। এমনকি সেখানে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাও। এর আগে, শুক্রবার আঞ্চলিক জোট বিমসটেকের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড.

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

পাঠ্যবইয়ে নিম্নমানের কাগজ আর নয়

বাধ্যতামূলক হচ্ছে জলছাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক

পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণ ঘিরে বিতর্ক-সমালোচনার শেষ নেই। বইয়ে কতটা মানসম্মত গল্প-কবিতা, প্রবন্ধ রয়েছে; তার চেয়েও বেশি নজর থাকে কাগজ ও ছাপার মানের দিকে। প্রতি বছরই শিক্ষার্থীদের হাতে নিম্নমানের কাগজের বই দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিভাবক, শিক্ষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহলের তীর্যক সমালোচনার মুখে পড়তে হয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি)। সেই সমালোচনা এড়াতে এবার পাঠ্যবইয়ের কাগজে জলছাপ দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি। তাতে বইয়ের প্রতিটি পাতায় থাকবে এনসিটিবির লোগো সংবলিত জলছাপ। কাগজ হবে অফ হোয়াইট।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্র জানায়, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বই ছাপার কার্যক্রম এপ্রিল-মে মাস থেকে শুরু করতে চায় এনসিটিবি। পাঠ্যবই ছাপা ঘিরে সংকট ও সমালোচনা এড়াতে দুই ডজন শর্তারোপ করতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। তার মধ্যে জলছাপযুক্ত কাগজে বই ছাপা অন্যতম। এ নিয়ে ছাপাখানা ও কাগজের মিলমালিকসহ অংশীজনদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বই ছাপার কার্যক্রম এপ্রিল-মে মাস থেকে শুরু করতে চায় এনসিটিবি। পাঠ্যবই ছাপা ঘিরে সংকট ও সমালোচনা এড়াতে দুই ডজন শর্তারোপ করতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি

করেছেন পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা। জলছাপযুক্ত কাগজে বই ছাপতে আগ্রহী অধিকাংশ ছাপাখানার মালিক। তবে কাগজের মিলমালিক ও কিছু ছাপাখানার মালিক এ উদ্যোগের বিরোধিতা শুরু করেছেন। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সভায় বসেই বিষয়টি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। তবে যে কোনো উপায়ে জলছাপযুক্ত কাগজে পাঠ্যবই ছাপানোর উদ্যোগ

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

৭ দিনে ঢাকা ছেড়েছেন ১ কোটি ৭ লাখ মানুষ

ফিরেছেন ৪৪ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঈদের ছুটির সাত দিনে ১ কোটি ৭ লাখ সিম ব্যবহারকারী ঢাকা ত্যাগ করেছেন। বিপরীতে ৪৪ লাখ মোবাইল সিম ব্যবহারকারী ঢাকায় প্রবেশ করেছেন। গতকাল শনিবার টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সংস্থাটি গত ২৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত 'ঢাকায় আগমন' ও 'ঢাকা ত্যাগ' করা মোবাইল ফোন গ্রাহকদের তথ্যের ভিত্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

গত ২৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত সাত দিনে মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ সময় ঢাকায় প্রবেশ করেছেন ৪৪ লাখ

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

শরীয়তপুরে দু'পক্ষের সংঘর্ষে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শরীয়তপুরের জাজিরায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের দূর্বাডাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে এখন পর্যন্ত হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিলাসপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কুদ্দুস বেপারী ও স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা জলিল মাদবরের সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

৬৬ নতুন ভবন ও ৪৫৮ কার্যালয় সম্প্রসারণ করছে ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় পরিচয়পত্রের কার্যক্রম, নির্বাচনি ডেটাবেজ সংরক্ষণ এবং সার্বিক সেবার মান বাড়াতে ৬৬টি নতুন নির্বাচন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পাশাপাশি ৪৫৮টি কার্যালয় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। চারটি বিশেষায়িত নকশায় পরিকল্পনাধীন এই ৬৬টি ভবনের মধ্যে একটি আঞ্চলিক, তিনটি জেলা, ৪৫টি উপজেলায় এবং ১৭টি মেট্রোপলিটন থানায় স্থাপন করা হবে। এ বিষয়ে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ বলেন, সম্প্রসারণ ও নির্মাণ সব মিলে আমরা একটি প্রজেক্ট করছি। যেখানে এলজিডি করবে সেখানে এলজিডি প্রাক্কলন দেবে আর যেখানে পিডব্লিউডি করবে সেখানে পিডব্লিউডি প্রাক্কলন দেবে। তাদের প্রাক্কলন দিতে বলা হয়েছে। প্রাক্কলন পেলে আমরা বলতে পারব কত ব্যয় হবে। তবে সম্প্রসারণ ও নতুন ভবন নির্মাণে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। নতুন ভবন ও কার্যালয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের একটি আঞ্চলিক, তিনটি জেলা, ৪৫টি উপজেলায় ও ১৭টি মেট্রোপলিটন থানায় ভবন নেই, সেটা করতে হবে। তারপরে আমাদের বর্তমান সময়ে ইসির যে কার্যক্রম বেড়েছে তাতে আমাদের স্থানের সংকুলান হচ্ছে না। প্রায় প্রতিটি অফিসে মানুষের প্রচুর ভিড় থাকে, তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতে আমাদের অফিসাররা ঠিকমতো সেবা দিতে পারছেন না। এক্ষেত্রে এটা আমাদের লাগবে। এই কর্মকর্তা বলেন, আবার আমাদের নির্বাচনের সময় বিশেষ করে উপজেলা, সংসদ ও ইউনিয়ন নির্বাচনের সময় যে মালামালগুলো যায়, সেগুলো সংরক্ষণের জন্য জায়গা থাকে না। এছাড়া আমাদের এনআইডি আছে, এর সার্ভার আছে, এগুলো সংরক্ষণ করতে

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

তিন ক্যাটাগরিতে হবে এনআইডি সংশোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত আবেদন এখন থেকে আর ঢালাওভাবে নিষ্পত্তির জন্য বিবেচনা করবে না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এক্ষেত্রে প্রবাসী, সরকারি চাকরিজীবী ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে আবেদনগুলো বিন্যাস করে নিষ্পত্তি করা হবে।

ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঢালাওভাবে বিবেচনায় নিলে অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লেগে যায়। এই ব্যবস্থার ফলে যা সহজ হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সরকারি চাকরিজীবীদের সার্ভিস বুক থাকে। তাই তাদের আবেদনের সত্যতা সহজেই যাচাই করা যায়। আবার যারা প্রবাসী তাদেরও সংশ্লিষ্ট দেশের বৈধ কাগজপত্র ও

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি ইতিবাচক

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি ইতিবাচক এবং তা দেশের জন্য ভালো কিছু নিয়ে আনবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়েছে। যা দেশের জন্য অনেকটাই পজেটিভ হবে। গতকাল শনিবার দুপুরে ভোলায় নিজ নির্বাচনী এলাকায়

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেন। ঢাকা সিটির সাবেক মেয়র প্রয়াত নাজিউর রহমান মঞ্জুর ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভোলায় আসেন বিজেপি চেয়ারম্যান পার্থ। এ সময় গণমাধ্যমকে আন্দালিব রহমান পার্থ বলেন, দেশে বড় সংস্কারগুলো আগে প্রয়োজন। এজন্য আমরা ইউনূস সরকারকে সাহায্য করছি। ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বিজেপি শক্তিশালী বলে মন্তব্য করে পার্থ বলেন, জুন মাস থেকে প্রার্থী নির্বাচনের

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ভারতের মুসলমানদের নিঃস্ব করতেই ওয়াকফ বিল পাস

– সাইফুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভারতের মুসলমানদের নিঃস্ব করতেই লোকসভায় ওয়াকফ বিল পাস করানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেনড় ভারতের লোকসভায় বিতর্কিত ওয়াকফ বিল পাস মুসলমান জনগোষ্ঠীকে আরও ক্ষমতাহীন ও নিরাপত্তাহীন করে তুলবে। এটি দেশটির সংবিধানবিরোধী ও ফেডারেল কাঠামোর পরিপন্থি। তিনি এ বিল পাসের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

৯ দিনের ছুটি শেষে সরকারি অফিস খুলছে আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টানা নয় দিনের ছুটি শেষে সরকারি অফিস খুলছে আজ রোববার। অফিস চলবে রোজার আগের সময় ধরে। গত ২৮ মার্চ থেকে গতকাল শনিবার পর্যন্ত টানা ছুটি কাটাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা। গত ৩১ মার্চ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়। গ্রামের বাড়িতে থাকা প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে রেল, সড়ক ও নৌপথে রাজধানী ছেড়েছেন অসংখ্য মানুষ। কর্মজীবী মানুষ ঈদের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরছেন। ছুটি দীর্ঘ হওয়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেশির ভাগই শনিবারের মধ্যে ঢাকায় পৌঁছাবেন বলে মনে করা

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

হাওর বিপুল সম্ভাবনাময় এক জনপদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারের ভূমি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, হাওর এলাকায় এখন কৃষকরা ধানের পাশাপাশি ভুট্টা, সবজি, হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে জড়িত। কাজেই হাওর বিপুল সম্ভাবনাময় এক জনপদ। গতকাল শনিবার দুপুরে কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা অষ্টগ্রামে জিরাতি কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি। সরকার হাওরের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করছে উল্লেখ করে আলী ইমাম মজুমদার বলেন, মেঘনাসহ বড় বড় নদীগুলো আজ নাব্যতা সঙ্কটে ভুগছে। খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে খাল খনন করা সম্ভব। আর বড় নদ-নদীগুলো খনন করতে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, গত বন্যায় আমন ধানের যে ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার খাদ্যশস্য আমদানি করেছে। আর এবার হাওরসহ সারা দেশে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে খাদ্যে উদ্বৃত্ত হবে দেশ। কৃষক যেন ফসলের ন্যায্যমূল্য পান, তা নিশ্চিত করতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। তিনি আরও বলেন, কৃষক ও জিরাতিরা হলো উন্নয়নের প্রথমসারির

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

ঈদুল ফিতরের লম্বা ছুটি শেষ হচ্ছে খুলছে অফিস আদালত। নগরে ফিরতে শুরু করছে কর্মব্যস্ত মানুষ। ছবিটি শনিবার চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে তোলা

ট্রেনে ভোগান্তি ছাড়াই রাজধানীতে ফিরছে মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক

পরিবারের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছেন কর্মজীবী মানুষ। সরকারি-বেসরকারি সব অফিসের ছুটি শেষ। রোববার থেকে খুলতে শুরু করবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই জীবন-জীবিকার তাগিদে ব্যস্ত নগরীতে ফিরছে নরগবাসী। তবে বিগত বছরগুলোর মতো নেই তীব্র ভিড় আর যানবাহনের চাপ। ছুটি বেশি হওয়ায় মানুষ যেমন ধীরে ধীরে ঢাকা ছেড়েছে তেমনি ধীরে ধীরে ঢাকা ফিরছে। আবার অনেকে নানা গন্তব্যে ঢাকা ছাড়ছেন। দর্শনীয় স্থানে ঘুরতে যাচ্ছেন কেউ কেউ। তবে সার্ভার জটিলতায় সকালে ঢাকার বাইরে যাওয়া কয়েকটি ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয়

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মিল্লাত

The Daily Millat

Email: dailymillatbd@gmail.com

ঢাকা রোববার, ০৬ এপ্রিল ২০২৫, ২৩ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা, ০৭ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরী

ফেলে যাওয়া ১৮ ভরি স্বর্ণালংকার ফিরিয়ে দিলেন কলেজছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক

বগুড়ায় সিএনজি চালিত অটোরিকশায় পাওয়া স্বর্ণালংকার ও টাকা ফিরিয়ে দিলেন কলেজছাত্র খাইরুল ইসলাম। গত শুক্রবার রাতে বগুড়া সদর থানায় স্বর্ণালংকার ও টাকা মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। খায়রুল ইসলাম বগুড়া সরকারি শাহসুলতান কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সংসারের অভাব মেটাতে তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি অটোরিকশা চালান। সেই অটোরিকশায় ফেলে যাওয়া ১৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও ১৫ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে সততার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই তরুণ। পাবনার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের স্বর্ণ ব্যবসায়ী শাহিন হোসেন

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

রাস্তার কাজ মাঝপথে বন্ধ করায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এলাকাবাসীর। ছবিটি শনিবার রাজধানীর আর কে মিশন রোড থেকে তোলা

আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে সাম্প্রতিক সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা। ঈদের মধ্যেই গত সোমবার নরসিংদীর পলাশ উপজলার ঘোড়াশালে রাকিব (২৫) ও সাকিব (২০) নামের দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ওই ঘটনায় তাদের মা-বাবাও আহত হয়েছে। পুলিশের দাবি, চোর সন্দেহে তাদের গণপিটুনি দেয়া হয়েছে। যদিও নিহতদের পরিবারের অভিযোগ, চাঁদা না দেয়ায় পরিকল্পিতভাবে তাদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। একই দিন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় মোবাইল চুরির অভিযোগে শ্রমিক দলের এক নেতাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত পরিবার দাবি করেছে, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা। গত সেপ্টেম্বরে চোর সন্দেহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে তোফাজ্জল হোসেন নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এভাবে দেশজুড়েই অসংখ্য পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটলেও খুব কম আসামিই গ্রেফতার হচ্ছে। ওই ধরনের ঘটনায় বেশির ভাগ সময় আসামিরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এগুলোও এক ধরনের বিচার-বহির্ভূত হত্যা। এসব ঘটনার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করলেও আসামিরা থাকে অজ্ঞাত। যথাযথভাবে মামলা হচ্ছে না। যারা ঘটাচ্ছে, তাদের ধরা হচ্ছে

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

মিয়ানমারে ভূমিকম্প

ভয় কাটেনি মানুষের বাতাসে লাশের গন্ধ

ডেস্ক রিপোর্ট

যখন পায়ের নিচের মাটি কাঁপছিল, সেই সময়ে ধসে পড়া ভবন, এবড়োথেবড়ো সড়ক ও গর্ত পেরিয়ে তার জন্মশহর সাগাইংয়ের দিকে আসছিলেন কো জেয়ার। গত ২৮ মার্চ মিয়ানমারে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার যে ব্যাপক শক্তিশালী ভূমিকম্প ঘটে, সেটির উৎপত্তিস্থল বা এপিসেন্টার ছিল মধ্যাঞ্চলীয় সাগাইং শহর। মিয়ানমারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালয় থেকে সাগাইংকে পৃথক করেছে দেশটির অন্যতম বৃহৎ নদী ইরাবতী। সাধরণ সময়ে গাড়িতে ইরাবতী সেতুর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে সময় লাগে ৪৫ মিনিট, কিন্তু ভূমিকম্পের পর ইরাবতি নদী পেরোতে কো জেয়ারের সময় লেগেছিল ২৪ ঘণ্টা। সাগাইংয়ে ফিরে জেয়ার জানতে পারেন, তার পরিবারের সদস্যরা এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও অনেক বন্ধু ও স্বজন প্রাণ হারিয়েছেন এই ভূমিকম্পে। বস্তুত, গত ২৮ মার্চ যে ভূমিকম্প হয়েছে, সেটিকে গত এক শতাব্দির মধ্যে মিয়ানমারের সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প বলছেন ভূতত্ত্ববিদরা। সাগাইং, রাজধানী ইয়াঙ্গুন, মান্দালয়সহ বিভিন্ন শহরের ধ্বংস্তূপ থেকে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ৩ হাজার ৩৫৪ জনের মৃতদেহ। উদ্ধারকারী বাহিনীর কর্মীরা জানিয়েছেন, এখনও অনেক মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছে বলে ধারণা করছেন তারা। সেই সংখ্যাটি কত হতে

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

চালের বাজারে অস্থিরতা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে পর্যাপ্ত আমদানি হয়েছে চালের। প্রতি মাসেই দফায় দফা হয়েছে আমদানি। এছাড়াও ভোজ্যতেলেরও এলসি খোলা হয়েছে গতবারের তুলনায় অনেক বেশি। তারপরও চাল ও তেলের বাজারে অস্থিরতা লেগেই আছে। বিশেষ করে দেশে চালের দাম কয়েক মাস ধরেই বাড়তি, যা ভোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, পণ্য ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে চালের আমদানি। গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৮ কোটি ৬১ লাখ ডলার সমমূল্যের চাল আমদানি হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা ২০৫ শতাং বেশি। তবে গমের আমদানি ৭ শতাংশ কমে ১০৬ কোটি ডলারে নেমেছে। শতাংশ বিবেচনায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ডালের। গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮০ কোটি ৬৫ লাখ ডলার সমমূল্যের ডাল আমদানি হয়েছে। আগের একই সময়ের চেয়ে যা ১২৮ দশমিক ৫০ শতাংশ বেশি।

এদিকে চালের আমদানি সবচেয়ে বেশি হলেও দামে তেমন প্রভাব নেই। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, অর্থ বছরের শেষ ছয় মাসে প্রতি কেজি চালের দাম প্রায় দশ টাকা বেড়েছে। চিকন চালের দাম এখন সর্বকালের সর্বোচ্চ। সরকারি সংস্থা টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, এক বছরের ব্যবধানে সরু চালের দর ১২ দশমিক ৭৭ শতাংশ বেড়ে এখন প্রতি কেজি ৭২ থেকে ৮৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মাঝারি মানের চালে

- দেশে চালের দাম কয়েক মাস ধরেই বাড়তি
- পর্যাপ্ত আমদানির পরও দামে প্রভাব নেই বাজারে

১১ দশমিক ৮২ শতাংশ বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৫৮ থেকে ৬৫ টাকা। আর মোটা চালে ৩ শতাংশের মতো বেড়ে প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৫৫ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

তবে বাজার ঘুরে দেখা গেছে, এখন মোটা চাল প্রতি কেজি ৬০ টাকা ও চিকন চাল সর্বনিম্ন ৮০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশে চার লাখ ২২ হাজার টন চাল আমদানি হয়েছে সরকারি পর্যায়ে। চার দেশ থেকে আমদানি চুক্তি করা হয়েছে ৯ লাখ টন। এছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে যেখানে গত অর্থবছরে চাল আমদানির পরিমাণ শূন্য ছিল, সেখানে এই অর্থবছরের বিগত নয় মাসে দুই লাখ ৮৬ হাজার টন চাল এসেছে। এছাড়াও সরকারের গুদামে এখন মজুত রয়েছে ৯ লাখ ২৪ হাজার টন চাল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৬৪৬ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা ৫ দশমিক ৩০ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছর যেখানে আমদানি কমেছিল প্রায় ১১ শতাংশ। আর গত নভেম্বর পর্যন্ত আমদানি কম ছিল ১ শতাংশের বেশি।

ডলার পরিস্থিতির উন্নতি, আমদানির ওপর থেকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া, শুল্ক কমানো এবং যে কোনো ব্যবসায়ীর জন্য পণ্য আমদানির সুযোগ তৈরিসহ বিভিন্ন কারণে গত ডিসেম্বর থেকে আমদানি বাড়ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের আট মাসে ভোজ্যতেল ১৬ শতাংশের বেশি বেড়ে ১৬৪ কোটি ডলারের

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

চা শিল্পে সংকট নিরসনে ব্যবস্থা নেবে সিলেট বিএনপি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দলের শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলীয় অঙ্গীকারের বিষয়ে জোর দিয়েছেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। চা শিল্পের সংকট নিরসনে বিএনপি ব্যবস্থা নেবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টায় নগরের একটি রেস্টুরেন্টে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির নেতারা দলীয় বিভিন্ন কার্যক্রম, রাজনৈতিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সভায় জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী,

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ভাগাড়সহ কোনো স্থানেই ময়লা পোড়ানো যাবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিলসহ কোনো জায়গায়ই কোনোভাবেই ময়লা পোড়ানো যাবে না। ময়লার ভাগাড় ও আশপাশের এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর মাতুয়াইলে স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এলাকা পরিদর্শন শেষে বায়ুদূষণ পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই কথা জানান। এই ময়লার ভাগাড় মাতুয়াইল থেকে অচিরেই পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী দুটি স্টিলমিল বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হবে। ব্যাটারি পোড়ানো বা ব্যাটারির সিসা আলাদা করা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর ব্যাটারি কারখানাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেলে আবারও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা বলেন, ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ একটি স্বাস্থ্যঝুঁকির রূপ নিয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিটি করপোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়ানো এবং নিয়ম ভাঙলে জরিমানার

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ফাঁকা ঢাকায় বাতাসের মান ‘অস্বাস্থ্যকর’

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে রাজধানী ঢাকায় মানুষের ব্যস্ততা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বায়ু দূষণের মাত্রাও। শুক্রবারের তুলনায় গতকাল শনিবার ঢাকার বাতাসের মানের অবনতি হয়েছে। বাতাসের গুণমান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (একিউআই) সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী, রাজধানী শহরের বায়ুমান ১৫২, যা সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর বাতাসের নির্দেশক। এক দিন আগে শুক্রবার সকালে ঢাকার বায়ুমান ছিল ১৩৭।

বিশ্বজুড়ে বায়ুদূষণে শীর্ষে থাকা শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা ৮ম স্থানে রয়েছে। একই সময়ে বায়ুদূষণে শীর্ষে নেপালের কাঠমান্ডু। শহরটির বায়ুমান ২১৬, যা খুবই অস্বাস্থ্যকর বাতাসের নির্দেশক। বিশ্বজুড়ে বায়ুদূষণের দিক থেকে

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

খরায় পুড়ছে চা বাগান উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা

প্রতিনিধি, মৌলভীবাজার

চা মৌসুমের শুরুতে অনাবৃষ্টির কারণে প্রখর রোদে মৌলভীবাজারের বিভিন্ন চা-বাগানের চা-গাছ বিবর্ণ হয়ে পাতা পুড়ে যাচ্ছে। নদ-নদী, ছড়া, জলাশয় ও লেক শুকিয়ে যাওয়ায় চাহিদামতো সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। এতে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। এভাবে রোদ পড়তে থাকলে উৎপাদনে প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা তাদের। চা-চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বৃষ্টি না হওয়ায় নতুন কুঁড়ি আসছে না চা-গাছে। ফলে চায়ের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা আছে।

তাপপ্রবাহের কারণে লাল মাকড়ের আক্রমণসহ নানা প্রকার পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। বেশিরভাগ চাষিই চা-বাগান নিয়ে পড়েছেন চরম বিপাকে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না বলে জানালেন চাষিরা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বেশিরভাগ চা-বাগানে আসছে না নতুন কুঁড়ি। কোনও কোনও চা-বাগানের গাছ জ্বলে গেছে। অনেক গাছ শুকিয়ে গেছে। চাষিরা দিনরাত বাগানে পানি ছিটাচ্ছেন। তবু কাজ হচ্ছে না। চাষিরা বলছেন, চা-বাগানে প্রতি বছর দুবার সার প্রয়োগ করতে হয়। এ ছাড়া খরার মৌসুমে ১৫ দিন পরপর পানি সেচ দিতে হয়। সেই সঙ্গে বছরে সর্বনিম্ন ছয়বার কীটনাশক ছিটাতে হয়। তবে পোকামাকড়ের আক্রমণ অনুযায়ী এটি কমবেশি হতে পারে। টাকার অভাবে চা-বাগানের পেছনে এই নিয়মিত বিনিয়োগ ও পরিচর্যা করতে না পারায় এবার চা-গাছে লাল মাকড়ের আক্রমণসহ নানা প্রকার পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। এর সঙ্গে টানা তাপপ্রবাহ যোগ হয়ে সমতলের চা-চাষিদের এখন ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ অবস্থা। চায়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে সেচের পাশাপাশি প্রতি চারাগাছের মধ্যে মাটি গর্ত করে পচা গোবরের সঙ্গে কিছু টিএসপি মিশিয়ে আবার মাটিতে মিলিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চা-বিশেষজ্ঞরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জেলায় ৯৩টি চা-বাগান

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

চারুকলায় চলছে পহেলা বৈশাখের প্রস্তুতি। ছবিটি শনিবার চারুকলা থেকে তোলা

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত দুই বন্ধু চারদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর গত শুক্রবার দিনগত রাতে মারা গেছে। গত শুক্রবার দিনগত রাত সাড়ে ১২টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নয়ন হোসেন (১৭) রাত ২টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মো. হৃদয় হোসেন (১৭) মারা যায়। এরা দুইজনেই চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। নয়ন হোসেন গাইবান্ধা জেলার মো. কামাল হোসেনের ছেলে এবং ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের বাড়াহুসিয়া গ্রামের মফিজ উদ্দিনের নাতি। সে নানার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়াশুনা

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

লাঙ্গলবন্দে মহাঅষ্টমীর স্নানোৎসবে পুণ্যার্থীদের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদক

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার লাঙ্গলবন্দ এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদে চলছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাপমোচনের মহাঅষ্টমী স্নানোৎসব। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম এই উৎসব ঘিরে পুরো দেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীদের ঢল নামে লাঙ্গলবন্দে। গতকাল শনিবার লাঙ্গলবন্দ এলাকা ঘুরে এ দৃশ্য দেখা গেছে। এর আগে গত শুক্রবার রাত ২টা ৮ মিনিট থেকে শুরু হয় লাঙ্গলবন্দ মহাঅষ্টমী স্নানোৎসব। গতকাল শনিবার রাত ১২টা ৫১ মিনিট পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। এদিকে স্নানোৎসব উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা বিষয়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে স্নান এলাকায় ২০টি

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

তিন চাকার বাহনের দাপটে সড়কে ঝরছে তাজা প্রাণ

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৬০ কিলোমিটার অংশে তিন চাকার বাহনের কারণে দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। ঝরে যাচ্ছে তাজা প্রাণ। আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে অভিশপ্ত জীবন পার করছেন অনেকে। কাগজে কলমে মহাসড়কে তিন চাকার বাহন চলাচল নিষিদ্ধ থাকলে বাস্তবে তার উল্টো চিত্র। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মিরসরাই উপজেলার ধুমঘাট থেকে সীতাকুন্ড উপজেলার সিটি গেইট পর্যন্ত ৬০ কিলোমিটার এলাকায় অবাধে চলাচল করছে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা, নসিমন ও করিমন। এতে করে প্রায় সময় দুর্ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে সড়কের ইউটার্নগুলোতে রাস্তা পার হওয়ার সময় ও উল্টো পথে চলাচলের কারণে বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বড়তাকিয়া বাইপাসে রাস্তার পার সময় দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত রিকশার যাত্রী সাদিয়া ইয়াসমিন জুথি নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়। একইদিন দুপুরে মিরসরাই পৌর সদর বাইপাসে ব্যাটারিচালিত রিকশাকে বাঁচাতে গিয়ে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা লাগে। এসময় বাসে থাকা ১৫ যাত্রী আহত হন। কয়েকদিন আগে উপজেলার

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার জরুরি

– রাশেদ খান

নিজস্ব প্রতিবেদক

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আওয়ামী দোসররা ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। উপদেষ্টাদের কেউ কেউ গণহত্যাকারী চিহ্নিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সেল্টার দিচ্ছে। আদালত থেকে উপদেষ্টাদের ইশারায় ডামি এমপিরা জামিন পাচ্ছে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এখনো আওয়ামী দোসরদের দৌরাত্ম টিকে রয়েছে। তাই দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। আওয়ামী রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে বিনিয়োগ বাড়ানোই মূল চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদক

মূল্যস্ফীতির উত্তাপ এখনো কমেনি। স্থবির বিনিয়োগ। বাড়ছে না কর্মসংস্থান। রাজস্ব আদায়ও হচ্ছে না প্রত্যাশিত মাত্রায়। তবে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি রেমিট্যান্সের প্রবাহ ভালো। সামষ্টিক অর্থনীতির নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আগামী অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমানো ও বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, নতুন অর্থবছরের বাজেটে মূল গুরুত্ব দিতে হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ওপর। একই সঙ্গে বিনিয়োগ বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিনিয়োগ না বাড়লে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান হবে না। আর কর্মসংস্থান না হলে নানামুখী সমস্যা দেখা দেবে। মূল্যস্ফীতি কমানো ও বিনিয়োগ বাড়ানোর পদক্ষেপের পাশাপাশি রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর দিকেও নজর দিতে হবে। তবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নির্বাচিত সরকার না থাকায় বিনিয়োগ বাড়ানো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সবশেষ তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ছিল ৯

দশমিক ৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ, মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। অবশ্য তারপরও মূল্যস্ফীতি প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ হওয়ায় নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর বড় ধরনের চাপ রয়েছে।

মূল্যস্ফীতি চাপের পাশাপাশি সরকার প্রত্যাশিত রাজস্ব পাচ্ছে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (২০২৪ সালের জুলাই থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৫৮ হাজার কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। অবশ্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলেও আগের বছরের তুলনায় রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে রাজস্ব

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

মিরপুরে গুলিতে যুবক আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুর পল্লবীর এলাকায় মো. সানি (২৮) নামে এক যুবক কুপিয়ে ও গুলি করে আহত করার ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে মিরপুর পল্লবী ৬ নম্বর লেনে ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেলে আহত সানির খালাতো বোন রুমা আক্তার বলেন, তারা মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ৫ নাম্বার লেনের মুড়াপাড়া ক্যাম্পে থাকেন। সানি এলাকায় শাড়ির কারচুপির কাজ করতো আবার মাঝে মাঝে অটোরিকশা চালাতো। তিনি আরো বলেন, সন্ধ্যায় অটোরিকশা নিয়ে বের হয়েছিল সানি। একই এলাকার ৬ নম্বর লেনে গেলে স্থানীয় জনি, আবীর জাকির, আশিকসহ আরো কয়েকজন তার ডান পায়ে গুলি করে এবং মাথাসহ

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক : ওবায়দুর রহমান শাহীন, প্রকাশক : মিজানুর রহমান

প্রকাশক কর্তৃক বায়তুল হক ভবন, ৭৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং ১০ আর কে মিশন, টিকাটুলী, ওয়ারী, সোহাগ প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত। মোবাইল: ০১৫৫২৩২৪৫৭১।

শুল্ক নিয়ে মার্কিন

করণীয়গুলো বুঝার চেষ্টা করছি। আমরা এখানে সম্ভাবনাও দেখছি। বিপরীত বিষয়গুলো উপলব্ধি করে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে এনে তুলনামূলকভাবে আমাদের প্রতিযোগী দেশ থেকে ভালো অবস্থানে যাওয়ার প্রচেষ্টায় রত আছি।

দুই পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রেখে কীভাবে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো হবে এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, আমদানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো যেতে পারে। সয়াবিন তেল, পোশাক শিল্পের জন্য তুলা, মেটাল স্ক্র্যাপ আমদানি করি যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এছাড়া শিল্প যন্ত্রাংশ, জ্বালানি পণ্য আমদানি করি। জ্বালানি পণ্য আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে করি। সামষ্টিকভাবে আমাদের অর্থনীতির জন্য যা ভালো সেগুলো সমন্বয় করে আমদানি করব। তিনি বলেন, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যেহেতু আমাদের নিশ্চিতভাবে সবচাইতে বড় সম্পদ প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়। উনার যে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা সেটাকে আমরা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ব্রিফিংয়ে সূচনা বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টার হাই রিপ্রেজেনটেটিভ খলিলুর রহমান বলেন, এটা আমাদের জন্য আকস্মিক কোনো বিষয় না। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে বৈঠক করতে বলেছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। সেই সূত্রে তিনি (খলিলুর) ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরের অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তখন থেকে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে ক্রমাগত এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, 'সুতরাং ব্যাপারটা আকস্মিক নয়, আমরা এর জন্য প্রস্তুত। শিগগিরই আমরা একটা ব্যবস্থা নেব এবং সেটা মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেই নেব।'

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন, প্রধান উপদেষ্টার হাইরিপ্রেজেনটেটিভ ড. খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বিডার নির্বাহী আশিক চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া, প্রধান উপদেষ্টার এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ, অর্থ সচিব ড. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান, বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) চেয়ারম্যান জাইদী সাত্তার।

পাঠ্যবইয়ে নিম্নমানের

বাস্তবায়ন করতে চায় এনসিটিবি। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে কাগজ আমদানি করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সরকার শতচেষ্টা করেও পাঠ্যবইয়ে নিম্নমানের কাগজের ব্যবহার ঠেকাতে পারছে না। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে এ নিয়ে মুখে মুখে কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বেশি লাভের আশায় কিছু ছাপাখানা কৌশলে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপিয়ে তা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করছেন কাগজের মিলমালিকরা। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নিম্নমানের কাগজে ছাপা বইয়ের স্থায়িত্ব কম। দুই মাস না যেতেই বইয়ের পাতা ছিঁড়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ছাপা অক্ষরও। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা। পাশাপাশি অনুজ্জ্বল কাগজের অস্পষ্টভাবে ছাপা বই ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যগত অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে।

চিকিৎসকদের তথ্যমতে, নিম্নমানের কাগজে বই ছাপা হলে শিশুদের চোখে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার বইয়ের পাতা উল্টাতে অনেকেই আঙুলে মুখের লালা (থুতু) ব্যবহার করে। ফলে শিশুদের পেটে চলে যায় নিম্নমানের কাগজে ব্যবহার করা বিষাক্ত কেমিক্যালস, যা ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। ২০১০ সাল থেকে সরকার বছরের শুরুতে সারাদেশের সব শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দিয়ে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রতি বছর এ কাজ বাস্তবায়ন করে। তবে শুরু থেকেই পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঘিরে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের খপ্পরে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপা হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, সরকারকে অনেকটা জিম্মি করে ছাপাখানা ও মিলমালিকরা এ সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এনসিটিবি ঘিরে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা চালাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বইয়ে ব্যবহার করা কাগজে এনসিটিবির লোগোর জলছাপ রাখার উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

এনসিটিবির পক্ষ থেকে মিলমালিকদের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানানো একজন কর্মকর্তা বলেন, 'কাগজ ভালো নাকি খারাপ দেওয়া হবে, সেটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। তারা নিয়ম মেনে কাজ করলে করবেন, না করলেও সমস্যা নেই। অথচ তারা সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এটা স্পষ্টই ধৃষ্টতা।'

ছাপাখানা মালিকরা আগ্রহী, মিলমালিকরা ঘোরবিরোধী : পাঠ্যবই ছাপার কাজে শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ছাপাখানা মালিকদের জন্য ২৪টি শর্তারোপ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এনসিটিবি। এর মধ্যে অন্যতম বইয়ে কাগজে জলছাপ যুক্ত করা। ফলে এ নিয়ে গত ১০ মার্চ কাগজ উৎপাদনকারী ২৫টি মিলসের মালিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা। সেখানে নতুন এ উদ্যোগের কথা বিস্তারিতভাবে জানানো হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষণিক কঠোর প্রতিক্রিয়া জানান মিলমালিকরা। তাদের কেউ কেউ এনসিটিবি কর্মকর্তাদের সামনে বসেই আপত্তিকর মন্তব্যও করেন। একজন মিলমালিক তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বৈঠকে বলেন, 'বই তো পড়বে এক বছর। তাতে এত ভালোমানের কাগজ দিতে হবে কেন? এক বছর ব্যবহার করেই তো বই শেষ। এত ভালো কাগজের দরকার নেই।' বৈঠকে অংশ নেওয়া পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, বৈঠকে ২৫টি পেপার মিলসের মালিক ও প্রতিনিধি অংশ নেন। তার মধ্যে বৈঠকে তাৎক্ষণিক এ উদ্যোগের বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন চারটি কারখানার প্রতিনিধিরা। সেগুলো হলোঃআগুরা পেপার মিলস, মেঘনা পেপার মিলস, সোনালী পেপার মিলস ও আল-নূরস পেপার মিলস।

মিলমালিকদের আপত্তিকর বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান এনসিটিবি কর্মকর্তারাও। এতে বৈঠকে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বৈঠকে এনসিটিবির পক্ষ থেকে মিলমালিকদের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানানো একজন কর্মকর্তা বলেন, 'কাগজ ভালো নাকি খারাপ দেওয়া হবে, সেটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। তারা নিয়ম মেনে কাজ করলে করবেন, না করলেও সমস্যা নেই। অথচ তারা সরকারের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করেছেন। এটা স্পষ্টই ধৃষ্টতা।'

বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে অংশ নেওয়া অন্তত ছয়টি পেপার মিলসের মালিক এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাগো নিউজের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়। তারা বিষয়টি নিয়ে এখনই গণমাধ্যমে কথা বলতে চান না। এটি এখনো প্রাথমিক আলোচনার পর্যায়ে। এ নিয়ে তারা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান। নাম-পরিচয় প্রকাশ না করে একজন মিলমালিক বলেন, 'পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট (রাজনৈতিক সরকার) থাকলে এত ঝামেলা হতো না। এখন যারা আসছেন, তারা বাস্তবতা বুঝেন না। খালি নিয়ম ফরমান; সকালে এক নিয়ম, বিকেলে আরেক নিয়ম। ব্যবসায়ীরা তো দুটো পয়সা লাভের তাগিদে ব্যবসা করেন। কিন্তু এনসিটিবির সঙ্গে কাজ করা এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে।'

এনসিটিবির জলছাপযুক্ত কাগজ দিতে দেশীয় মিলগুলোর সমস্যা কোথায় এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'সমস্যা বহু জায়গায়। এটা এখনই আমরা বলতে চাচ্ছি না। যদি এ নিয়ে সত্যিই এনসিটিবি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আমরা অবস্থান জানাবো।'

এদিকে, মিলমালিকদের সঙ্গে বৈঠকের এক সপ্তাহ পর ছাপাখানা মালিকদের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেন এনসিটিবি কর্মকর্তারা। সেখানে জলছাপ দেওয়া কাগজে পাঠ্যবই ছাপার উদ্যোগকে যুগান্তকারী বলছেন অনেক ছাপাখানা মালিক। অধিকাংশ ছাপাখানা কর্তৃপক্ষই এতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাদের ভাষ্য, জলছাপের ভালো কাগজ নিতে তাদের আপত্তি নেই। তবে কাগজের সরবরাহ নিশ্চিত করাটাই জরুরি।

চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রায় তিন কোটি বই ছাপার কাজ করা একটি ছাপাখানার মালিক নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সৃজনশীল বই ছাপা হয় অফ হোয়াইট কাগজে। আমাদের দেশেও সৃজনশীল বই অফ হোয়াইট কাগজে ছাপা হয়। এখন পাঠ্যবইও একই কাগজে ছাপার পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন মুদ্রণকারীরা। কিন্তু সিন্ডিকেটের বাধায় তা বাস্তবায়ন হয় না। জলছাপযুক্ত একই কাগজে বই ছাপা হলে তা ইতিবাচক হবে বলে মনে করি।' আগামী প্রকাশনীর কর্ণধার এবং বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সাবেক সভাপতি ওসমান গণি। তিনি বলেন, 'জলছাপযুক্ত অফ হোয়াইট কাগজে পাঠ্যবই ছাপার উদ্যোগ যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি বাস্তবায়ন করতে পারলে শিক্ষার্থীরা যেমন উপকৃত হবে, তেমনি প্রেস মালিকরা সবাই একই কাগজে বই ছাপাবেন। এটা ভালো উদ্যোগ বলে মনে করছি।'

৩৪-৩৬ কোটি বই ছাপার টার্গেট, কাগজ প্রয়োজন লাখ টন : গত বছর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নতুন শিক্ষাক্রম বাতিল ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর ২০১২ সালে প্রণীত (সৃজনশীল) শিক্ষাক্রমে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেজন্য বেড়ে যায় বইয়ের সংখ্যাও। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৪০ কোটি ১৬ লাখের কিছু বেশি বই ছাপা হয়েছে। তার আগের শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ ২০২৪ সালের জন্য বই ছাপা হয়েছিল ৩০ কোটি ৭০ লাখ। ফলে এবার প্রায় সাড়ে ৯ কোটি বই বেশি ছাপা হয়েছে। এতে বেড়েছে খরচও। চলতি বছরের বই ছাপতে ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, যা আগের বছর (২০২৪) ছিল এক হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এদিকে, চলতি শিক্ষাবর্ষে বই ছাপা পুরোদমে শুরুর পর তীব্র কাগজ সংকট দেখা দেয়। এতে মুদ্রণকারী বা ছাপাখানা মালিকরা চরম বিপাকে পড়েন। একপর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে চীন থেকে কাগজ ও আর্টকাট আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই কাগজ ও আর্টকাট এনে ছাপাখানা মালিকদের সরবরাহ করে সরকার।

তবে আগামী বছরের বই ছাপাতে কাগজের এমন সংকট যাতে না হয়, সেজন্য আগেভাগে প্রস্তুতি নিচ্ছে এনসিটিবি। তাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী- ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ৩৪ থেকে ৩৬ কোটি বই ছাপার প্রয়োজন হতে পারে। এসব বই ছাপাতে ৮০ হাজার থেকে এক লাখ মেট্রিক টন কাগজ প্রয়োজন হতে পারে। এর সিংহভাগ কাগজ দেশীয় প্রতিষ্ঠান থেকে জলছাপযুক্ত করে নিতে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসানের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদকাল শেষ হয়েছে গত ২৫ মার্চ। এর আগের দিন তিনি বলেন, 'এনসিটিবি ঘিরে কালো একটি চক্র গড়ে উঠেছে। এখানে ভালো কাজ করতে গেলেও আপনাকে এ চক্রের ছোবল খেতেই হবে। ভালো মানের বই, ভালো কাগজ ও ছাপার বই দেওয়ার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করাটা দুরূহ হয়ে পড়ে।' তিনি বলেন, '৫ আগস্টের পর আমরা যারা দায়িত্ব পালন করেছি, করছি; তারা শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে ভালো মানের কাগজ ও উজ্জ্বল কাগজে বই ছাপার ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছি। আগামী বছরের জন্য আগেভাগে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলো নিয়ে ছাপাখানার মালিক, মিলমালিকদের সঙ্গে আমরা বসেছিলাম। মতপার্থক্য কিছু রয়েছে। তবে এটা বাস্তবায়ন হওয়াটা জরুরি। আমার মেয়াদকাল শেষ, যদি আমি না থাকি; তাহলেও আশা করি যিনি আসবেন; যারা থাকবেন, তারা যেন এ পদক্ষেপগুলো এগিয়ে নেন। তাহলে শিক্ষার্থীরা নিঃসন্দেহে ভালো বই পাবে। একটা ঐতিহাসিক কাজ হবে।' বিষয়টি নিয়ে জানতে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল (সি আর) আবরারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জোবায়ের বলেন, 'বিষয়টি আমি অবগত। এবার বই ছাপাটা দারুণ চ্যালেঞ্জিং ছিল। তারপরও অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এবার ভালো বই পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। আগামী বছর থেকে আরও ভালো বই দেওয়ার সব ইতিবাচক সিদ্ধান্ত সরকার বাস্তবায়ন করবে। কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাদের রেখেই আমরা কাজ এগিয়ে নেবো।'

চিকেনস নেকে ভারী

মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন নরেন্দ্র মোদি। গত বছরের আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে মোদির এটাই প্রথম মুখোমুখি বৈঠক। দুই দেশের কূটনৈতিক তৎপরতায় ব্যাংককে উভয় নেতা প্রথমবারের মতো বৈঠক করেন। কয়েক দিন আগে চীন সফরে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ভারতে সেভেন সিস্টার্স নিয়ে মন্তব্য করেন। সেখানে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশে চীনের সম্ভাব্য বিনিয়োগের বিষয়ে কথা বলেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার ওই মন্তব্যের পর কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডোরের সুরক্ষা সম্পর্কে ভারতে উদ্বেগ দেখা গেছে। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় এই করিডোর সাধারণত 'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গের এই সংকীর্ণ ভূমি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে দেশটির অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। যেখানে নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান এবং চীনের সীমান্ত রয়েছে। শুক্রবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ভারত এই গুরুত্বপূর্ণ করিডোরের নিরাপত্তায় ব্যাপক সুরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করেছে।

চিকেনস নেকে নিরাপত্তা জোরদার : ইন্ডিয়া টুডে বলেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী শিলিগুড়ি করিডোরকে নিজেদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন হিসাবে মনে করে। এই পথ ব্যবহার করে সামরিক প্রস্তুতির মাধ্যমে যে কোনও ধরনের সম্ভাব্য হুমকির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুতি রয়েছে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর। করিডোরের পার্শ্ববর্তী সুকনায় দেশটির সামরিক বাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পসের সদরদপ্তর রয়েছে। এই বাহিনী অঞ্চলটির নিরাপত্তায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে। ত্রিশক্তি কর্পস রাফাল যুদ্ধবিমান, ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র এবং উন্নত প্রযুক্তির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। দেশটির এই সংবাদমাধ্যম বলেছে, ভারতীয় সেনাপ্রধানের সাম্প্রতিক বক্তব্য করিডোরের সুরক্ষার বিষয়ে ভারতের অবস্থানকে আরও জোরদার করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠার পরিবর্তে চিকেনস নেককে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা হবে; যেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনী যে কোনও ধরনের সম্ভাব্য হুমকির ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে।

কয়েক স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা : ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ওই অঞ্চলে নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে...

উন্নত সামরিক অস্ত্র মোতায়েন : ভারতীয় বিমান বাহিনী মিগ বিমানের পাশাপাশি হাশিমারা বিমানঘাঁটিতে রাফাল যুদ্ধবিমানের একটি স্কোয়াড্রন মোতায়েন করেছে।

ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র রেজিমেন্ট : সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় শিলিগুড়ি করিডোরে ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের একটি রেজিমেন্ট মোতায়েন করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

সারফেস-টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা : আকাশপথ ব্যবহার করে যে কোনও ধরনের হামলা ঠেকাতে ওই অঞ্চলে এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে ভারত।

এমআরএসএএম ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা : যে কোনও ধরনের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আকাশসীমার সুরক্ষা নিশ্চিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে এমআরএসএএম ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন রেখেছে ভারতীয় সামরিক বাহিনী।

নিয়মিত সামরিক টহল : ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পস টি-৯০ ট্যাংক-সহ তাজা গুলি বর্ষণের মহড়া পরিচালনা করছে। যে কোনও পরিস্থিতি নিজেদের অভিযানের প্রস্তুতি জোরদারের লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কৌশলগত সতর্কতা : ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আঞ্চলিক হুমকির বিরুদ্ধে ভারত সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) মাধ্যমে বাংলাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করছে দিল্লি। বেইজিংয়ের সঙ্গে ঢাকার ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ভারতের জন্য কৌশলগত, বিশেষ করে শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন ভারতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।

এমন পরিস্থিতিতে ভারত ওই অঞ্চলে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। ভারতের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান সম্প্রতি সামরিক বাহিনী অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে উত্তরবঙ্গ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় ভারতের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন। সফরে সম্মুখ সারির ঘাঁটিগুলো পরিদর্শন ও নিরাপত্তা কৌশল সম্পর্কে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাও করেন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যতের প্রস্তুতি : ২০১৭ সালে ভুটানের ভূখণ্ডের ডোকলামে চীনা সামরিক বাহিনীর একটি সড়ক নির্মাণ কাজে ভারতীয় বাহিনীর বাধা দেওয়ার ঘটনায় ব্যাপক অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়। সেই সময় চিকেনস নেকের নিরাপত্তার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কারণ ডোকলামের ওই সড়ক ধরে শিলিগুড়ি করিডোরে পৌঁছানোর পথ অনেক সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বাধার মুখে শেষ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ থেকে পিছু হটে চীনের সেনাবাহিনী। অতীতের এসব ঘটনা থেকে ভারত নিজেদের প্রতিরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রস্তুতি বাড়িয়ে চলেছে বলে ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

নগরে ফিরছে

ভোর থেকে দেখছি মানুষ ঢাকা ফিরে আসছে। তুলনামূলকভাবে বেশি মানুষ ঢাকায় ফিরছে শনিবার।

সদরঘাটে উপচেপড়া ভিড় : এদিকে, লঞ্চযোগে আসা মানুষের চাপ বেড়েছে সদরঘাটে। লঞ্চকর্মীরা বলছেন, গত দু'দিনের চেয়ে আজ (শনিবার ভিড় বেশি। ঢাকায় ফেরা প্রায় সব লঞ্চ যাত্রীদের রেখে আবার বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলা-উপজেলার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। ফলে টার্মিনালে মানুষের ভিড় ও কিছুটা দুর্ভোগ লক্ষ্য করা গেছে। টার্মিনাল থেকে নেমে দীর্ঘ পথ হেঁটে যানবাহনে উঠতে হয়েছে যাত্রীদের। অন্যদিকে এখনো ঢাকা ছাড়ছে কিছু মানুষ। রাজধানী এখনো বেশ ফাঁকা ও যানজটমুক্ত।

বাংলাদেশ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে সকাল ৮টা পর্যন্ত ৭০-৭৫টি লঞ্চ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন গন্তব্য থেকে ঢাকায় এসেছে। ঢাকামুখী যাত্রীর চাপ সামলাতে প্রায় সব লঞ্চ যাত্রী রেখে আবার বরিশালের দিকে চলে যাচ্ছে। বিআইডব্লিটিএ'র কর্মকর্তা আরিফ হোসেন বলেন, ভোর থেকে লঞ্চগুলো যাত্রীবোঝাই হয়ে ঢাকায় আসতে শুরু করে। লম্বা ছুটি ছিল, এ কারণে মানুষ ধাপে ধাপে ফিরছে। গত দু'দিনের তুলনায় আজ যাত্রীর চাপ কিছুটা বেড়েছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যে রাজধানীর অধিকাংশ মানুষ ফিরে আসবে।

মেসার্স সুরভি-৭ লঞ্চের কর্মচারী সাইদুল বলেন, গত কয়েকদিনের তুলনায় আজ (শনিবার) একটু ভিড় বেশি। লঞ্চে ভিড় এখন তেমন দেখা যায় না। ঈদের আগের দুইদিন এবং ঈদের ছুটির শেষ দুইদিন এই ভিড় দেখা যাচ্ছে।

বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রাজ মিয়া বলেন, ঈদের ছুটি কাটাতে গ্রামের বাড়ি বরিশালে গিয়েছিলাম। ঢাকায় ফেরা মানুষের বেশ চাপ আছে। তবে খুব বেশি বলা যাবে না। পদ্মা সেতু হওয়ার কারণে লঞ্চের যাত্রী কমেছে। তারপরও অতিরিক্ত চাপ থাকায় আমাদের সকাল সাড়ে ৫টায় টার্মিনালে রেখে লঞ্চটি পুনরায় বরিশালের উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে। সদরঘাটে গাড়ি পেতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে আমাদের। বিআইডব্লিউটিএ সূত্র জানায়, ঢাকা-বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের ৪০টি নৌরুটে শতাধিক লঞ্চ যাতায়াত করছে। অতিরিক্ত চাহিদা বিবেচনায় কিছু বিশেষ লঞ্চ ছাড়া হচ্ছে। সাধারণ সময়ে লঞ্চগুলো বাই রোটেশন চলাচল করে।

ফিরতি পথে দক্ষিণাঞ্চলের সড়কে সীমাহীন দুর্ভোগ : 'ভাইরে ভাই, এ্যা বোজলে জীবনেও বাসে রওয়ানা দিতাম না। পা হালাইলেই (ফেললে) ভোগান্তি। ৫শ টাহার ভাড়া ৮শ টাহা দিয়াও টিকেট পাই না। ঈদে আর কোনোদিন বাসে উডমু না।' বরিশাল নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে কথাগুলো বলছিলেন পঞ্চাশোর্ধ রোকেয়া বেগম। বাকেরগঞ্জ উপজেলার বাদলপাড়া থেকে এসেছেন তিনি। সঙ্গে ছোট ছোট দুজন নাতি-নাতনি। রোকেয়া বেগম বলেন, 'লঞ্চে ম্যালা ভিড় হুইন্না বাস টার্মিনালে আইছি। এইহানেও মউতের ভিড়। ঠেলাঠেলি, মারামারি। এহন ভার্সিটির দোতলা বাসে উডছি ৬শ টাহা দিয়া।' রোকেয়া বেগমই শুধু নয়, ঈদুল ফিতরের ছুটির শেষ দিনে কর্মস্থলে ফেরা দক্ষিণাঞ্চলের যাত্রীদের এভাবে সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে সড়ক পথে। সময়মতো বাস না পাওয়া, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং যাত্রী লাঞ্ছনার অভিযোগ পাওয়া গেছে বিভিন্ন বাস টার্মিনালে। গোল্ডেন লাইন পরিবহনের টিকেট সংগ্রহ করেছিলেন বাবুগঞ্জের দেহেরগতি ইউনিয়নের মুসলিম মাঝি। তিনি বলেন, ওই গাড়ির টিকেট নিলেও বরিশাল নথুল্লাবাদ থেকে তাদের যাত্রী পূরণ হয়ে গেলে আমাকে রহমতপুর থেকে না নিয়েই চলে গেছে। সেই টাকা ফেরত পাবো কিনা জানি না।

কবিরুল ইসলাম নামে আরেক যাত্রী বলেন, বিএমএফ কাউন্টারে টিকেট নিতে গিয়েছিলাম। সারা বছর ওরা সাড়ে ৩শ থেকে ৫শ টাকায় ঢাকা নিতো। এখন ৬শ থেকে ৭শ টাকা ভাড়া নিচ্ছে। আমি প্রশ্ন করায় দুইজনে কলার ধরে এসে আমাকে চড়-থাপ্পড় দিয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল এলাকা লোকারণ্য। নানা বয়সী মানুষ বিভিন্ন কাউন্টারের সামনে বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। সড়কে সারিবদ্ধভাবে বিআরটিসি বাস থামিয়ে যাত্রী তোলা হচ্ছে। বিভিন্ন পরিবহন টার্মিনালের কাছাকাছি আসলেই যাত্রীরা ছুটে যাচ্ছেন খালি বাসের দিকে। পারুল নামে এক যাত্রী বলেন, দেড় ঘণ্টা চেষ্টা করছি। কোনো গাড়িতে টিকেট পাচ্ছি না। বাসে ইচ্ছেমতো ভাড়া নিচ্ছে। আমার কাছে অত টাকা নেই। বাসে বেশি ভাড়া দিলে ঢাকা নেমে বাসায় যাওয়ার টাকা থাকবে না। এজন্য চেষ্টা করছি আগের ভাড়ায় টিকেট পাই কিনা।

বাসচালক নিজাম হোসেন বলেন, যাত্রী আছে অনেক। যাত্রীদের মধ্যে স্থিরতা নেই। তারা দুই-চার টাকা বেশি দিতেও চায় না। বরিশাল থেকে গিয়ে আমাদের তো খালি বাস নিয়ে ফিরতে হয়। সেই খরচ তুলতেই কোনো কোনো বাস ৫০/১০০ টাকা বেশি নিতে পারে।

বিআরটিসি বরিশাল ডিপো ম্যানেজার জামিল হোসেন বলেন, যাত্রী চাপ সামলাতে বরিশাল ডিপো ছাড়াও ঢাকার দুটি ডিপোর কিছু দোতলা বাস বরিশাল ঢাকা রুটে যাত্রী পরিবহন করছে। এগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাসগুলো যুক্ত করেছে বিআরটিসি হেড অফিস। বিআরটিএ বরিশালের সহকারী পরিচালক সৌরভ দাস বলেন, বিআরটিএ যাত্রী হয়রানি বন্ধে বিভাগের বিভিন্ন বাস টার্মিনালে অভিযান পরিচালনা করছে। যাত্রী হয়রানি বন্ধে আমি নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে রয়েছি। কোনো যাত্রী যেন হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি।

৭ দিনে ঢাকা ছেড়েছেন

৪০ হাজার ২৭৯ জন, অথচ ঢাকা ছেড়েছেন ১ কোটি ৭২ লাখ ৯ হাজার ১৫৫ জন।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রতিদিনই ঢাকায় আগত মানুষের চেয়ে বহুগুণে বেশি মানুষ ঢাকা ছেড়েছেন। সবচেয়ে বেশি মানুষ ঢাকা ছেড়েছেন ৩০ মার্চ। এ দিন ২৩ লাখ ৯৪ হাজার ৪৬১ জন ঢাকা ত্যাগ করেন। ওইদিন ঢাকায় এসেছেন মাত্র ৪ লাখ ৯১ হাজার ৮৮ জন। অন্যদিকে, সবচেয়ে বেশি মানুষ ঢাকায় ফিরেছেন ৩ এপ্রিল। এ দিন ঢাকায় প্রবেশ করেছেন ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৫৭৯ জন। কিন্তু একই দিনে ঢাকা ছেড়েছেন প্রায় ৮ লাখ।

নির্দিষ্ট অপারেটরভিত্তিক তথ্য বলছে, প্রতিদিনই গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক ও টেলিটকের গ্রাহকদের বড় একটি অংশ রাজধানী ত্যাগ করেছেন। ২৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত শুধুমাত্র গ্রামীণফোনের ৬৩ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি গ্রাহক ঢাকা ছেড়েছেন। প্রসঙ্গত, এই তথ্য টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির সহায়তায় মোবাইল অপারেটরদের সাবস্ক্রাইবার লোকেশন ডেটা বিশ্লেষণ করে তৈরি করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়

কর্মকর্তারা অংশ নেন। এছাড়া সেমিনারে রংপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সরকারি কৌঁসুলি, পাবলিক প্রসিকিউটরসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশ নেন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রীকরণে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির ঘোষিত বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের জন্য ঐতিহাসিক এই মুহূর্তে বিচার বিভাগের আধুনিকায়নে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পাশে থাকার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন নিশ্চিতকরণে বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রধান বিচারপতি। পাশাপাশি তিনি তার নিজের ঘোষিত বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণও তুলে ধরেন। বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেন, তার ঘোষিত বিচার বিভাগ সংস্কারসংক্রান্ত রোডম্যাপের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ জুলাই ২০২৪-উত্তর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোয় সংস্কার রোড শো তথা আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে দেশের ডিস্ট্রিক্ট জুডিসিয়ারিগুলো নিজ নিজ সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, যা বিচার সেবার মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ঘোষিত সংস্কার রোডম্যাপ প্রচেষ্টাকে টেকসই করার উপায় উদ্ভাবনে দেশের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধান বিচারপতি।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বিচারিক সংস্কার শুধু বিভিন্ন খাতভিত্তিক সংস্কারের স্থায়িত্বের মূল চাবিকাঠিই নয়, বরং এটি এখন নিজেই 'সংস্কার' শব্দের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিচার বিভাগ হলো রাষ্ট্রের একমাত্র অঙ্গ, যা বহু দশক ধরে নিজের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই দাবির কেন্দ্রে রয়েছে নিজেদের সংস্কার কর্মসূচি নিজেরাই নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। গত আট মাসে এই প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব গতি অর্জন করেছে। এখন লক্ষ্য হলো সেই উদ্দেশ্য পূরণ করা এবং তা যেন ভবিষ্যতেও টিকে থাকে, তা নিশ্চিত করা। একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে, আমরা কখনো ক্ষমতার পূর্ণ পৃথক্করণের লক্ষ্যের এতটা কাছাকাছি আসিনি। যদি এই সুযোগ কোনোভাবে নষ্ট হয়, তবে তা বিচার বিভাগের মর্যাদা, অখণ্ডতা এবং প্রাসঙ্গিকতার জন্য চরম ক্ষতিকর হবে।'

বিচার বিভাগ সংস্কারকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সব পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান প্রধান বিচারপতি।

৯ দিনের ছুটি শেষে

হচ্ছে। রাজধানীর লঞ্চ, রেল ও বাসস্টেশনে গতকাল শনিবার দেখা গেছে কর্মস্থলে ফেরা মানুষের ভিড়। একসঙ্গে অনেক যাত্রী ফেরার কারণে রাজধানীতে ফেরা মানুষ গণপরিবহন সংকটে ভোগান্তিতে পড়েছেন। বিশেষ করে লঞ্চে সদরঘাটে নামা মানুষের ভোগান্তি বেশি। ঈদের আগে ২৮ মার্চ ছিল শবে কদরের ছুটি। এবার ২৯ মার্চ থেকে শুরু হয় ঈদুল ফিতরের ছুটি, টানা পাঁচদিনের ছুটি (২৯, ৩০, ৩১ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিল) ছিল ২ এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর মাঝখানে ৩ এপ্রিল অফিস খোলা ছিল, সেদিনও নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা করে সরকার। এরপর আবার ৪ ও ৫ এপ্রিল দুদিনের সাপ্তাহিক ছুটি। রোজা ও ঈদের ছুটি শেষে আগের নিয়মে ফিরবে সরকারি অফিস, আদালত ও ব্যাংক। রমজান মাসে সরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিসের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। রোববার থেকে আগের মতোই অফিস চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালত এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও রোববার থেকে রোজার আগের সময় ধরে চলবে।

হাওর বিপুল সম্ভাবনাময়

সৈনিক। তারা ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা যে ফসল ফলায়, তা দিয়ে আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যের জোগান হয়। হাওরে সেচ সমস্যা, মাছ ধরার অজুহাতে অবৈধভাবে খাল-বিল শুকিয়ে ফেলার প্রবণতা রোধ, সার ও বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, ফসল সংরক্ষণ ও এগুলোর ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। সরকারের কাছে যতেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ধরনের শঙ্কা নেই -যোগ করেন ভূমি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। এ সময় কয়েকজন জিরাতি তাদের সেচ সমস্যা, রাস্তাঘাটের সঙ্কট, খাবার পানির অভাব নিয়ে কথা বলেন। পরে জেলা প্রশাসককে এগুলো দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন খাদ্য উপদেষ্টা। কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক (ডিসি) ফৌজিয়া খানের সভাপতিত্বে ও অষ্টগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দিলশাদ জাহানের সঞ্চালনায় কৃষক সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ হাছান চৌধুরী, অষ্টগ্রাম উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অভিজিত সরকার প্রমুখ। পরে হাওরের বিভিন্ন বোরো ধানের জমি ঘুরে দেখেন ভূমি ও খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী

নোমাড ক্যাপিটালিস্ট। নোমাড ক্যাপিটালিস্টের তালিকায় শীর্ষে থাকা আয়ারল্যান্ডের প্রাপ্ত স্কোর ১০৯। এ দেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা বিশ্বের ১৭৬টি দেশে ভিসামুক্ত বা অন অ্যারাইভাল ভিসায় ভ্রমণ করতে পারবেন। শুক্রবার পাসপোর্টের বৈশ্বিক মানের হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। সে তালিকায় ৩৮ স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের পাসপোর্টের অবস্থান ১৮২তম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা ভিসামুক্ত অথবা অন-অ্যারাইভাল ভিসায় বিশ্বের ৫০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন।

নোমাডের হালনাগাদ তালিকায় বাংলাদেশের ঠিক আগে আছে নেপাল (স্কোর ৩৯ দশমিক ৫) এবং পরে আছে মিয়ানমার (স্কোর ৩৭ দশমিক ৫)। অপর দুই প্রতিবেশী দেশ ভারতের অবস্থান সূচকে ১৪৮ তম (স্কোর ৪৭ দশমিক ৫) এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১৯৫তম (স্কোর ৩২)। এর আগে ২০২৩ সালের মার্চে নোমাডের পাসপোর্ট সূচকে সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের তকমা পেয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত। হালনাগাদ তালিকায় ১০৬ দশমিক ৫ স্কোর নিয়ে দশম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের এ দেশটি। তবে দশম অবস্থানে থাকলেও আমিরাতের নাগরিকরা ১৭৯টি দেশে ভিসামুক্ত বা অন-অ্যারাইভাল ভিসায় ভ্রমণ করতে পারবেন; অর্থাৎ তালিকায় শীর্ষে থাকা আয়ারল্যান্ডের নাগরিকদের তুলনায় অতিরিক্ত ৩টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন আমিরাতের পাসপোর্টধারীরা।

ট্রেনে ভোগান্তি ছাড়াই

ঘটে। গতকাল শনিবার সকালে থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কমলাপুর রেলস্টেশনে এমন দৃশ্য দেখা গেছে। কমলাপুর স্টেশনে সরেজমিন দেখা যায়, সকাল গড়াতেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে শহরমুখো মানুষের ঢল নামে রেলস্টেশনে। সকাল থেকে কমলাপুর রেলস্টেশনে একের পর এক ট্রেন ভিড়ছে যাত্রী নিয়ে। এ সময় কয়েকটি ট্রেন ঢাকাও ছাড়ে। প্রায় সব ট্রেনেই ছিল যাত্রীর ভিড়। যাত্রী নামছে ক্লান্ত চোখে, ব্যস্ত পায়ে। সময় যত গড়াচ্ছে, বাড়ছে জনস্রোত। তবে কোনো ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই ফিরতে পারছেন যাত্রীরা। বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় কিছুটা যাত্রীর সংখ্যা বেশি। তবে ঈদ হিসেবে স্বাভাবিক। এর মধ্যে ঢাকার বাইরে থেকে আসা ট্রেনগুলোতে ছিল বেশি ভিড়। তবে এবারের ঈদযাত্রা তুলনামূলক ছিল মসৃণ। দীর্ঘদিন পর মানুষ স্বস্তিতে ফিরেছে কর্মস্থলে, ভোগান্তির ছায়া ছুঁতে পারেনি অনেককেই। রেলওয়ে কর্মকর্তারা বলছেন, এবার ঈদের ছুটি দীর্ঘ হওয়ায় মানুষের ফিরে আসার চাপ বোঝা গেছে কম। রেলপথে এবার স্বস্তির ঈদযাত্রা ছিল। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ছুটি বেশি হওয়ায় তুলনামূলকভাবে বেশি মানুষ ঢাকা ছেড়েছেন। এমনকি এবারের ঈদের যাত্রা তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হওয়ায় ভোগান্তি ছাড়াই যাতায়াত করতে পেরেছেন ঘরমুখো মানুষ। তাছাড়া, ঈদের আমেজ এখনো পুরোপুরি না কাটায় ঢাকার বাইরেও ঘুরতে যাচ্ছেন অনেকে। যে কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরতে আরো কয়েকদিন সময় লাগতে পারে। জামালপুর এক্সপ্রেসে ঢাকায় আসা আখলিমা বেগম বলেন, রোববার থেকে আমাদের অফিস। তাই মন চাইলেও থাকা যাবে না। বাবা-মার কাছে গেলে কি আর আসতে মন চায়। কি করবো তারপরও যাই আবার তাদের রেখে চলে আসি। যে কয়দিন তাদের সাথে থাকি সে কয়দিনই মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষ আমি। এবারের ঈদযাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেন, এবারের মতো স্বস্তির ঈদযাত্রার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আমি চাই প্রতিবার ঈদ যাতায়াত যেন এ রকম হয়। বাড়তি ভাড়াও গুনতে হয়নি এবার। কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেসের যাত্রী মো. নাইমুল হাসান বলেন, গ্রামের বাড়িতে ঈদ করে ঢাকায় ফিরলাম। টিকিট কাটতে কোনো অসুবিধা হয়নি। এবারের মতো এমন স্বস্তির ঈদ যাত্রা এর আগে কখনো পাইনি। ট্রেনে যাত্রীদের চাপ থাকলেও নির্ধারিত সময়ে ছেড়েছে। এ কয়েকদিন বাবা-মা ও পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটিয়েছি। সবাইকে ছেড়ে আবারও ঢাকায় ফিরতে হয়েছে, একটু খারাপ লাগছে। তিস্তা এক্সপ্রেসের যাত্রী জাগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. রহিম শেখ বলেন, সোমবার থেকে আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শুরু। ইচ্ছা না থাকলেও আসতেই হবে। এবার কোনো রকমের ঝক্কি-ঝামেলা ছাড়াই নেত্রকোনা থেকে ঢাকা যাওয়া-আসা করতে পেরেছি। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, সাধারণত ঈদে কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে সবচেয়ে বেশি ঘরমুখো মানুষ ট্রেনে ঈদযাত্রা করেন। এ কারণেই বাড়তি নজর রয়েছে কমলাপুরে। ঈদযাত্রায় আন্তনগর, মেইল, কমিউটার মিলে প্রতিদিন ৭০ হাজারের বেশি যাত্রী পরিবহন করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ঈদযাত্রায় সব ট্রেন সঠিক সময়ে গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। ঈদ যাত্রায় প্রতিদিন ৭১টি ট্রেন চলাচল করছে। এ কয়েকদিন কমলাপুর স্টেশনে টিকিট ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানায়, এ বছর ঈদযাত্রায় স্টেশনের শুরু থেকে ট্রেনের গন্তব্য পর্যন্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। টিকেট যাচাইয়ের জন্য ভেরিফিকেশন করা হচ্ছে। পাশাপাশি ট্রেনের সময়সূচি ঠিক রাখতে এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে ঢাকাগামী ৯টি ট্রেনের বিমানবন্দর স্টেশনের যাত্রাবিরতি বাতিল করা হয়েছে। ঢাকামুখী ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামলাতে জয়দেবপুর স্টেশন থেকে ঢাকামুখী এবং ঢাকা স্টেশন থেকে জয়দেবপুরমুখী ট্রেনে টিকেট ইস্যু বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, ঈদযাত্রা নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও উৎসবমুখর করতে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা। টিকিট কাউন্টার, প্ল্যাটফর্মসহ সব জায়গায় র‌্যাব, পুলিশ, আনসার সদস্যের পাশাপাশি রেলওয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীও ছিলো। এ বিষয়ে কমলাপুর স্টেশনের ম্যানেজার শাহাদাত হোসেন বলেন, কমলাপুর স্টেশনে যত ট্রেন এসেছে, সবগুলোতেই বিপুলসংখ্যক যাত্রী ছিল। তারা স্বাচ্ছন্দ্যেই ভ্রমণ করেছেন। আসার পথে কোনো সমস্যা হয়নি। এবারের মতো স্বস্তির ঈদ যাত্রা ও ফেরা এরআগে কখনো হয়নি। এ বিষয়ে কমলাপুর রেলস্টেশনের কর্মকর্তা (স্টেশন মাস্টার) আনোয়ার হোসেন বলেন, আজ (গতকাল শনিবার) ঈদের ফিরতি যাত্রার চতুর্থ ও শেষ দিন। ফলে যাত্রীরের চাপ ছিল বেশি। রোববার (আজ) থেকে সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব অফিস খুলে যাবে। এজন্য ছুটি শেষে যারা অফিসে যোগ দেবেন তারা যেভাবেই হোক ঢাকায় ফিরবেন। এদিকে এখনও মানুষ ঢাকা ছাড়ছে। যারা ঈদে গ্রামে যেতে পারেনি বা যারা ঈদে ডিউটি করেছে তাদের অনেকেই এখন ছুটি নিয়ে গ্রামে যাচ্ছে। ট্রেনে এবারের ঈদযাত্রা খুবই স্বস্তিদায়ক হয়েছে। তিনি বলেন, সকাল থেকেই নির্ধারিত সময়ে ফিরছে ট্রেন। বেলা ১২টা পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকায় ফিরেছে ২০টার মতো ট্রেন। তবে সব ট্রেনেই যাত্রীদের চাপ ছিল। এদিন সকাল থেকে ধূমকেতু এক্সপ্রেস, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর এক্সপ্রেস, সোনার বাংলা এক্সপ্রেস, নীলসাগর এক্সপ্রেস, রংপুর এক্সপ্রেস, বুড়িমারী এক্সপ্রেস, তিস্তা এক্সপ্রেস, সুন্দরবন এক্সপ্রেস, কর্ণফুলী কমিউটার ট্রেন কমলাপুর স্টেশনে এসেছে। প্রতিটি ট্রেনেই যাত্রীদের ভিড় দেখা গেছে। এছাড়া ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশে রাজশাহীগামী ধুমকেতু এক্সপ্রেস, এগারো সিন্ধুর প্রভাতী, তিস্তা এক্সপ্রেস, মহানগর প্রভাতী, অগ্নিবীণাসহ বেশ কয়েকটি ট্রেন কমলাপুর থেকে নির্ধারিত সময়ে ছেড়েছে। বুড়িমারী এক্সপ্রেস, নীলসাগর ও রংপুর এক্সপ্রেস এই তিনটি ট্রেন শুধু লেট করেছে। এছাড়া বাকি সবগুলো ট্রেন নির্ধারিত হয়ে ছেড়েছে। সব ট্রেনেই মোটামুটি যাত্রী ছিল। এবার পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা টানা ৯ দিনের ছুটি পেয়েছেন। সরকার প্রথমে ৫ দিনের ছুটি ঘোষণা করলেও পরবর্তী সময়ে নির্বাহী আদেশে আরও একদিন বাড়িয়ে ২৮ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হয়।

শরীয়তপুরে দু'পক্ষের

গতকাল শনিবার সকালে দূর্বাডাঙ্গা এলাকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় শতাধিক হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে দুপক্ষের সংঘর্ষ এবং হাতবোমা বিস্ফোরণের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে দেখা যায় একটি খোলা মাঠে উভয় পক্ষের লোক মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন। অনেককে হাতে বালতি নিয়ে হেলমেট পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে। উভয় পক্ষই বালতি থেকে ককটেল নিক্ষেপ করছে। সেগুলো বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে।

৬৬ নতুন ভবন ও ৪৫৮

হয়। এগুলোর জন্য তো আমাদের জায়গার প্রয়োজন। এজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ মালামালা অন্যের জায়গাতে যেন না রাখতে হয়, এজন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ইসি সূত্র জানায়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জেলা পর্যায়ে ৬০টি ও উপজেলা পর্যায়ে ৩৯৮টি নির্বাচন ভবন রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাচন অফিসগুলো দুটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত। বর্তমানে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কাজ, ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কাজের পরিধি ও সেইসাথে জনবল বাড়ায় এসব ভবনে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। ফলে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে একটি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনসহ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে এবং প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইসি সূত্রে জানা গেছে, নতুন এই ভবনগুলোর অবস্থান হবে আট বিভাগের ১০টি অঞ্চলে। এর মধ্যে ঢাকায় একটি আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। জেলা নির্বাচন ভবন তৈরি হবে শুধু ঢাকা, গাজীপুর ও মাদারীপুরে। অঞ্চল ও জেলাভিত্তিক উপজেলা নির্বাচন ভবন নির্মিত হবে ৪৫টি আর মেট্রোপলিটন থানায় ভবন নির্মাণ করা হবে ১৭টি।

নতুন ভবনের পরিকল্পনাধীন সব উপজেলাই নতুন; ফলে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক নির্বাচন ভবন নেই। এসবের মধ্যে শুধু বিভাগীয় নির্বাচন ভবন হবে চারতলা। আর প্রতিটি উপজেলা আঞ্চলিক ভবন হবে তিনতলা। আয়তন পাঁচ হাজার বর্গফুট থেকে সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ৮০০ বর্গফুট পর্যন্ত হবে। প্রতিটি ভবনের নিচতলায় রিসেপশন ছাড়াও গোডাউন থাকবে।

এদিকে মাঠ পর্যায়ের ৪৫৮টি কার্যালয় সম্প্রসারণের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৩৯৮টি ভবনে ন্যূনতম ২০০০ বর্গফুট অতিরিক্ত অফিস জায়গা সম্প্রসারণ এবং যেখানে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সম্ভব নয় সেখানে আনুভূমিক এবং বর্ধিত আনুভূমিক অংশটুকুতে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হবে। জেলা পর্যায়ে ৫১টি জেলা সার্ভার স্টেশন ও নয়টি আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে জেলা সার্ভার স্টেশনগুলো বর্তমান স্পেসের চেয়ে অতিরিক্ত দুটি ফ্লোর এবং আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশনসমূহ বর্তমান স্পেসের চেয়ে অতিরিক্ত দুটি ফ্লোর বাড়ানো হবে। সবমিলিয়ে যার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

ইসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার তথ্য অনুযায়ী, প্রস্তাবিত এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আগামী জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্রসংক্রান্ত সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় সংস্থার অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়বে, সেবা গ্রহণকারী নাগরিকদের ভোগান্তি কমবে।

চালের বাজারে

আমদানি হয়েছে। মসলা প্রায় ৯ শতাংশ বেড়ে এসেছে ৩০ কোটি ৬২ লাখ ডলারের। আর চিনির আমদানি ২ দশমিক ৬০ শতাংশ কমে ৭৪ কোটি ৮৪ লাখ ডলারে নেমেছে। তৈরি পোশাক সম্পর্কিত পণ্য প্রায় ১৬ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ২৬৬ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে। মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি ৬ দশমিক ১০ শতাংশ বেড়েছে। কমেছে মূলধনি পণ্যের আমদানি ১১ শতাংশের বেশি কমেছে। অন্যান্য আমদানি ১১ শতাংশ বেড়ে ৬৫০ কোটি ডলার সমমূল্যের পণ্য দেশে এসেছে। তবে চাল ছাড়া অবশ্য বেশির ভাগ পণ্যের দর কমেছে। দেশের বাজারে পেঁয়াজ, রসুন, আলু, আটা, চিনি, সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অধিকংশ পণ্যের দর অনেক কমেছে। কমেছে ডালের দরও। এসব কারণে মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে। মার্চের হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। গত ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি কমে ৯ দশমিক ৩২ শতাংশে নেমেছে। গত ২৩ মাসের মধ্যে যা সর্বনিম্ন।

আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে

না। ফলে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে বারবার। যা দেশের আইন-শৃঙ্খলার জন্য অশনি সংকেত। মানবাধিকার সংস্থা ও কর্মীদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

জানা যায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, গত বছরের অক্টোবরে ২৭টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। তাতে নিহত হয়েছেন ১৮ জন আর আহত হন আটজন। ওসব ঘটনায় মাত্র সাতটি মামলা হয়েছে। তবে অক্টোবরের পর কতজন হত্যার শিকার হয়েছেন বা ওসব ঘটনায় মামলার বিষয়ে সংস্থাটির কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আর মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) তথ্যমতে, ২০২৪ সালে কমপক্ষে ১৬৯টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। তাতে ১৪৬ জন মারা গেছেন এবং মারাত্মক আহত হয়েছেন ১২৬ জন। আহত অবস্থায় ৪৭ জনকে পুলিশে দেয়া হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচজন নারী ও তিনজন কিশোর রয়েছেন। বিভিন্ন সময় চুরির সন্দেহে ৫৮ জন, ডাকাতির সন্দেহে ১৩, চুরি, ছিনতাই এবং চাঁদাবাজির সন্দেহে ১৬, গণধর্ষণের সন্দেহে ৫, খুনের মামলায় ৬, সন্দেহজনক চলাচলের অজুহাতে ৪, অপরাধে জড়িত থাকার সন্দেহে ৬, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে ৫, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ৬, মাদক পাচার, চোরাচালান, অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে ৬ এবং জমিসংক্রান– বিরোধ, মৌখিক বিরোধ, মানসিক ব্যাধি, অতীত শত্রুতা ও বিভিন্ন সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হয়ে ৩৬ জন নিহত হয়েছেন। মূলত দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বেড়েছে পর গণপিটুনির ঘটনা। গত বছরের শেষ পাঁচ মাসে দেশে গণপিটুনিতে মারা গেছেন ৯৮ জন। এর মধ্যে সেপ্টেম্বরে সবচেয়ে বেশি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। ওই মাসে গণপিটুনিতে ২৪ জন মারা গেছেন। অক্টোবরে ২৩ জন, আগস্টে ২০, নভেম্বর ১৪ ও ডিসেম্বর ১৭ জন। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত গণপিটুনিতে মারা গেছেন ৪৮ জন।

এদিকে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যানু-যায়ী, ২০২৪ সালে গণপিটুনিতে মারা গেছেন ১২৮ জন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ৫৭ জন মারা গেছেন। তাছাড়া ২০২৩ সালে সারা দেশে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন ৫১ জন। ২০২২ সালে সারা দেশে নিহত হয়েছেন ৩৬ জন। ২০২১ সালে সংখ্যাটি ছিল ২৮ জন। ২০২০ সালে নিহত হয়েছিলেন ৩৫ জন, ২০১৯ সালে ৬৫ ও ২০১৮ সালে ৩৯ জন। এদিকে চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে সারা দেশে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন ২৭ জন, যার মধ্যে ঢাকা বিভাগেই মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের।

অন্যদিকে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে চলতি বছরের তিন মাসে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে ৩৩ জন। জানুয়ারিতে ১২ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৮ জন ও মার্চে ১৩ জন গণপিটুনিতে মারা গেছে। এই সময়ে আহত হয়েছে ৯৩ জন। মার্চে ৩৯টি ঘটনায় হতাহত ৬৯ জন। যার মধ্যে নিহত ১৩ ও আহত ৫৬। আর হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির তথ্য বলছে, ২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এ ১০ বছরে দেশে অন্তত ১ হাজার ৯টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। যেখানে ৭৯২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো কমপক্ষে ৭৬৫ জন। সরকার পরিবর্তনের পর গত সাত মাসে (আগস্ট থেকে ফেব্রুয়ারি) ১১৪টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে, যেখানে নিহত হয়েছেন ১১৯ জন এবং আহত হয়েছেন আরো ৭৪ জন। আর গত বছরই গণপিটুনির ঘটনায় দেশে কমপক্ষে ১৭৯ জন মারা গেছেন।

পিটিয়ে হত্যার ঘটনা প্রসঙ্গে মানবাধিকার কর্মী ও আইন বিশেষজ্ঞদের অভিমত, গণপিটুনির ঘটনায় যথাযথ আইন প্রয়োগ না হওয়ায় এ অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। পাশাপাশি ওসব ঘটনা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভঙ্গুর চিত্রকে তুলে ধরছে। আইনে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট সাজা আছে। কেউ অপরাধ করলে তাকে আইনি প্রক্রিয়ায় তুলে দিতে হবে। পিটিয়ে মেরে ফেলার বিধান তো কেউ দেয়নি। কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি নির্দোষ। অভিযোগ ওঠা মানেই তিনি অপরাধী নন।

বিশেষজ্ঞরা আরো বলেন, অপরাধ করলেও আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আদালতও সুযোগ দেন অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার কিংবা তার অভিযোগ ডিফেন্ড করার। তাহলে অভিযোগের ভিত্তিতে হত্যা করা নির্দোষ প্রমাণের কোনো সুযোগ থাকে না। অনেক সময় হত্যার শিকার ব্যক্তিটি অপরাধী না হওয়ারও প্রমাণ মিলে।

ভয় কাটেনি মানুষের

পারে- তা এখনও ধারণা করা যাচ্ছে না। পেশায় সমাজকর্মী কো জেয়ার সিএনএনকে বলেন, 'লাশের গন্ধে সাগাইংয়ের বাতাস ভারী হয়ে আছে। ফের ভূমিকম্প হতে পারেড় এমন আশঙ্কায় কেউ ঘরে প্রবেশ করছে না, শহরের প্রায় সব বাসিন্দা ভূমিকম্পের পর থেকে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই সড়কে, প্ল্যাটফরমে, মাঠে, পার্কে থাকছে। আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরাও এ দলে আছি।'

জেয়ার জানান, গত পরশু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ও একদফা আফটারশক অনুভব করেছেন তারা। বাড়িঘরের পরিবর্তে খোলা আকাশের নিচে দিন-রাত কাটানোর ফলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি থেকে রেহাই পেলেও অন্যান্য সংকটে জর্জরিত সাগাইংয়ের বাসিন্দারা। শহরে খাবার ও সুপেয় পানির যোগান অনিয়মিত, দিনের বেলায় অনেক সময় তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং তার সঙ্গে রয়েছে মশার বিরামহীন যন্ত্রণা। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সবচেয়ে দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশ মিয়ানমার। তার ওপর গত চার বছর ধরে দেশজুড়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর অব্যাহত সংঘাত মিয়ানমারের অর্থনীতিকে খাদের কিনারায় নিয়ে এসেছে। ভূমিকম্পের আগে মার্চ মাসের শুরুর দিকে জাতিসংঘ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, মিয়ানমারে প্রায় ২ কোটি মানুষের খাদ্য ও মানবিক সহায়তা প্রয়োজন।

২০১৯ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে উচ্ছেদ করে জাতীয় ক্ষমতা দখল করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লেইং এ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের প্রধানও তিনি। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা নেওয়ার প্রায় ৬ মাস পর থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে জান্তাবিরোধী বিভিন্ন সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দেশজুড়ে সংঘাত শুরু হয় তাদের এবং বর্তমানে মিয়ানমারে মোট ভূখণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ এই গোষ্ঠীগুলোর নিয়ন্ত্রণে। এই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আঁতাত রয়েছে মিয়ানমারের জান্তাবিরোধী গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলোর জোট ন্যাশানাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের (নাগ)। নাগের অন্যতম নেতা কিয়াও মিন সিএনএনকে জানান, ভূমিকম্পের পর থেকে এ পর্যন্ত বেসামরিক উদ্ধারকারী বাহিনী, নাগ ও সাধারণ লোকজন উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন। সামরিক বাহিনী এ তৎপরতা থেকে নিজেকে দূরে রাখছে।

কিয়াও মিন বলেন, 'আমাদের কাছে ভারী যন্ত্রপাতি নেই, যেসব সাধারণ মানুষ উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিচ্ছেন, তাদের অনেকেরই এ বিষয়ক প্রশিক্ষণও নেই। তারপরও আমরা দিন-রাত কাজ করে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পেরেছি।' 'সামরিক বাহিনীর কাছে ভারী যন্ত্র ও প্রশিক্ষণড় দুই'ই আছে। তারা যদি এগিয়ে আসত, তাহলে উদ্ধারকাজ আরও গতিশীল হতো।' এ ব্যাপারটি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক সাবেক বিশেষ দূত ইয়াংহি লি-ও। সিএনএনকে লি বলেন, 'মিয়ানমারে যে মাত্রার বিপর্যয় ঘটেছে, মিন অং হ্লেইংয়ের উচিত ছিল উদ্ধার তৎপরতার জন্য সেনাবাহি-নীর যাবতীয় সক্ষমতাকে প্রয়োগ করা। কেন এখনও তিনি তা করছেন না? কেন কেবল বেসামরিক লোকজনকে উদ্ধার তৎপরতা চালাতে হচ্ছে? তার বাহিনীর কাজ কী আসলে?' সূত্র : সিএনএন

ফেলে যাওয়া ১৮ ভরি

বলেন, তিনি গত ২৯ মার্চ ব্যবসার কাজে বগুড়ায় আসেন। এখান থেকে কেনা অলংকার ও নগদ টাকা একটি কালো ব্যাগে ভরে বিকেলে বাড়ি ফেরার উদ্দেশে শহরের সাতমাথা থেকে অটোরিকশায় ওঠেন। পরে বনানী এলাকায় পৌঁছে নগরবাড়ীগামী বাস দেখে দ্রুত রিকশা থেকে নেমে বাসে উঠে যান। বাসটি শাজাহানপুর এলাকায় পৌঁছালে তিনি বুঝতে পারেন কালো ব্যাগটি তার হাতে নেই। এদিকে অটোরিকশারচালক খায়রুল ইফতার করতে শহরতলির বেতগাড়ী এলাকার বাড়িতে চলে যান। ইফতারের পর তিনি দেখেন রিকশার আসনের পেছনে একটি কালো ব্যাগ পড়ে আছে। পরে ব্যাগ খুলে ভেতরে কিছু কাপড়ের নিচে গয়না ও নগদ টাকা দেখতে পান। এতে তিনি অবাক হয়ে ব্যাগে আর তল্লাশি চালাতে সাহস করেননি। পরে এ নিয়ে খাইরুল তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেই কয়েক দিন ধরে মালিকের খোঁজ করতে থাকেন। শেষে না পেয়ে গত শুক্রবার বিকেলে পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ ব্যাগ তল্লাশি করে একটি কাগজে লেখা ফোন নম্বরের সূত্র ধরে মালিক শাহিনকে সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে রাতে শাহিন বগুড়া সদর থানায় আসেন। পরে কেনার রসিদ যাচাই বাছাই করে তাকে গয়না ও টাকা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। স্বর্ণের গয়নাসহ ব্যাগ ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত শাহিন বলেন, আমি স্বর্ণের দোকানের কর্মচারী ছিলাম। গ্রাহকদের বিশ্বস্ততায় এবং তাদের সহযোগিতায় কিছুদিন আগে গোপালনগর বাজারে নিজেই দোকান দিই। বিভিন্ন গ্রাহকের অর্ডার নিয়ে বগুড়া থেকে স্বর্ণ কিনে গয়না তৈরি করে সরবরাহ করে থাকি। ব্যাগ হারিয়ে ভেবেছিলাম সব হারিয়ে ফেলেছি। ব্যাগে ২৬ লাখ টাকার গয়না ছিল। ব্যাগ ফিরে না পেলে আমি নিঃস্ব হয়ে যেতাম। অটোরিকশার চালক খায়রুলের সততা আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। বগুড়া সদর থানার ওসি এস এম মঈনুদ্দিন বলেন, খায়রুলের মতো শিক্ষার্থীরা সমাজের জন্য আশার আলো। সে শুধু সৎ নয়, দায়িত্বশীল ও মানবিকও।

চা শিল্পে সংকট নিরসনে

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী ও মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী। সভায় বক্তারা বলেন, পবিত্র রমজান মাসে জেলার প্রতিটি উপজেলা-পৌরসভায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে এবং নগরের থানার ওয়ার্ড-পাড়াগুলোয় বিএনপির উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সঙ্গে দলীয় নেতাকর্মীদের যোগাযোগ আরও গভীর হয়েছে। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও একটি নতুন আগামীর স্বপ্নে জনগণের যে প্রত্যাশা রয়েছে, তা তারা সরাসরি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বক্তব্যে বিএনপি নেতারা চা-শ্রমিকদের দুর্দশার কথাও তুলে ধরেন। তারা বলেন, দেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত চা শিল্প বর্তমানে চরম সংকটে। চা-শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ অবস্থায় মালিকপক্ষ, সরকার ও শ্রমিক সংগঠনকে একযোগে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। রমজান মাসে চা-শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগও তুলে ধরেন তারা। সভায় আরও জানানো হয়, ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত ও আহত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে সিলেট বিএনপি। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে নেতারা বলেন, ঈদ উপলক্ষে সিলেট মহানগর ও জেলার প্রতিটি এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল। এজন্য পুলিশ, র‍্যাব, ট্রাফিক বিভাগ, হাইওয়ে ও রেলওয়ে পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানানো হয়। দলীয় শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে নেতারা বলেন, বিএনপি একটি আদর্শভিত্তিক দল। দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। কেউ যদি বিএনপির নাম ব্যবহার করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ায়, তার বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের উদ্দেশে নেতারা বলেন, সাংবাদিকরা জাতির বিবেক। কারও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডকে পুরো দলের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশন করার অনুরোধ জানান তারা। বিএনপি সবসময় গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানায় বলেও উল্লেখ করেন নেতারা। সভা শেষে দলের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তারা বলেন, বিএনপি ভবিষ্যতেও জনগণের পাশে থাকবে এবং গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় ভূমিকা পালন করবে। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি অ্যাডভোকেট আশিক উদ্দিন আশুক পিপি, শাহজামাল নুরুল হুদা, মহানগর বিএনপির সহ সভাপতি জিয়াউল গনি আরেফিন জিল্লুর, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি নাজিম উদ্দিন লস্কর ও সামিয়া বেগম চৌধুরী, মহানগর বিএনপির সহ সভাপতি ডা. আশরাফ আলী ও রহিম মল্লিক, মহানগর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক নজিবুর রহমান নজিব, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এড. হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন, তাজরুল ইসলাম তাজুল, মামুনুর রশিদ মামুন, আনোয়ার হোসেন মানিক ও কোহিনুর আহমদ, মহানগর বিএনপির যুগ্ম মাহবুবুল হক চৌধুরী, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবুল কাশেম, আব্দুল ওয়াহিদ সুহেল, জসিম উদ্দিন।

ভাগাড়সহ কোনো স্থানেই

কার্যকর প্রয়োগ করা হবে। গতকাল শনিবার উপদেষ্টা পর্যায়ক্রমে মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল, যাত্রাবাড়ীর সামাদনগর, নরসিংদী রোড, চিটাগং রোড, কাচপুর, যাত্রাবাড়ী, শরীফপাড়াসহ ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি করপোরেশনের বায়ুদূষণ প্রবণ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। উপদেষ্টা পরিদর্শিত এলাকায় বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত উদ্যোগগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। স্থানীয়রা দূষণের কারণে শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কথা জানান। দীর্ঘদিন ধরে মারাত্মক বায়ুদূষণ থেকে বাঁচতে মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল (ময়লার ভাগাড়) দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে আসছেন স্থানীয় এলাকাবাসী। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এখানে ময়লা পোড়ানো বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ারও জোর দাবি তাদের। উপদেষ্টাকে তারা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানান। উপদেষ্টা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। পরিদর্শনকালে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোঃ শাহজাহান মিয়া, পরিবেশ মন্ত্রণালয় উপসচিব (পরিবেশ) রুবিনা ফেরদৌসী, বন অধিদপ্তরের বন সংরক্ষক আরএসএম মুনিরুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ফাঁকা ঢাকায় বাতাসের

শীর্ষ চারে থাকা অন্য শহরগুলো হলো যথাক্রমেড় ভারতের দিল্লি (১৯৪), কুয়েত সিটি (১৭২), ভিয়েতনামের হ্যানয় (১৬৪) ও চীনের সাংহাই (১৬০)।

আইকিউএয়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী, স্কোর শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান 'ভালো' বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা 'সহনীয়' ধরা হয় বায়ুর মান। স্কোর ১০১ থেকে ১৫০ থাকলে তা 'সংবেদনশীল গোষ্ঠী'র (অসুস্থ বা শিশু-বৃদ্ধ) জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত থাকলে সে বাতাস 'অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বলে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়।

কেন দূষণ কমে না : ঢাকার দূষণে যেসব উৎসের কথা বেশি বলা হয়, এর মধ্যে কলকারখানা, যানবাহন ও ইটভাটার ধোঁয়া, বর্জ্য পোড়ানোর কথা বলা হয়। ঈদের সময় এসব উৎসের প্রায় সব কটি বন্ধ ছিল। তারপরও এমন কেন? পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা) মো. জিয়াউল হক বলেন, দূষণের উৎসগুলো ছুটির সময় নিয়ন্ত্রিত থাকে। তারপরও এমন কেন হলো, সেটা খোঁজ করতে হবে। হয়তো উৎসগুলোর নিয়ন্ত্রণ যথাযথ হচ্ছে না। স্থানীয় উৎসগুলোর পাশাপাশি উপমহাদেশীয় আন্তসীমান্ত বায়ুপ্রবাহ বড় ভূমিকা রাখে।

নগরীর দূষণের কথা উঠলে সরকারের পক্ষ থেকে ভারত ও পাকিস্তান হয়ে আসা দূষিত এই বায়ুপ্রবাহের কথা সব সময়ই উচ্চারিত হয়। সম্প্রতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, বাংলাদেশে দূষিত বায়ুর ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আসে। নগরীর দূষণ বেশি হয় নভেম্বর থেকে মার্চ মাসে। এরপর এপ্রিলে দক্ষিণের বায়ু এবং এর সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া কালবৈশাখী ও বৃষ্টিতে দূষণের পরিমাণ কমে আসে। দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক এই সমাধানের ওপরই এখন পর্যন্ত ভরসা।

নগরবিদ ইকবাল হাবীব বলেন, পুরো ঢাকা নগরী হলো আস্তরণহীন। নির্মাণকাজ হচ্ছে উন্মুক্তভাবে। সেখানে বালু ও ইট উন্মুক্ত থাকছে। নগরীর বিস্তীর্ণ এলাকা উন্মুক্ত পড়ে আছে। সেখানেও সবুজের কোনো আচ্ছাদন নেই। তাই নগর থেকে মানুষ চলে গেলে কিংবা কারখানা বন্ধ থাকলেও কোনো কাজ হচ্ছে না। নগরীর দূষণ বাড়ছেই।

লাঙ্গলবন্দে মহাঅষ্টমীর

স্নানঘাট, কাপড় পাল্টানোর জায়গা, চিকিৎসাসেবার ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র, শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানি সরবারহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দেড় হাজার সদস্য। স্নান এলাকায় টহলে আছে সেনাবাহিনী, র‍্যাব, নৌ পুলিশ ও কোস্টগার্ডের সদস্যরা। অন্য বছরের চেয়ে এবারের আয়োজন বেশ গোছানো বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দর্শনার্থীরা। নদীর তীরে ভিড় থাকলেও তেমন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না বলে জানান তারা। লাঙ্গলবন্দে স্নান করতে আসা লোকনাথ সাহা বলেন, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্নান করতে এসেছি। এখানে সবসময়ই অনেক ভিড় হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম না, তবে ভোগান্তি কম এখন। স্নানোৎসবে আসা রিয়া ঘোষ বলেন, এ বছর লাঙ্গলবন্দে পর্যাপ্ত শৌচাগার ও কাপড় পাল্টানের জন্য জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। এটা নারীদের জন্য বেশ প্রয়োজনীয়। সুন্দর আয়োজন হয়েছে এ বছর। নারায়ণগঞ্জ জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা জয় কে রয় চৌধুরী বলেন, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা জোরদারে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন লাঙ্গলবন্দ তিন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। পাপস্থলনের এ উৎসবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ এসে এখানে সমাবেত হয় প্রতিবছর। পরশুরামের পাপ থেকে মুক্তি হওয়ার কথা স্মরণ করে শত শত বছর ধরে লাঙ্গলবন্দে ব্রহ্মপুত্র নদে এই অষ্টমী স্নান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে ১৬০টি শৌচাগার স্থাপন করা হয়েছে। স্নান এলাকায় নিরাপত্তায় বসানো হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। সিসিটিভির পাশাপাশি পর্যবেক্ষণের জন্য থাকবে ড্রোন। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার জন্য লাঙ্গলবন্দজুড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

তিন চাকার বাহনের

মস্তাননগর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় জসীম উদ্দিন নামে এক অটোরিকশাচালক নিহত হন। মোটরসাইকেল ও উল্টোদিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটো রিকশার সংঘর্ষে মোটরসাইকেলে থাকা আরোহী লক্ষ্মীপুর জেলার শমসেরাবাদ লামছড়ি এলাকার মৃত জামাল উদ্দিনের ছেলে শাহাদাৎ হোসেন (৫৫) সড়কের মাঝে পড়ে যান। এসময় তার মৃত্যু হয়। এর আগে নয়দুয়ারি এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশায় ধাক্কা লেগে সাইফুল ইসলাম নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। বড়তাকিয়া খৈয়াছরা ঝরণা রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সিএনজিচালিত অটোরিকসাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে একই পরিবারের ৩ জনসহ ৫ জন নিহত হন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের লাইফ লাইন হিসেবে পরিচিত ব্যস্ত এই মহাসড়কে প্রতিদিন প্রায় ৩০ হাজার গাড়ি চলাচল করে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়কপথে পণ্য নেওয়ার একমাত্র রাস্তা এটি। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এসব পরিবহন অনেক সময় উল্টো পথেও ছুটে চলছে। এতে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা, যাচ্ছে প্রাণ অথবা পঙ্গুত্ব বরণ করতে হচ্ছে অনেককে। পুলিশের অভিযানের কারণে কিছুদিন বন্ধ থাকলেও আবারও বেড়েছে এসব গাড়ির দৌরাত্ম্য।

জানা গেছে, মহাসড়কে চলাচলরত থ্রি-হুইলারকে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ চিহ্নিত করে আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ২০১৬ সালের আগস্ট মাস থেকে স্থায়ীভাবে মহাসড়কে থ্রি-হুইলার চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। ওই নিষেধাজ্ঞায় প্রশাসনের কঠোর নজরদারিতে প্রায় আট বছর মহাসড়কে থ্রি-হুইলার চলাচল অনেকটাই বন্ধ ছিল। মহাসড়কে নিষিদ্ধ ওই সব যানবাহন আটক, জব্দ ও জরিমানা করা হাইওয়ে পুলিশের নিত্যকর্মের অংশে পরিণত হয়। পুলিশের ভয়ে রিকশাচালকরাও মহাসড়কে কম উঠতো। কিন্তু জুলাই-আগস্ট পরবর্তী সময়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাই অংশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ায় নিষিদ্ধ এসব যানবাহনের ফের বেপরোয়া চলাচল শুরু হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পুলিশের চোখের সামনেই অবাধে চলছে এসব থ্রি-হুইলার।

সচেতন মহল বলছে, হাইওয়ে পুলিশকে ম্যানেজ না করলে এসব গাড়ি মহাসড়কে চলাচল করে কীভাবে। কিছু দালাল চক্রের টোকেনের সহযোগিতায় মহাসড়কে চলছে এসব সিএনজি ও অটোরিকশা। জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমাদের অভিযান হচ্ছে। কিন্তু কোনোভাবেই থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধ করা যাচ্ছে না। এখন অভিযানে মামলা দিতে গেলে বা থ্রি-হুইলার আটক করতে গেলেও পুলিশের সঙ্গে চালকরা উগ্রতা দেখায়। রিকশা বা থ্রি-হুইলার চালকরা আইন অমান্য করছে, কিন্তু আমরা অভিযান পরিচালনা করলে পুলিশ নাকি বাড়াবাড়ি করছে- এমন কথাও শুনতে হচ্ছে। তারপরও আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে।

দেশের আগে উপদেষ্টা

জানিয়ে তিনি বলেন, হঠাৎ করে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এখন অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের দাবি উঠছে। এরা বিগত ১৭ বছরে এ কথা একবারও বলেনি। বিদেশিদের মদদে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে গণহত্যাকারী হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনার পায়তারা করছে। কিন্তু জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলগুলো সেই সুযোগ দেবে না। আমরা কোনোভাবেই আওয়ামী লীগকে নির্বাচন করতে দেবো না। দেশবিরোধী ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে দেশে আর জায়গা দেওয়া হবে না। আওয়ামী লীগ ও হাসিনার ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি। গণঅধিকার পরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন- জেলা সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, কেন্দ্রীয় নেতা মাহমুদুল হাসান মিল্টন, পেশাজীবী অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক রিহান হোসেন রায়হান, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জেলা যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি রকিবুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মিশন আলী প্রমুখ।

মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে

আদায় হয়েছে দুই লাখ ২১ হাজার ৮১৭ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রাজস্ব আদায় হয় দুই লাখ ১৭ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা। অর্থাৎ, আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় বেড়েছে।

রাজস্ব আদায় বাড়ার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে রপ্তানি আয়ে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় এসেছে ৩৯৭ কোটি ৩১ লাখ মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ৭৭ শতাংশ বেশি। চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে পণ্য রপ্তানি আগের অর্থবছরের একই সময়ে তুলনায় ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি হয়েছে। এ সময়ে তিন হাজার ২৯৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে পণ্য রপ্তানি আয় ছিল দুই হাজার ৯৮১ কোটি ডলার।

ঈদ সামনে রেখে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আসার পরিমাণ বেশ বেড়েছে। চলতি মাসের প্রথম ২৬ দিনেই রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় তিন বিলিয়ন (২৯৫ কোটি ডলার) ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে) যার পরিমাণ প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা। দেশের ইতিহাসে এর আগে কখনই এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে সর্বোচ্চ ২৬৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল।

এলসি খোলা ও নিস্পত্তিও বেড়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আমদানি এলসি খোলা হয়েছে ৬ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলারের, যা গত বছরের একই সময়ের (ফেব্রুয়ারি-২০২৪) তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ (১৯.৯২ শতাংশ) বেশি। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৫ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলারের আমদানি এলসি খোলা হয়েছিল। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসেই আমদানি এলসি খোলার পরিমাণ ৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। অর্থনীতির এমন পরিস্থিতিতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে মূল গুরুত্ব কোথায় দেওয়া উচিত জানতে চাইলে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, 'দেশে এখন বেশ কিছু সামষ্টিক অর্থনীতি চ্যালেঞ্জ আছে। সেই চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে অ্যাড্রেস করা যায় সেগুলোর বিষয়ে বাজেটে গুরুত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো মূল্যস্ফীতি। এখনো মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ধারে কাছে। এই মূল্যস্ফীতির লাগাম কীভাবে টেনে ধরা যায়, সে ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে।'

'আরেকটা চ্যালেঞ্জ হলো বিনিয়োগ। দেশে তো বিনিয়োগ হচ্ছে না। বিনিয়োগ ছাড়া গ্রোথ হয় না। গ্রোথ ছাড়া কর্মসংস্থান হয় না। কর্মসংস্থান না হলে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। বেসরকারি খাতে ব্যাংকের ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। খেলাপি ঋণের মাত্রা বেড়ে গেছে। এগুলো তো বিনিয়োগবান্ধব পরিস্থিতি নয়। বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।' বলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ অর্থ উপদেষ্টা। আজিজুল ইসলাম বলেন, 'বিনিয়োগ না হওয়ার জন্য অবকাঠামোগত সমস্যা আছে। বিজনেস ইন্ডিকেটরগুলো আমাদের খারাপ। গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সমস্যা আছে। ব্যবসায়ী-রা গ্যাস ঠিকমতো পাচ্ছেন না।'

আগামী বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত জানিয়ে তিনি বলেন, 'একটা হলো বরাদ্দ দেওয়া উচিত, আর একটা হলো এটা ঠিকমতো বিতরণ হয় কি না সেটাও দেখতে হবে। যারা পাওয়ার কথা তারা ঠিকমতো পায় না, আবার যাদের পাওয়ার কথা না তারা পায়। এ বিষয়গুলো দেখতে হবে। যারা প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার যোগ্য তাদের পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

আগামী বাজেটে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত জানতে চাইলে অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ বলেন, 'দুটি সমস্যায় সমগ্র জাতি কষ্ট ভোগ করছে। একটা হলো- মূল্যস্ফীতি, আরেকটা প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না, বিনিয়োগ হচ্ছে না এবং কর্মসংস্থান বাড়ছে না। মূল্যস্ফীতি অনেক ওপরে উঠে এখন একটু কমতে শুরু করেছে। কিন্তু এখনো যে পর্যায়ে আছে সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে কিনে খাওয়া কঠিন। আর রোজার পর কী দাঁড়ায়, সেটাও অনিশ্চিত। যেহেতু সবজির মৌসুম ছিল, সে কারণে দাম কম ছিল। কিন্তু চালের দাম কমেনি। তার মানে মূল্যস্ফীতির সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এ রকম ভাবা ঠিক নয়। এটাকে মোকাবিলা করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'মূল্যস্ফীতি মোকাবিলা করার জন্য যেসব পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে গ্যাপ আছে, মানে সরবরাহের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশি, সেসব পণ্য আমদানি করে হোক বা অন্য কোনোভাবে সংগ্রহ করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলো প্রয়োজনীয় মাত্রায় বাজারে যা সরবরাহ হবে তার এক তৃতীয়াংশ সরকারের গুদামে মজুত রাখতে হবে। যাতে দাম বাড়লে সরকার সেটা বাজারে ছেড়ে দাম কমাতে পারে। আর দাম কমে গেলে সরকার উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে নেবে।'

১৯৯০ সালে মাহবুব হোসেনের নেতৃত্বে যে টাস্কফোর্স হয়েছিল, এই সুপারিশটা তারাই করেছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সরকার এটা গ্রহণ করেনি। এই সরকার বলছে বাজেটে তারা একটা 'পদচিহ্ন' রেখে যেতে চায়। যদি রাখতে চায় এই কর্মসূচিটা চালু করে দিয়ে রাখতে পারে। বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের সাবেক এ অধ্যাপক।

তিনি আরও বলেন, 'ওয়ান/ইলেভেনের সময় আজিজুল ইসলাম সাহেব (এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম) একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন ১০০ দিনের গ্যারান্টি কর্মসংস্থান। তখন এটা করা হয়েছিল গ্রামে। বর্তমান সরকার এটা গ্রাম ও শহরে করতে পারে। হালকা মৌসুমে সরকার ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করবে, এতে অবকাঠামের কাজ হলো এবং তার অন্য জায়গায় চাকরি না হলেও অন্তত তিন মাসের জন্য এখানে কাজের সুযোগ পেলো। নগর ও গ্রামের মানুষের জন্য এটা করা যেতে পারে। এটা করা গেলে, এটাও একটা পদচিহ্ন হতে পারে।'

আরেকটা করা যেতে পারে মোবাইলের মাধ্যমে গরিব মানুষকে নগদ অর্থ দেওয়া। করোনার সময় যেমন দেড় কোটি মানুষকে দেওয়া হয়েছিল। এগুলো বাজেটে থাকা উচিত- বলেন এম এম আকাশ। রাজস্ব আহরণ আরেকটা চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমার সুপারিশ যাদের দুটির বেশি বাড়ি আছে, যাদের দুটির বেশি গাড়ি আছে এবং যাদের ব্যাংকে ক্যাশ ডিপোজিট এক কোটি টাকার বেশি তাদের সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং চিহ্নিত করলে তাদের ওপর ডাইরেক্ট (প্রত্যক্ষ) একটা সাপ্লিমেন্টারি ট্যাক্স (সম্পূরক শুল্ক) বসানো যায়। এমনিতেই তাদের ওপর ট্যাক্স আছে। কিন্তু অনেকেই ট্যাক্স দিচ্ছে না। সুতরাং যারা ট্যাক্স দিচ্ছে না, তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। এভাবে সম্পদ ট্যাক্স আদায় করতে পারলে প্রত্যক্ষ করের আওতা বাড়বে এবং পরোক্ষ করের আওতা কমবে।

মিরপুরে গুলিতে

শরীরের কয়েক জায়গায় কুপিয়া আহত করে পালিয়ে যায়। পরে তার অটোরিকশার পাশাপাশি ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত তাকে স্থানীয় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মো. মাসুদ আলম বলেন, পল্লবী থেকে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে এসেছে। তার ডান পায়ের হাটুর নিচে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এবং মাথাসহ শরীরে কয়েক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের রয়েছে। পল্লবী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল কাইয়ুম বলেন, একটি মারামারির ঘটনা ঘটেছে। তবে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। বিস্তারিত ঘটনা জানতে ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

খরায় পুড়ছে চা বাগান

রয়েছে। এর মধ্যে অনেক চায়ের টিলা শুকিয়ে গেছে। তাপদাহ আর অনাবৃষ্টির কারণে আসছে না নতুন কুঁড়ি। আসছে না নতুন পাতাও। খরায় নতুন সৃজিত চায়ের ৪০ শতাংশ চারাগাছ ও ১০ শতাংশ পুরাতন চায়ের গাছ পুড়ে গেছে। চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু টিলায় নিয়মিত সেচ দিয়ে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাতেও কাজ হচ্ছে না। চা শ্রমিকরা জানিয়েছেন, অনাবৃষ্টির কারণে চা-বাগানের নতুন গজানো গাছের পাতা রোদে পুড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে পোকামাকড় ও ফড়িংয়ের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। শীত মৌসুমে বাগানগুলোর পুরাতন গাছ উপড়ে ফেলে সেখানে নতুন করে চারাগাছ লাগানো হয়। আগাছা ছেঁটে দেওয়া হয়। এরপর সেচ দেওয়া হয়।

ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) মাধবপুর চা-বাগানের ব্যবস্থাপক দিপন কুমার সিংহ বলেন, 'এখন চা-পাতা তোলার মৌসুম। কিন্তু যে হারে পাতা চয়ন করার কথা, সেভাবে হচ্ছে না। প্রখর রোদের কারণে গাছগুলো মারা যাচ্ছে। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে স্বাভাবিক হবে গাছগুলো। এছাড়া উপায় নেই।' চা-বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'চা-গাছ রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েও পানির অভাবে সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। এমনিতেই চা রফতানি আগের তুলনায় কমেছে। এরপর যদি উৎপাদন কম হয়, তাহলে তার মারাত্মক প্রভাব পড়বে।'

বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রহমান বলেন, 'বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এখন কোনও উৎপাদন নেই বললেই চলে। তবে দু-একটি বাগানে পাতা চয়ন শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি অনুকূল নয়। বর্তমানে প্রতি কেজি চায়ের উৎপাদনে খরচ হয় ২২০ টাকা আর বিক্রি হচ্ছে ১৮০ টাকায়। কেজিতে ৪০ টাকা ঘাটতি দিয়ে চা-শিল্প কতদিন টিকে থাকবে, তা ভাবনার বিষয়।' ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) পাত্রখোলা চা-বাগানের ব্যবস্থাপক আকতার হোসেন বলেন, 'বৃষ্টি ও সহনীয় তাপমাত্রা চা উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি। বৃষ্টি না হওয়ায় আমরা কৃত্রিমভাবে পানির ব্যবস্থা করে চা-গাছে ছিটাচ্ছি। কিন্তু সব জায়গায় ইরিগেশন করা সম্ভব হচ্ছে না। চা-গাছের জন্য বৃষ্টি খুবই প্রয়োজন।'

চা-বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশনের সিলেট অঞ্চলের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ শিবলী বলেন, 'চায়ের জন্য ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আদর্শ। তবে সর্বোচ্চ ২৯ ডিগ্রি পর্যন্ত চা গাছ সহ্য করতে পারে। এর ওপরে গেলেই খরায় পুড়ে যাবে। পানির সংকট দেখা দিতেই নতুন কুঁড়ি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বাগানে যথেষ্ট পরিমাণ ছায়া প্রদানকারী গাছ থাকলে ৩৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহনীয় থাকে। জেলায় এখন তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি আবার কখনও তা বেড়ে ৩৬ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করছে। মূলত এজন্য গাছ পুড়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে নতুন কুঁড়ি আসছে না চা গাছে।' তিনি আরও বলেন, 'এবার মৌসুমের প্রথম দিক থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে না। এই বৃষ্টি চা-গাছের জন্য খুবই উপকারী ছিল। বৃষ্টি না হওয়ায় ছাঁটাই করা গাছগুলোতে নতুন পাতা আসছে না। বড় বাগানে সেচ, টিউবওয়েল আছে। কিন্তু ছোট বাগানে এই ব্যবস্থা নেই। এখন বৃষ্টি না এলে বাগানের ক্ষতির শঙ্কা বেশি।'

ন্যাশনাল টি কোম্পানির পরিচালক ও মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. মহসিন মিয়া মধু বলেন, 'চায়ের উৎপাদন খরচ অব্যাহতভাবে বাড়ছে। যা বাগান মালিকদের জন্য অস্বস্তিকর। বৃষ্টি যদি না হয়, চা শিল্পের জন্য বিরাট ক্ষতির শঙ্কা রয়েছে।' শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. আনিসুর রহমান বলেন, 'এই সময়ে চা অঞ্চলে ১৫ থেকে ২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। গত বছরের মার্চ মাসে ৪৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল। অথচ চলতি বছরের মার্চে এসে মাত্র ৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। শুধু তাই নয়, গেলো পাঁচ মাসে এই অঞ্চলে কোনও বৃষ্টিপাত হয়নি। জেলার সবকটি চা বাগান খরার কবলে পড়েছে।'

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়

করত। হৃদয় হোসেন ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের সুলতানপুর পূর্বপাড়া গ্রামের হাদিস ব্যাপারীর ছেলে। নিহতদের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ঈদের দিন (৩১ মার্চ) বিকেলে মোটরসাইকেল নিয়ে দুই বন্ধু ঘুরতে বের হয়। একপর্যায়ে তারা পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার খিদিরপুর দেবত্তর সড়কের বেরুয়ান সরাবারিয়া নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে তারা গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে আটঘরিয়া হাসপাতালে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাদের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। এদিকে নয়নের অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং হৃদয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দাশুড়িয়া দরগা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম নিহতের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, নয়ন ও হৃদয় দুজনই ১০ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। দুই বন্ধুর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তিন ক্যাটাগরিতে হবে

পাসপোর্ট থাকে। এক্ষেত্রে আবেদনের চাহিত তথ্য আপডেট করতে যাচাইয়ের খুব একটা সময়ের প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকদের অনেকের আবেদনেই নানা অসততা থাকে। তাই আবেদনের ধরন প্রথমেই পৃথক করা গেলে নিস্পত্তিতে সময় কম লাগে।

এনআইডি অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর এ বিষয়ে বলেন, এখন থেকে তিনটি ছকে আবেদনগুলো পৃথক করা হবে। একটি প্রবাসীদের জন্য, অন্যটি চাকরিজীবীদের জন্য। আর একটি ছক হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য।

ইতোমধ্যে সকল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ২০১১ সালের এক জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন লাখ ৭৮ হাজার এনআইডি সংশোধন আবেদন অনিস্পন্ন ছিল, এর মধ্যে গত তিন মাসে ক্রাশ প্রোগ্রাম করে ৯৮ হাজার ৪৪টি আবেদন নিস্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া, গত ১ জানুয়ারি থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছে তিন লাখ দুই হাজার ২৬৬টি, এরমধ্যে নিস্পন্ন হয়েছে এক লাখ ৭৯ হাজার ৯২৬টি আবেদন। অবশিষ্ট আবেদন নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এই হিসেবে ২০১১ থেকে এখন পর্যন্ত চার লাখ দুই হাজার ৩০৮টি আবেদন অনিস্পন্ন রয়েছে। আগামী জুনের মধ্যে সকল অনিস্পন্ন আবেদন নিস্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছে ইসি। বর্তমানে দেশে ভোটার রয়েছে ১২ কোটি ৪৪ লাখের মতো। এদের অনেকের জাতীয় পরিচয়পত্রে কোনো না কোনো ভুল থাকার কারণে প্রতিদিনই আবেদন জমা পড়ছে বলে জানিয়েছেন ইসি কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয়

ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় যাব। শুধু সংস্কারের ওপর নির্ভর করছে আগামীর নির্বাচন কেমন হবে এবং কাদের প্রার্থী করা হবে। তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে যেসব সংস্কার করা উচিত; বিশেষ করে বড় সংস্কারগুলো করা উচিত। যে সংস্কারগুলোর সঙ্গে সবাই একমত হয় সেগুলো করা উচিত। কারণ, এতো বছর সংস্কার না করার কারণেই নির্বাচন হয়নি। কারণ, জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনগণের একটা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সে বিষয়গুলো মাথায় রেখে নির্বাচনের দিকে যাওয়া উচিত। বিজেপি চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের যদি উন্নয়ন করতে হয়, তাহলে স্থানীয় সরকারগুলো নিয়ে ভাবতে হবে এবং বরাদ্দগুলো তাদের হাতে দিতে হবে। এর আগে দলীয় নেতাকর্মীরা তাদের নেতা আন্দালিব রহমান পার্থকে বরণ করতে ইলিশা লঞ্চঘাট এলাকায় উপস্থিত হন। রোববার মরহুম নাজিউর রহমানের ১৭তম মৃত্যুবার্ষিক পালিত হবে।

ভারতের মুসলমানদের

বিজেপি সরকারের মুসলিম বিদ্বেষী তৎপরতায় ভারতের মুসলমান জনগোষ্ঠী আরও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আরও ক্ষমতাহীন ও বিপদগ্রস্ত করতেই এই বিল পাস করানো হয়েছে তা স্পষ্ট। ভারতের বিরোধী দলগুলো ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতার মুখে পাস হওয়া এই বিলের মাধ্যমে জমি-জিরাত সংক্রান্ত মুসলমানদের শত শত বছর ধরে চলে আসা স্থাবর সম্পত্তির ওপর গুরুতর আঘাত। তিনি বলেন, এই বিল একদিকে ভারতের সংবিধান বিরোধী। আর অপরদিকে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মাচারণের পরিপন্থি। এই বিল ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল কাঠামোর ওপরও বড় আঘাত। এই বিলের মধ্য দিয়ে রাজ্যের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমরাও সদস্য হতে পারবেন। এমনকি তারা বোর্ডের প্রধান নির্বাহীও হতে পারবেন। ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহারের ভিত্তিতে স্বত্বাধিকারী হওয়ার বিধানও বাস্তবে বাতিল হয়ে যাবে। বিবৃতিতে তিনি মুসলমান বিদ্বেষী ও বিভাজন সৃষ্টিকারী অশুভ তৎপরতা থেকে সরে আসতে বিজেপি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

‘দক্ষিণ এশিয়ায় সিঙ্গেল স্ক্রিন মেগাস্টার তৈরির কারখানা’

বিনোদন ডেস্ক

একসময় ঢাকাই সিনেমার রমরমা অবস্থা ছিল। নায়ক রাজরাজ্জাক, আলমগীর, জসীম ইন্ডাস্ট্রি দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। পরবর্তীতে মান্না, সালমান শাহের নাম অবধারিতভাবে উঠে আসে। একসঙ্গে একাধিক মেগাস্টার ঢাকাই চলচ্চিত্রে পাওয়া গেছে। সবই এখন অতীত। দীর্ঘদিন ধরে একা ইন্ডাস্ট্রিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ঢালিউড কিং শাকিব খান। তার ভক্ত-অনুরাগীরা তাকে ‘নাম্বার ওয়ান শাকিব খান’, ‘মেগাস্টার’ নানা নামে ডেকে থাকেন। শাকিবের পর নতুন করে অন্তত তার সমপর্যায়েও কেউ আসতে পারেননি। ঢাকাই ইন্ডাস্ট্রিতে মেগাস্টার বলতে তাকেই বোঝায়। একসময় একাধিক মেগাস্টার নিয়ে এই ইন্ডাস্ট্রি চলেছে। তাহলে এখন সমস্যাটা কোথায়? এই প্রশ্ন রাখা হয় চিত্রনায়ক সিয়াম আহমেদের কাছে। সিয়াম আহমেদ বলেন, “এখন হবে না। মেগাস্টার বানানোর জন্য যেকোনো ইন্ডাস্ট্রির সিঙ্গেল স্ক্রিন থাকতে হয়। আমি মেগাস্টার নিয়ে বলছি। আমরা ভালোবেসে অনেককে ‘মেগাস্টার’ বানিয়ে ফেলি, সুপারস্টার বলে ফেলি। কিন্তু মেগাস্টারের সত্যিকারের সংজ্ঞা কী? রজনীকান্ত সাউথ ইন্ডিয়ার মেগাস্টার। বলিউডে শাহরুখ খান মেগাস্টার। অর্থাৎ যে আইকনিক ফিগার। হলিউডে মেগাস্টারের ব্যাপারটা বিভিন্ন ঘরানার উপরে নির্ভর করে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় সিঙ্গেল স্ক্রিন হলো মেগাস্টার তৈরির কারখানা। যে ইন্ডাস্ট্রির সিঙ্গেল স্ক্রিন বন্ধ হয়ে যায়, সে ইন্ডাস্ট্রিতে মেগাস্টার তৈরি বন্ধ হয়ে যায়।” খানিকটা ব্যাখ্যা করে সিয়াম আহমেদ বলেন, “আপনাকে ওই মানুষের ভেতরে ঢুকতে হবে, তাদের ভালোবাসা নিয়ে আসতে হবে, যারা কষ্টের টাকায় টিকিট কিনে বিনোদনের জন্য সিনেমা দেখেন। এই বিষয়টাই আমাদের এখানে একেবারে কমে গেছে। এখন মাল্টিপ্লেক্স প্রধান হয়ে উঠছে। এটার হিসাব-নিকাশ আলাদা। মাল্টিপ্লেক্স কনটেন্ট নির্ভর। কিন্তু ওই উন্মাদনা অন্য ব্যাপার।”

শাকিব খান এই সময়ে অভিনয়ের জার্নি শুরু করলে হিসাবটা আলাদা হতো। তা উল্লেখ করে সিয়াম আহমেদ বলেন, “আমি শাকিব ভাইয়াকে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করি। সামনাসামনি তাকে অনেকবার বলেছি। কারণ শাকিব ভাই সিঙ্গেল স্ক্রিনে ২০ বছর পার করে এসেছেন। শাকিব ভাই যদি এখন জার্নি শুরু করতেন তবে তার হিসাব আলাদা হতো। শাকিব ভাই সবসময়ই স্টার। কিন্তু তার হিসাবটা আলাদা হতো। শাকিব ভাই যেখান থেকে তার ভক্ত-অনুরাগী পেয়েছেন, সেটা যেকোনো শিল্পীর জন্য আশীর্বাদ।”

১৫-২০ বছর ইন্ডাস্ট্রিতে টিকতে পারলে মেগাস্টার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছেড় সঞ্চালকের এ মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে সিয়াম আহমেদ বলেন, “টিকে থাকলেই মেগাস্টার হওয়া যাবে তা নয়। বরং পূর্বের সব কাজকে টেক্কা দিয়ে নতুনভাবে আসতে পারলে মেগাস্টার হওয়া সম্ভব।

‘খুব ছোট’ বলে কটাক্ষ, সিনেমা থেকে বাদ পড়ে যান পূজা

বিনোদন ডেস্ক

২০১২ সালে তামিল ছবি ‘মুগামুড়ি’র মাধ্যমে অভিনয়জগতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী পূজা হেগড়ে। অবশ্য মডেলিংয়ের ক্ষেত্রে তার আগেই পরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন তিনি। এরপর তামিলের পাশাপাশি তেলুগু ছবিতেও অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নেন পূজা। ২০১৪ সালে প্রথমবার তেলুগু ছবিতে অভিনয় করেন। হিন্দি ছবির জগতেও পরিচিতি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। ২০১৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মহেঞ্জোদরো’ ছবিতেও অভিনয় করতে দেখা যায় পূজাকে। এই ছবিতে হৃতিক রোশনের বিপরীতে নজর কেড়েছিলেন অভিনেত্রী।

এরপরেও বলিউডের একাধিক ছবিতে দেখা গেছে তাকে। সম্প্রতি, এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, একটি তামিল ছবি থেকে নাকি বাদ পড়েছিলেন তিনি। আরও জানান, অভিনয় জগতে এত বছর কাটিয়ে ফেললেও আজও প্রযোজকরা প্রত্যাখ্যান করেন তাকে। পূজা বলেন, ‘একটি তামিল ছবির নায়িকার চরিত্রে অডিশন দিয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে আমাকে মনোনিত করলেও পরে অদ্ভুত এক কারণে বাদ দেন।

শামীম হাসানের স্ত্রীর পরিচয় জানা গেল

বিনোদন ডেস্ক

ছোট পর্দার অভিনেতা শামীম হাসান সরকারের প্রেম ও বিয়ে নিয়ে গুঞ্জন একেবারেই কম ছিল না। কান পাতলেই অভিনেত্রী অহনা রহমানের সঙ্গে শামীমের প্রেম গুঞ্জন শোনা যেত। ফেসবুকে তাকে ট্যাগ করে বিবাহের হলফনামাও প্রকাশ করতে দেখা গেছে। আবার অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টির সঙ্গে বিয়ের কস্টিউমে কয়েকটি ছবি ভাইরাল হয়। ফলে অনেকে ধরেও নেয় অহনার পর এতদিন তানিয়ার সঙ্গে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলেন শামীম। যদিও শামীম পরে স্পষ্ট করেন, এসব নিছকই মজার উদ্দেশেই করেন তিনি; বিয়ের পোস্টগুলো ছিল ভূয়া কিংবা ছবিগুলো নাটকের দৃশ্য থেকে কেটে নেওয়া। এরপর অনুরাগীদের মধ্যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হতে থাকে, আদতে কার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন শামীম! এরইমধ্যে শুক্রবার শামীমের বিয়ের ছবির প্রকাশ্যে আসতেই নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করে ভক্তদের মনে। পরে নিশ্চিত হওয়া যায়, নাটকে নয়, এবার বাস্তবেই বিয়ে করলেন শামীম। যদিও শুরুর দিকে সামাজিক মাধ্যমে স্ত্রীর পরিচয় প্রকাশ করেননি অভিনেতা।

তবে গত শুক্রবার রাতে প্রোফাইলে ‘গট ম্যারিড’ পোস্ট দিয়ে স্ত্রীর পরিচয় নিশ্চিত করেন অভিনেতা। এর আগে অবশ্য ধারণা করা হয়েছিল, শামীমের স্ত্রী মিডিয়ার কেউ নন। তবে শামীম হাসান সরকারের স্ত্রীর প্রোফাইল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনি ফরিদপুরের মেয়ে আফসানা প্রীতি।

পড়াশোনা করছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। প্রোফাইল পিকচারে বর্তমানে তার বিয়ের ছবিটি রয়েছে। বিয়ে নিয়ে হারহামেশাই মজা করতে দেখা যায় ছোট পর্দার অভিনেতা শামীম হাসানকে। অভিনেতার এমন রসিকতা ভক্তমহলে অনেকটাই বিশ্বাসের জায়গা নড়বড়ে করেছে। তাই তো মন্তব্যঘরে নেটিজেনদের এক বড় অংশের মন্তব্য ছিল, সত্যিই কি বিয়ে করলেন শামীম, নাকি এটাও নাটকের দৃশ্য?

ছোট পোশাক দেখেছে, কেউ আমার চোখের জল দেখেনি : নাসরিন

বিনোদন ডেস্ক

ঢাকাই সিনেমার অভিনেত্রী নাসরিন আক্তার নার্গিস। নাসরিন নামেই অধিক পরিচিত। তিন দশকের বেশি সময়ে অসংখ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। কৌতুক অভিনেতা হিসেবেও তার দর্শকপ্রিয়তা রয়েছে। অনেক আইটেম গানেও পারফর্ম করেছেন এই অভিনেত্রী। চলচ্চিত্রের অনেক গানে ছোট পোশাকে দেখা গিয়েছে নাসরিনকে। টানা দুই দশক আইটেম গানে নেচেছেন। ছোট পোশাকে নাচের কারণে ‘অশ্লীলতার’ তকমা জুড়ে দেওয়া হয় তাকে। কিন্তু চলচ্চিত্রের আইটেম গানে কীভাবে যুক্ত হলেন নাসরিন।

একটি সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে কথা বলেছেন নাসরিন। এ অভিনেত্রী বলেন, “কীভাবে যুক্ত হয়েছি, তা বলতে পারি না। আসলে দিলদার ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার পর। সালমান ভাইয়ের একটা সিনেমা ছিল। সিনেমার নামটা মনে করতে পারছি না। স্বপ্না আপা নামে একজন ছিলেন, তার সঙ্গে গান করছিলাম। ওই গানের নাচের সময়ে অনেক ডিরেক্টর আমাকে দেখেন, তারপর পছন্দ করেন। তৎক্ষণাৎ আমাকে পারিশ্রমিক দেন। পোশাকের মাপ নেওয়ার লোক পাঠান। এভাবেই শুরুটা হয়।” এরপর টানা আইটেম গানে পারফর্ম করেছেন। আপনার আইটেম গানের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে নাসরিন বলেন, “আমি মেকআপ রুমে গিয়ে কান্না করতাম। কান্নার আওয়াজ যাতে বাইরে না যায়, এজন্য বেসিনের কল ছেড়ে রাখতাম। যখন ভালো কোনো দৃশ্য থাকত, তখন বলা হতো নিজে পোশাক নিয়ে আসবে। আর যখন আইটেম গানের শুটিং থাকত, তখন নির্মাতারা পোশাক বানাতেন।” পোশাক নিয়ে আপত্তির কথা পরিচালক-প্রযোজককে জানাননি? এ প্রশ্নের জবাবে নাসরিন বলেন, “হাজার বললেও লাভ হতো না। কারণ তারা তো তাদের ব্যবসার কথা চিন্তা করতেন। এটা আপনি বাদ দেন। বর্তমানে যে পোশাক দেখছি, তাতে নিজেরই লজ্জা লাগে। আমরা শিল্পী কাজের জন্য ছোট পোশাক পরতাম। অভিনয় করতাম। এখন যে পোশাকে ক্যামেরার সামনে আসে, তারা কি অভিনয়ের জন্য আসে, কাজের জন্য আসে? এসব দেখে আমি নিজেও অনেক সময় লজ্জা পাই। আমার এসব কথা শুনে এখন অনেকে বলবেন, ‘ঢং করছে’। আসলে তা না। আপনাদের কাছেই প্রশ্ন রাখলাম। আমরা অভিনয়ের জন্য ছোট পোশাক পরেছি, সে নিয়ে সারা জীবনের জন্য সিল মেরে দেওয়া হলো।”

ছোট পোশাক পরার কারণে মানুষ ‘অশ্লীলতার’ সিল সেঁটে দেন। কিন্তু কষ্টের কান্না কেউ দেখেন না। এ তথ্য উল্লেখ করে নাসরিন বলেন, কেউ আমার চোখের জল দেখেনি। আমার চিৎকার-কান্না কেউ শুনেনি। আমার পোশাকটাই দেখেছে। ক্যামেরার সামনে আমি যে অভিনয় করেছি, সেটা দেখেছে।

বেস্ট অডিয়েন্স রিয়্যাকশন হচ্ছে চক্করে

বিনোদন ডেস্ক

পবিত্র ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে মোশাররফ করিম অভিনীত সিনেমা ‘চক্কর ৩০২’। ছবিটি নির্মাণ করেছেন শরাফ আহমেদ জীবন। ছবির প্রধান অভিনেতা মোশাররফ করিম অসুস্থ বলে, তাকে ছাড়াই প্রচারণায় নেমেছে চক্কর টিম। প্রদর্শনীর হল সংখ্যা ও প্রচারের দিক থেকে বিবেচনা করলে মনে হতে পারে, জীবন কি ফিল্ম পলিটিক্সের শিকার? এই প্রশ্নে কী জবাব দিলেন এই নির্মাতা ও অভিনেতা? নিজের সিনেমা নিয়ে শরাফ আহমেদ জীবন বলেন, ‘আমরা সেভাবে ছবিটার প্রমোশন করতে পারিনি। যদিও আমাদের টার্গে?ট ছিল মাল্টিপ্লেক্স। মানলাম, আমাদের প্রচার প্রচারণা নাই, বিগ স্টার নাই, সুপার স্টার নাই।

হল সংখ্যার কথা বাদ দিলাম, সামনের দুদিনের শো টাইমও কম। কিন্তু দিনশেষে পাবলিক কী চাচ্ছে সেটা দেখতে হবে।’ জীবন মনে করেন, তার সিনেমার কাছেই ফিরবে দর্শক। এমনকি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো প্রতিক্রিয়াও পাচ্ছে তাদের সিনেমা ‘চক্কর ৩০২’। তিনি বলেন, ‘আমার ছবির প্রমোশন করবে অডিয়েন্স। বেস্ট অডিয়েন্স রিয়্যাকশন হচ্ছে চক্করে। বেশি অডিয়েন্স “বরবাদে”, কিন্তু তাদেরও হল কমছে, আমাদেরটাও কমছে। আসলে যে সংখ্যক সিনেমা মুক্তি পেয়েছে, সেই সিনেমা দেখানোর মতো হল নেই, এটাই বাস্তবতা।’ ‘চক্কর ৩০২’ মুক্তির আগে সিনেমার প্রচারণায় দেখা গিয়েছিল অভিনেতা মোশাররফ করিমকে। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পায়ের গোড়ালিতে অস্ত্রোপচার করা হয় তার।

‘চক্কর ৩০২’ মুক্তির পর প্লাস্টার করা পা নিয়ে হুইলচেয়ারে সিনেমার প্রচারে প্রেক্ষাগৃহে ঘুরেছেন তিনি। মোশাররফের মতো তারকা অভিনেতা নিয়েও রাজনীতির শিকার হচ্ছেন কি না জানতে চাইলে এ নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি নির্মাতা জীবন। তিনি বলেন, ‘আমরা ছোটবেলায় একটা কথা শুনতাম, “ফিল্ম পলিটিক্স”। ফিল্ম পলিটিক্স আমরা বুঝি, বোঝার চেষ্টা করছি। এটা আমাদের প্রথম সিনেমা, তাই এখন এ নিয়ে কথা বলতে চাই না। এ নিয়ে অন্য কোনো দিন কথা বলবো। যদি পলিটিক্স থাকেও, দর্শক সেসব অতিক্রম করে সিনেমা হলে এসে চক্কর দেখবে। আমরা কারও সঙ্গে টক্করে নেই, আমরা আছি চক্করে।’

পঙ্কজ ত্রিপাঠির নতুন সিনেমা ‘সেনাপতি’

বিনোদন ডেস্ক

ভারতের বিহারের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মুম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন বলিউডের এখনকার সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠি। নিজের অভিনয়কে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সেই স্বপ্ন বুকে বেঁধেই বলিউড যাত্রা তার। এখন ‘গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর’, ‘মির্জাপুর’-এর মতো ছবি-সিরিজের মতো অভিনয়ের মাধ্যমে এই অভিনেতার পরিচয় সুদৃঢ় হয়েছে।

এবার শোনা যাচ্ছে, নিজের এলাকায় তার নতুন ছবির শুটিং করছেন পঙ্কজ। তার গ্রামের অদূরেই অর্থাৎ পাটনার একটি প্যালেসে হচ্ছে তার নতুন ছবির শুটিং। পঙ্কজের নতুন সেই ছবির নাম ‘সেনাপতি’।

চলচ্চিত্র নির্মাণে মুম্বাইয়ের চেয়ে এখন অগ্রাধিকার পাচ্ছে বিহার। কারণ, সেখানকার ঐতিহাসিক স্থান, গঙ্গার তীরে অবস্থিত গ্রাম এবং শহরগুলোর আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে। শুধু ভারতই নয়, অন্য দেশের নির্মাতাদেরও নজরে রয়েছে স্থানটি। তাই তো, বলিউডেরও নজরও সেই বিহারেই। ২০০৪ সালে ‘রান’ চলচ্চিত্রে একটি ছোট ভূমিকা দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল পঙ্কজের অভিনয়জীবন। ওয়েব সিরিজ ‘মির্জাপুর’-এ কালিন ভাইয়ার ভূমিকায় আরও খ্যাতি পান। ‘গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর’-এ অভিনয়ের মাধ্যমেও তিনি তার দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি ‘স্ত্রী’ ছবিতেও দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন।

আপনাদের হিসাব দিতে হবে, লাইভে পরীমণির হুমকি

বিনোদন ডেস্ক

কয়েকদিন অন্তর কোনো না কোনো কারণে সংবাদের শিরোনাম হন ঢালিউডের আলোচিত নায়িকা পরীমণি। আর তা অবশ্যই তার ক্যারিয়ার নিয়ে নয়, বিতর্কিত কিছু কর্মকাণ্ডের কারণে। ফলে তার ব্যক্তিগত জীবনও থাকে সমালোচনার মধ্যে। বলে রাখা ভালো, নানান বিস্ফোরক কর্মকাণ্ড ও অভিযোগ নিয়ে আইনি জটিলতায় পড়া পরীমণির জন্য একেবারেই নতুন কিছু না। এর আগে মাদককাণ্ডে জড়িয়ে রিমান্ড থেকে শুরু করে থানা-হাজতেও কাটিয়েছেন নায়িকা।

এরপর এক ব্যবসায়ীকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগেও কোর্ট-কাচারি বেড়াতে হয়েছে তাকে। যদিও পরে জামিন পেয়েছেন তিনি। এবার এক গুরুতর অভিযোগে জর্জরিত নায়িকা। বাসার গৃহকর্মীকে নাকি বেধরক মারধর করেন তিনি। ভুক্তভোগী সেই গৃহকর্মী থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। আর বিষয়টি নিয়ে সংবাদ হলে তা একতরফা বলে দাবি করেন পরীমণি। জানিয়ে রাখা ভালো, রাজধানীর ভাটারা থানায় পরীমণির বিরুদ্ধে ওই গৃহকর্মী অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করেন সেখানকার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাজহারুল ইসলাম। এরপরই পরীমণির সঙ্গে মুঠোফোনে বারবার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হলে তা প্রতিবারই বিচ্ছিন্ন করে দেন নায়িকা। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় গণমাধ্যমের ওপর রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন পরীমণি। দাবি করেন, সবটাই একতরফা; এবং তিনি একপাক্ষিক বিচারের শিকার।

গত শুক্রবার মধ্যরাতে ফেসবুকে লাইভে এসে পরীমণি বলেন, ‘আমি এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে কড়া গলায় বললেন, ‘এত মিডিয়া ট্রায়াল (একপাক্ষিক সংবাদ) বন্ধ করে দেন।’ এরপর খানিকটা মুচকি হেসে হুমকির সুরে বলেন, ‘জনগণ কিন্তু আস্ত একটি মিডিয়া, যদি সে সঠিক হয়, সত্যি হয়। এসব স্ট্যাম্পমারা মিডিয়ার দরকার হয় না। এগুলো করবেন না, এগুলো সুন্দর দেখায় না। আপনারা হবেন সাপোর্টিভ, এগুলো কি করেন আপনারা!’ পরীমণি বলেন, ‘একতরফা করবেন না, করলে সবদিক থেকেই করবেন। প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করেন, আমার বাসার নিচে আসতে হবে না। আমি নিজেই আপনাদের কাছে যাব। আমি আপনাদের কয়বার নক দিয়েছি, ওই মেয়ে যে আপনাদের নক দিয়েছে? আপনাদের নাম্বার ও কীভাবে পেল? নাকি আপনাদেরই গরজ।

আমরা সবাই খানিকটা লোভী : জয়া

বিনোদন ডেস্ক

সারা বছর ঢাকা-কলকাতা ছুটেই সময় কাটে জয়া আহসানের। ঈদ উৎসব উপলক্ষে খানিকটা নিশ্চিন্তে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এখনো পরিবার নিয়ে ঈদ আনন্দ উপভোগ করছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই অভিনেত্রী। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে জয়া আহসান অভিনীত ওয়েব সিরিজ ‘জিম্মি’। আশফাক নিপুণ নির্মিত এ সিরিজ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইয়ে দেখা যাচ্ছে। মুক্তির পর বেশ সাড়াও ফেলেছে এটি। ‘জিম্মি’ সিরিজ দিয়ে ওটিটিতে অভিষেক হলো জয়া আহসানের। এতটা দেরিতে এই মাধ্যমে কাজ করার কারণ ব্যাখ্যা করে জয়া আহসান বলেন, “আমরা সবাই খানিকটা লোভী, বড় পর্দার কাজগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছিলাম। মাঝে মনে হয়েছিল ওটিটিতে কাজ করা উচিত, প্রস্তাবও আসছিল। কিন্তু ঠিক চরিত্রের অপেক্ষায় ছিলাম। হইচই প্ল্যাটফর্মের ‘জিম্মি’ সেই সুযোগটা করে দিয়েছে। পাশাপাশি (আশফাক) নিপুণ আমার খুব পছন্দের পরিচালক। তার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও দারুণ। সব মিলিয়ে এটা একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। সে জন্যই হয়ত এক্সাইটমেন্ট অনেকটা বাচ্চাদের মতো।” ‘জিম্মি’ সিরিজের চরিত্রে অভিনয়ের সম্মতি দেওয়ার বিষয়ে জয়া আহসান বলেন, “আসলে নারী চরিত্রদের যখনই কাস্ট করা হয়, সাধারণত ব্ল্যাক বা হোয়াইট শেডে ফেলে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। গ্রে এরিয়াটাকে একটু এড়িয়ে চলা হয়। মানুষের সাতটি রিপু, বিশেষ করে লোভ যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে কাহিনিতে, সেটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আর মানুষ কিন্তু এই চরিত্রটিকে ভালোবাসছেন।”

নারী প্রধান কাজের সুযোগ কী কম? এমন প্রশ্নের জবাবে জয়া আহসান বলেন, “হ্যাঁ। সেই সুযোগটা সত্যিই কম। কলকাতায় সুযোগ পেলেও বাংলাদেশে সেটা খুবই কম। যেমন অতনুদা (অতনু ঘোষ) ‘রবিবার’, ‘বিনিসুতোয়’ সিনেমায় কাজের সুযোগ দিলেন, টনিদা (অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী) দিলেন ‘ডিয়ার মা’-এর মতো কাজ। এ রকম বেশ কিছু কাজ কলকাতায় করলেও বাংলাদেশে তেমনটা ঠিক পাই না।

নারীকেন্দ্রিক চরিত্র দিয়ে সিনেমা হলে মানুষকে নিয়ে আসার চেষ্টার দিকে বাংলাদেশে এখনো খানিকটা খামতি রয়েছে। ‘ডুবসাঁতার’ পেয়েছি ঠিকই, তবে নিজের জন্মস্থানে আর একটু বেশি এই ধরনের কাজ পাওয়া উচিত। আমি একটু বেশি ডিজার্ভ করি।” ঈদুল ফিতরে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার উদাহরণ টেনে জয়া আহসান বলেন, এবারের ঈদে বাংলাদেশে পাঁচটা সিনেমা বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে। তার বেশিরভাগই প্রচণ্ডভাবে পুরুষকেন্দ্রিক চরিত্রদের নিয়ে গল্প। সেগুলোও ভালো করছে। তবে সিনেমা তো সমাজের আয়না।

ড. ইউনূসের বক্তব্যে ভারত কেন নাখোশ?

জুবায়ের হাসান

ভারতের মধ্যে সবসময় চীনা ভীতি কাজ করে থাকে। এর কারণ জানতে হলে ফিরে যেতে হবে কিছুটা অতীতে। চীনের কয়েক শত বছরের রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে ১৯১২ সালে সান ইয়াৎ সেন (১৮৬৬-১৯২৫) হন চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। সে সময় তিব্বত ছিল এক প্রকার স্বাধীন দেশ। অঞ্চলটি নামমাত্র ছিল চীনের অধীন। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের সরকার চায় ব্রিটিশ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত করতে। এই লক্ষ্যে ব্রিটিশ ভারতের সরকার হিমাচলের শিমলায় একটি সম্মেলন ডাকে। সেখানে তিব্বতের প্রতিনিধির পাশাপাশি চীনের প্রতিনিধিকেও ডাকা হয়। ওই সম্মেলনে ব্রিটিশ ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন ম্যাক মাহন (Mac Mahon)। ম্যাক মাহন যে সীমান্ত রেখা অঙ্কিত করেন তিব্বতের প্রতিনিধি সেটা মেনে নেন। কিন্তু চীনের প্রতিনিধি সেদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ম্যাক মাহন লাইনকে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমারেখা মানতে অস্বীকার করেন এবং কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর না করে ফিরে যান নিজ দেশে।

১৯৪৮ সালে মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনের ক্ষমতায় আসে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ওই সরকারকে চীনের প্রকৃত সরকার হিসেবে মেনে নেন। ১৯৫৪ সালে তিনি চীনের সাথে ভারতের সম্পর্ককে দাঁড় করাবার জন্য চীন-ভারত একটা বিশেষ চুক্তিতে উপনীত হন। ওই চুক্তিতে ভারত তিব্বতের ওপর চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নেয়। তবে চীনের ওই তিব্বতীয় অংশ ও ভারতীয় অংশের সীমান্ত নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। ভারত চায়, চীন ম্যাক মাহন রেখাকে মেনে নিক। আর চীন তা মানতে অস্বীকার করে। চীন যুক্তি পেশ করে, 'তার প্রতিনিধি তিব্বত এবং ভারতের মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী ম্যাক মোহন সীমান্ত রেখাকে তখন (১৯১৪ সালে) মানেনি। সেসময় তিব্বত সরকারের কোনো অধিকারই ছিল না ব্রিটিশ ভারতের সরকারের সাথে ওই ধরনের কোনো চুক্তি করার। চীনা প্রতিনিধি তা স্বাক্ষর না করে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই এখন (১৯৫৪ সালে) যেহেতু ভারত সরকার তিব্বতের ওপর চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে, সেহেতু নতুন করে চীনের সাথে ভারতের সীমান্ত চুক্তি হতে হবে।' এদিকে, লাদাখ অঞ্চল একসময় ছিল তিব্বতের অংশ। কাশ্মীরের ডোগরা রাজা ১৮৮৪ সালে এই অঞ্চল দখল করেন। ফলে লাদাখ পরিণত হয় কাশ্মীরের একটি জেলা হিসেবে। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ক্ষমতায় বসা চীনের কমিউনিস্ট সরকার লাদাখকে তাদের এলাকা বলে দাবি করে এবং লাদাখের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর প্রতিষ্ঠা করে চীনের কর্তৃত্ব। ১৯৪৭ সালে সদ্য স্বাধীন দেশ ভারত তা ঠেকাতে পারেনি কিংবা ঠেকাতে চায়নি। চীন তিব্বত থেকে লাদাখের মধ্য দিয়ে একটি সড়ক নির্মাণ করে জিং জিয়াং প্রদেশে (উইঘুর মুসলিমদের এলাকা) যাওয়ার জন্য। ভারত ওই সড়ক নির্মাণে কোনো আপত্তি করেনি। কিন্তু পরে সে দাবি করতে আরম্ভ করে যে, লাদাখ ভারতের অংশ। ফলে ১৯৬২ সালে শুরু হয় ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ। ভারত সেই যুদ্ধে চীনের কাছে খুব শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। লাদাখ অঞ্চলে চীন ভারতের কাছ থেকে ৮২৮৮০ বর্গকিলোমিটার জায়গা দখল করে নেয় এবং সেই দখল এখনও বজায় রেখেছে। লাদাখ অঞ্চলের মানুষ দেখতে তিব্বতিদের মতোই এবং ধর্মে তারা হিন্দু নয়, তিব্বতিদের মতোই লামা বৌদ্ধবাদী।

ব্রিটিশ শাসনামলে নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টইয়ার এজেন্সি (NEFA) বলতে বোঝাত তখনকার আসাম প্রদেশের একটা অংশকে, যা শাসিত হতো আসাম প্রদেশের গভর্নর দিয়ে। এখন এই অঞ্চল নিয়ে ভারত গড়েছে তার একটি প্রদেশ, যার নাম দেওয়া হয়েছে অরুণাচল। ভারত অরুণাচল প্রদেশ গঠন করেছে ১৯৭২ সালে। চীন দাবি করে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ তিব্বতের অংশ। ভারতের অরুণাচল প্রদেশের মোট আয়তনের ৮৩৭৪৩ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ৭৭৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা চীন তার নিজের বলে দাবি করছে। অর্থাৎ চীন প্রায় সম্পূর্ণ অরুণাচল প্রদেশকেই তার নিজের বলে দাবি করে। ১৯৬২ সালে এই অরুণাচল প্রদেশ এলাকাতেও চীনের সাথে ভারতের যুদ্ধ হয়। ভারত এখানে চীনের সাথে যুদ্ধে আরও করুণভাবে পরাজিত হয়। অরুণাচল অঞ্চলে এখন ভারতীয় সৈন্যরা ম্যাক মাহন রেখা থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণে সরে এসে অবস্থান করছে।

ভুটান ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি করদ রাজ্য। ১৯৪৭ সালের পর ভুটান হয়ে পড়ে কার্যত ভারতের আশ্রিত একটি রাজ্য। তবে ভুটান এখন পূর্বের অবস্থা থেকে অনেকটা বেরিয়ে স্বাধীন হয়ে থাকার পর্যায় পৌঁছেছে। চীন ভুটানের পূর্ব ভাগের ৭৭৭ বর্গকিলোমিটার জায়গা তার নিজের বলে দাবি করছে। দোকলাম গিরিপথ এই অঞ্চলে অবস্থিত। দোকলাম গিরিপথের মধ্য দিয়ে চীন একটি সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। ভারত এই সড়ক নির্মাণে বাধা দিতে পাঠিয়েছে সৈন্য। দোকলাম নিয়ে ভারত-চীন সংঘাতের মুখোমুখি হয়ে রয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, ভুটান দোকলামের ওপর চীনের কর্তৃত্ব মেনে নিতে চাচ্ছে। কিন্তু ভারত চাচ্ছে না। ভুটান পড়েছে দোটানায়। মনে হচ্ছে সে ভারতকে টপকে চীনের সাথে একটা কোনো চুক্তি করে ফেলতেও পারে। এক কালে সিকিমও ছিল তিব্বতের অংশ। পরবর্তীতে সিকিম ব্রিটিশ ভারতের একটি করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালের ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশ থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর সিকিম হয়ে পড়ে ভারতের একটি আশ্রিত রাজ্য। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারত চীনের নিকট পরাজিত হওয়ার পর চীনা ভীতি থেকে সিকিমের দিকে নজর দেয়। অতঃপর ভারত ১৯৭৫ সালে সিকিমকে দখল করে নেয়। সিকিম এখন চাচ্ছে স্বাধীন হতে। সিকিমের লেপচা জনগোষ্ঠী চাচ্ছে তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে চীনের সাহায্য পেতে। মনে হচ্ছে চীন তাদের সাহায্য করতেই ইচ্ছুক। ভারত-চীন যুদ্ধ কখন বাধবে তা আগাম কেউ বলতে পারে না। সেটা নির্ভর করবে ভারত ও চীনের বৈরিতার মাত্রার ওপর। চীন-ভারত উভয়েই সবসময় সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে। তবে চীন ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে এবং দেশটি অগ্রসর হচ্ছে একটা দীর্ঘমেয়াদি সামরিক পরিকল্পনা নিয়ে। চীন পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের গোয়াদরে একটি সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করেছে। শোনা যায় সেখানে গোপনে বিরাট এক চীনা সাবমেরিন ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, চীন শ্রীলঙ্কার কাছ থেকে হামবানতোতা বন্দর ৯৯ বছরের জন্য ইজারা নিয়েছে। সেখানেও নাকি দেশটি গোপনে গড়ে তুলছে এক বিরাট সাবমেরিন ঘাঁটি। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মালদ্বীপের সাথেও চীন সখ্যতা গড়ে তুলেছে। এসব থেকে মনে হয়, চীন চাচ্ছে ভারতকে নৌপথেও ঘিরে ফেলতে। অথচ এর বিপরীতে ভারত চীনকে এখনও এভাবে নৌপথে ঘিরে ফেলার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। পাকিস্তানের সাথে ভারতের রয়েছে আদি শত্রুতা। দেশ দুটি কার্যত হয়ে রয়েছে যুদ্ধের মুখোমুখি। চীন-ভারত সংঘাত বাঁধলে পাকিস্তান নেবে চীনের পক্ষ। ওদিকে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল ২০১৬ সাল থেকে হয়ে উঠেছে খুবই ভারতবিরোধী। তাই চীন-ভারত সংঘাত বাঁধলে নেপালকে পাশে পাওয়ার সম্ভাবনা কম ভারতের। চীনের চুম্বি উপত্যকা থেকে বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর ১৩০ কিলোমিটারের মতো দূরে অবস্থিত। চীন-ভারত সংঘাত বাধলে চীন চাইতে পারে এই করিডোর বা যাতায়াত পথ দখল করে নিতে। শিলিগুড়ি করিডোর বলতে বোঝায় বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে অবস্থিত ২৭ কিলোমিটার চওড়া জায়গাকে। এই করিডরের সবচেয়ে সরু অংশটা মাত্র ২১ কিলোমিটার চওড়া, যার আশেপাশেই রয়েছে ৫টি দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত। এই দেশগুলো হলো চীন, ভারতের সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ। এই জায়গার মধ্য দিয়ে ভারতের প্রধান ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্ব ভারতের সাতটি প্রদেশ, যাকে বলা হয় সাত বোন রাজ্য বা সেভেন সিস্টার্স। ভারতের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরের কাছে অবস্থিত এই করিডর দেখতে অনেকটা মুরগির বাঁকানো ঘাড়ের মতো। তাই এই জায়গাটাকে চিকেন নেক বলা হয়। যুদ্ধকালে এই করিডরের ওপর ভারতের কর্তৃত্ব না থাকলে ভারতকে তার পূর্বাঞ্চলের সাতটি প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। তবে বাংলাদেশ কি ভারতকে এটা করতে দেবে? কেননা এটা করতে গেলে বাংলাদেশও চীনের দ্বারা হতে পারে আক্রান্ত। তাছাড়া বাংলাদেশের মানুষও হয়ে রয়েছে তীব্র ভারতবিরোধী। তাই চীন-ভারত যুদ্ধে বাংলাদেশকে থাকতে হবে নিরপেক্ষ। কিন্তু ভারত চাইবে যেকোনো মূল্যে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে তাদের সাত বোন রাজ্যকে রক্ষা করতে। বাংলাদেশকে ভারত যেসব কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সেসবের মধ্যে এটাই প্রধানতম কারণ। এছাড়া অগ্নিগর্ভ আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মনিপুর এসব রাজ্যের বিদ্রোহীদের দমন করতে তড়িৎ সামরিক সরবরাহের জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে ভারত।

এসব গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ভারত চায় এ দেশে তার অনুগত একটি রাজনৈতিক দল থাকুক। যে দলটি সিকিমের মতো বাংলাদেশকে ভারতের হাতে তুলে দিক কিংবা গোপন কতগুলো চুক্তি করে দেশকে ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত করুক। ২৮ মার্চ বেইজিংয়ের দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল অডিটোরিয়ামে চীনা ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে এক সংলাপে ড. ইউনূস বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগর ঘিরে বাণিজ্য ও ব্যবসা সম্প্রসারণে সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নেপাল ও ভুটান স্থলবেষ্টিত দেশ, যাদের কোনো সমুদ্র নেই। ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যও স্থলবেষ্টিত। আমরাই এই অঞ্চলের জন্য সমুদ্রের একমাত্র অভিভাবক। তিনি এসব দেশের মধ্যে যোগাযোগ সংযোগ স্থাপনের ওপর জোর দেন, যা বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, চীন এটাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারের কথা ভাবতে পারে। ড. ইউনূসের এই বক্তব্য ঘিরে ভারতে তোলপাড় শুরু হয়। দেশটির রাজনীতিবিদ, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সাবেক কূটনীতিবিদরা এবং মূলধারার গণমাধ্যম ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ড. ইউনূসের বক্তব্যকে তারা বিপজ্জনক ও আক্রমণাত্মক আখ্যা দেয়। তাদের কেউ কেউ বাংলাদেশকে ভেঙে ফেলার হুমকি দেন। ভারতের সাত রাজ্যকে ল্যান্ড লকড (স্থলবেষ্টিত) বলা কিংবা বাংলাদেশ এ অঞ্চলের সমুদ্রের অভিভাবক, ড. ইউনূসের এসব শব্দমালা চয়ন আদৌ কোনো সামরিক হুমকির কথন নয়। বরং তা পারস্পরিক স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার বাস্তব কথা। এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক যোগাযোগ গড়ে তোলার কথা তিনি আগেও বলেছেন। তিনি ২০১২ সালে একই ধরনের কথা বলেছিলেন। এর চেয়েও এগিয়ে গিয়ে ২০২৩ সালে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ভারতের নয়াদিল্লিতে দাঁড়িয়ে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশকে একটা ভ্যালু চেইনে আবদ্ধ করার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সিঙ্গেল ইকোনমিক জোন (একক অর্থনৈতিক অঞ্চল) গঠনের কথা, যেটিকে এখন 'বিগ বি ইনিশিয়েটিভ' বলা হয়। বস্তুত নেপাল, ভুটান ও ভারতের ৭ রাজ্যের সমুদ্র বন্দর ও সাগরে প্রবেশের সুযোগ না থাকায় বাংলাদেশের সাথে কানেক্টিভিটি (যোগাযোগ) তাদের অর্থনীতি জন্য সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। বিনিময়ে বাংলাদেশ পেতে পারবে ভুটান ও নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সস্তা দামের বিদ্যুৎ। চীনের মতো বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সস্তা দামের বিদ্যুতের প্রতি আগ্রহী থাকে। এতে তাদের কারখানার শিল্প উৎপাদন খরচ কমে যায়। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ড. ইউনূসের বলা এসব কথার ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছে ভারতীয় কর্তাব্যক্তিরা। এ থেকে তারা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খুঁজে ফিরে বাংলাদেশকে কোণঠাসা করার অজুহাত দাঁড় করিয়েছে। আসলে ভারতকে হাসিনার মতো সুবিধা না দেওয়ায় ড. ইউনূস দেশটির শাসকবর্গের কাছে হয়ে পড়েছেন চক্ষুশূল। ভারত কখনোই চায় না এদেশে একজন দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকুক। এ কারণেই ভারত সাত মাস ধরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তার সরকারের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে অবিরাম প্রোপাগান্ডা।

লেখক : *রাজনৈতিক বিশ্লেষক*

পোশাক খাত হুমকিতে পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অর্থনীতি

মর্তুজা হাসান সৈকত

গ্যাস-স্বল্পতায় দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি শিল্পখাতে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। চাহিদার চেয়ে ৩০ শতাংশ কম গ্যাস পাচ্ছে শিল্পকারখানা। শিল্পের মধ্যে গ্যাসের ব্যবহার পোশাক খাতেই বেশি। এ খাতে গত দুই বছর ধরেই গ্যাস সংকট চলছে। তবে নতুন করে গ্যাস সংকট উৎপাদন কাঠামোকে করে দিয়েছে এলোমেলো। এই খবরের মাঝে আরেক খবর হচ্ছে, ফেব্রুয়ারি মাসে পোশাক রপ্তানির ক্রয় আদেশ (ইউডি) ৪২ শতাংশ কমেছে, যা গত ১৪ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন। ফেব্রুয়ারি মাসের অপ্রত্যাশিত এই ধস পোশাক শিল্পের স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিকে পুনরায় অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছে। এই পরিসংখ্যান অনেক বিশেষজ্ঞ এবং শিল্পমালিকের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। মূলত গত আগস্ট মাসে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর প্রভাব পড়ছে পোশাক শিল্পেও। তখন ঢাকার আশেপাশের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোয় ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। চলে অক্টোবর পর্যন্ত। বিভিন্ন দাবিদাওয়াকে সামনে রেখে আন্দোলন করতে থাকে পোশাক শ্রমিকরা। আর এই শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হতে থাকে কারখানাগুলো। মুখ ঘুরিয়ে নিতে থাকে অনেক বিদেশি ক্রেতা। যদিও নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সবাই আশা করছিলড়তাঁর ইমেজকে কাজে লাগিয়ে পোশাকশিল্পে বড় একটি জাম্পিং আসবে। কিন্তু প্রত্যাশিত সেই জাম্পিং আসেনি। অস্থিরতার কারণে উলটো পোশাকশিল্প পড়ে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং অব্যাহত শ্রমিক অসন্তোষের মতো কারণগুলো এর জন্য দায়ী ছিল। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, গত বছরে তৈরি পোশাক নিটওয়্যার ও টেক্সটাইল শিল্পের ১৪০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে ৯৪ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছে। তাছাড়া এটি দেশের প্রধানতম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের খাত হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও ব্যাহত হয়। বলা হয়ে থাকে তৈরি পোশাক শিল্প হচ্ছেড় ক্রেতাদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি একটি ব্যবসায়িক সম্পর্কের ফল। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে যে সুনাম অর্জন করেছে এবং বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে, এটা মূলত বিগত তিন দশকের ফল। এই সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র বহুদিন ধরেই সক্রিয়। আগস্টে সরকার পতনের পর সৃষ্ট আন্দোলনেও এই ষড়যন্ত্রকারীরা ইন্ধন দেয়। অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা, হামলা-ভাঙচুর চালিয়ে শিল্পকে বিপর্যস্ত করে লাখ লাখ শ্রমিকের কর্মপরিধি সংকুচিত করাটাই ছিল তাদের লক্ষ্য। আর এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারে ভাগ বসাতে চায়।

এর কারণ হচ্ছে, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাকপণ্যের খ্যাতি যে উচ্চতায় পৌঁছে গেছে তা অন্যান্য প্রতিযোগী দেশড়ভিয়েতনাম, ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও কম্বোডিয়ার পোশাক পণ্য পৌঁছাতে পারেনি। তাছাড়া পোশাকশিল্পে দীর্ঘ সময় ধরে বৈশ্বিক বাজারে শীর্ষ থাকা চীনের পর দ্বিতীয় অবস্থানটিই বাংলাদেশের। ফলে দেশি-বিদেশি অপশক্তি, যারা বাংলাদেশের বাজার ধরতে চায় তারা বিভিন্ন উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলে। তাদের বোঝানো হয়, বাংলাদেশের শ্রমিকরা শোষিত, তাদের ঠকানো হচ্ছে। নিজেদের অধিকার তাদের নিজেদেরই আদায় করতে হবে। এই কারণে শিল্প মালিকদের গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বারবার বলতে শোনা গেছে, 'একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে এই শিল্পকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। বিদেশি ক্রেতাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা দিতে শ্রমিক অসন্তোষের পুরোনো নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে।' বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির মাধ্যমে পোশাকশিল্প কারখানা বন্ধ রাখা গেলে নিশ্চিতভাবেই অনেক ক্রয়াদেশ এখান থেকে অন্য দেশে চলে যাবে। আর এসব ক্রয়াদেশ স্বভাবতই প্রতিযোগী দেশগুলোই পাবে।

পোশাক শিল্প ঘিরে একের পর দুঃসংবাদ এবং আশঙ্কার মাঝে সুখকর সংবাদও আছে। তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মার্কেট যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত বছরের শেষ চার মাসড়সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরে বড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে গত বছরের ডিসেম্বরে রপ্তানি করেছে ৫৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেশি। নভেম্বর মাসেও আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছিল ৪১ শতাংশ। একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ১৭-১৮ শতাংশের গন্তব্যও দেশটি। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে দেশটিতে পোশাক রপ্তানি ০.৭৩ শতাংশ বেড়ে ৭৩৪ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এ ছাড়া রপ্তানির পরিমাণও বেড়েছে ৪.৮৬ শতাংশ। মার্কিন পোশাক আমদানির সর্বশেষ তথ্যে এই চিত্র উঠে এসেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দাম ৩.৮ থেকে ৭.৭ শতাংশ পর্যন্ত কমানোর কারণে রপ্তানি প্রায় ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পরও আশানুরূপ পরিমাণে আয় বাড়েনি। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ২০১৮ সাল থেকে চলমান রয়েছে। সে সময় ক্ষমতায় থাকাকালে চীনা পণ্য আমদানিতে শুল্ক

দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান পোশাক খাত হুমকিতে পড়লে মালিক-শ্রমিক যেমন বিপদে পড়বে তেমনই সারা দেশের অর্থনীতিও ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এ শিল্পের বহুমুখীকরণ ও সমৃদ্ধকরণে সরকার, উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবার মেধা ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটিয়ে কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি

বাড়িয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এবারও ক্ষমতায় বসেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উচ্চ শুল্কহার আরোপের কারণে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। উচ্চ শুল্কের এই খড়্গ চীনসহ উন্নত দেশগুলোর ওপর প্রয়োগ করায় এবং আমেরিকা-ইউক্রেন সম্পর্ক আকস্মিকভাবে এক নতুন দিকে মোড় নেওয়ায় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের।

ট্রাম্প যতই চীন বিরোধী হবেন ততই সুবিধা পাবে বাংলাদেশ। কারণ, চীনা পণ্যে অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরাবে। ফলে বাংলাদেশের সামনে বাড়তি ক্রয়াদেশ বা অর্ডার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। এমনকি বিনিয়োগকারীরা চীন থেকে কারখানা সরিয়ে এখন অন্য দেশে নিতে আগ্রহী হতে পারেন। সেই বিনিয়োগও বাংলাদেশে আসতে পারে। অন্যদিকে মায়ানমারে চলমান রাজনৈতিক সংকট ও সংঘাত এবং পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে অনেক পশ্চিমা ক্রেতা সেখান থেকে তাঁদের পোশাক ক্রয়াদেশ সরিয়ে নিচ্ছেন। এটিও আমাদের দেশের পোশাক খাতের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের অগ্রযাত্রা প্রায় চার দশকের। তবে প্রথম দিকে যেনতেন ভাবে কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। তখন কাজের মান নিয়েও অনেক প্রশ্ন ছিল। তাছাড়া, শ্রমিকের মজুরি, নিরাপত্তা, পৃথক গার্মেন্টেস ভিলেজ এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের মতো বিষয়গুলো তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি। তবে রানা-প্লাজা ট্র্যাজেডির পর তৎকালীন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র খাত। এর মধ্যে সর্বশেষ সংযোজন হলো পরিবেশবান্ধব কারখানা স্থাপন। বিশ্বে পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনার শীর্ষে থাকা অর্ধেকই বাংলাদেশের পোশাক কারখানা। বিজিএমইএ'র তথ্যানুযায়ী, তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে বর্তমানে লিড সনদ পাওয়া পরিবেশবান্ধব কারখানা রয়েছে ২১৮। তার মধ্যে লিড প্লাটিনাম সনদধারী ৮৪টি, গোল্ড ১২০টি, সিলভার ১০টি ও ৪টি কারখানা সার্টিফায়েড সনদ পেয়েছে। এর পাশাপাশি, বিশ্বের ১০০টি পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার মধ্যে ৫৬টি অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি কারখানা বাংলাদেশের। এসব অর্জন জাতিকে বিশ্বজুড়ে গর্বের স্থানে নিয়ে গেছে। ফলে 'মেড ইন বাংলাদেশ লেখা' পোশাক সারা বিশ্বের নামিদামি ফ্যাশন হাউজগুলোতে বহু আগে থেকে স্থান করে নিয়ে এখন পর্যন্ত অবস্থান ধরে রেখেছে গৌরবের সাথে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস বিশ্বে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। নোবেল লরিয়েটদের ভেতরে এখন তিনিই সবচেয়ে সক্রিয়। তাছাড়া তাঁর রয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক। তাঁর জনপ্রিয়তা ও ইমেজকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার (জিএসপি) সুবিধা পুনরুদ্ধারসহ ইউরোপে অব্যাহত শুল্কমুক্ত পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ আলোচনার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। তবে এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে পোশাকশিল্পের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। কারণ, ক্রেতারা তাদের সোর্সিং গন্তব্য ঠিক করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টির ওপরে গুরুত্ব দেন, তা হলো দেশের ও শিল্পের স্থিতিশীলতা। গ্যাস ও বিদ্যুতের স্বল্পতার কারণেও এই খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিল্প খাতে নিয়মিত গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হলে অতিরিক্ত রপ্তানি আদেশ নিয়ে তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা রপ্তানিও করতে পারবে। সম্প্রতি শিল্পের জন্য গ্যাসের মূল্য দ্বিগুণেরও বেশি করার প্রস্তাবের উপরে গণশুনানি হয়েছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করলে শিল্পের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবেই সংকটে পড়বে। তাই সরকারের উচিত হবে এই সিদ্ধান্ত থেকে দ্রুত সরে আসা। তার পরিবর্তে তারা সিস্টেম লস কমাতে উদ্যোগী হতে পারে।

এর পাশাপাশি, তৈরি পোশাকশিল্প তথা শিল্প খাতের উন্নতির জন্য ব্যাংকের সুদের হার ৮ থেকে ৯ শতাংশে নিয়ে আসতে পারে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক এইক্ষেত্রে নীতি সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের ব্যাংকগুলোয় সুদের হার বিনিয়োগবান্ধবে নিয়ে আসতে পারে। কারণ, অধিক সুদহারে বিনিয়োগে উদ্যোক্তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থা দেশের জন্য কোনো মঙ্গল বহন করে না। পোশাক শিল্পের হাত ধরে দেশের অর্থনীতি অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের রপ্তানি আয়ের ৮২ থেকে ৮৪ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। গত বছরে এসেছে ৩৮.৪৮ বিলিয়ন ডলার। দারিদ্র্যবিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করেছে এ খাত। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান এই খাত হুমকিতে পড়লে মালিক-শ্রমিক যেমন বিপদে পড়বে তেমনই সারা দেশের অর্থনীতিও ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এ শিল্পের বহুমুখীকরণ ও সমৃদ্ধকরণে সরকার, উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবার মেধা ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটিয়ে কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

লেখক : কবি ও কলামিস্ট

সম্পাদকীয়

আইএমএফের ঋণের শর্ত

করের চাপ বাড়ানো যাবেন না

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য সংস্থাটির অনেক শর্ত 'দেশের স্বার্থবিরোধী' হওয়ায় আইএমএফের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বর্তমান সরকার বাস্তবায়ন করছে না। ফলে আইএমএফের ঋণের কিস্তি ছাড় ইতোমধ্যে কয়েক দফা পিছিয়েছে। ঋণের অর্থছাড়ে আইএমএফের প্রধান তিনটি শর্ত হচ্ছে-ডলারের দাম বৃদ্ধি, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো এবং কর আদায় বাড়ানো। আইএমএফের যেসব শর্ত বাস্তবায়ন করলে মূল্যস্ফীতির হার বাড়বে এবং জনগণের ওপর চাপ বাড়বে, সেসব শর্ত বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ঋণের চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে ঋণের শর্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে ৬ এপ্রিল আইএমএফের একটি মিশনের বাংলাদেশ সফরে আসার কথা রয়েছে। তারা শর্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং আগামী দিনে শর্ত বাস্তবায়নে সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করবে। উল্লেখ্য, আইএমএফ তৎকালীন আওয়ামী সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার পর ঋণের বিপরীতে কঠিন শর্ত আরোপ করে। এসব শর্তে সম্মত হয়ে ২০২৩ সালে আইএমএফের সঙ্গে একটি ঋণচুক্তি করে তৎকালীন সরকার। চতুর্থ কিস্তির অর্থছাড় হওয়ার কথা ছিল গত ডিসেম্বরে। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। আইএমএফের অনেক শর্ত দেশের স্বার্থবিরোধী হওয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার সেসব বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করে। বর্তমান সরকার আইএমএফের ঋণচুক্তির শর্ত বাস্তবায়ন না করায় আইএমএফও ঋণের অর্থছাড়ে দেরি করছে। গত ডিসেম্বরে ঋণের চতুর্থ কিস্তি ছাড় হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এরপর ফেব্রুয়ারিতে হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। পরে তা পিছিয়ে মার্চে নেওয়া হয়। মার্চেও অর্থছাড় হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আগামীতে দুই কিস্তি একসঙ্গে প্রদানের কথা রয়েছে। এপ্রিলে আইএমএফ মিশন ঢাকা সফর করে গেলে জুনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিষদে বাংলাদেশ বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে। তখন পর্ষদ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আইএমএফের ঋণচুক্তি থেকে সরকার একেবারে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে না। এ সংস্থার ঋণ পাওয়া গেলে অন্য সংস্থাগুলোর ঋণ পাওয়া সহজ হয়। এ কারণে সরকার আইএমএফের ঋণচুক্তির মধ্যে থাকতে চাচ্ছে। বস্তুত বিগত সরকারের আমলে তীব্র ডলার সংকট নিরসনে আইএমএফের ঋণ নেওয়া হয়েছিল। এখন ডলার সংকট কেটে গেছে, যে কারণে সংস্থাটির ঋণ নিতে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে না সরকার। আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলে শিল্প খাতে খরচ বাড়বে। পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়লে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এর প্রভাব পড়বে। কাজেই বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর আগে সরকারকে জনস্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। ডলারের বিপরীতে টাকার মান নির্ধারণে কর্তৃপক্ষকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। আইএমএফের অন্যতম শর্ত হচ্ছে কর আদায় বাড়ানো। এক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। জনগণের ওপর করের চাপ না বাড়িয়ে করের পরিধি বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রযুক্তির উন্নয়ন বনাম কর্মসংস্থান

সংকট নাকি সম্ভাবনা?

বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে শিল্প খাতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রযুক্তিগত দক্ষতার উন্নয়ন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দেশের প্রায় ১৮ লাখ কর্মজীবী চাকরি হারাতে পারেন বলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণায় উঠে এসেছে। বিশেষত, বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাত, খাদ্যপণ্য, চামড়া ও চামড়াসামগ্রী, ফার্নিচার, ফার্মাসিউটিক্যালস, প্লাস্টিক ও রাবার শিল্পের শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকবেন। একদিকে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কারখানাগুলো প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে, অন্যদিকে এর ফলে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয়তা কমছে। গবেষণা বলছে, শুধুমাত্র তৈরি পোশাক খাতেই ১০ লাখ কর্মসংস্থান ঝুঁকির মুখে। কারণ, আধুনিক মেশিন এখন অল্প সময়ে অধিক কাজ করতে সক্ষম, যা আগে বহু শ্রমিকের সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হতো। তবে এই সংকট এড়ানোর উপায় রয়েছে। গবেষক ফারহিন ইসলামের মতে, যেসব খাতে প্রযুক্তি মানুষের কাজের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে ছাঁটাইয়ের হার কম হবে। কিন্তু যেখানে প্রযুক্তি সরাসরি শ্রমিকের বিকল্প হয়ে উঠছে, সেখানে ছাঁটাইয়ের হার বেশি হবে। তাই শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক খাত দিন দিন প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, আধুনিক মেশিন উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে খরচ কমাতে সহায়ক হচ্ছে। আগে যেখানে ১০ থেকে ২০ জন শ্রমিক একদিনে যে কাজ করতেন, এখন একজন শ্রমিক আধুনিক মেশিনের সাহায্যে তা সম্পন্ন করতে পারছেন। এই পরিবর্তনকে ইতিবাচক মনে করা হলেও বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের জন্য এটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রযুক্তি যতই অগ্রসর হোক না কেন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া শিল্প খাতে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। ডিজিটাল করপোরেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মো. রাকিবের মতে, সাপ্লিমেশন মেশিন দিয়ে একজন শ্রমিক এক সপ্তাহে যে কাজ করতেন, তা এখন এক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে। একইভাবে, সোয়েটার তৈরিতে ব্যবহৃত ম্যানুয়াল মেশিনের জায়গা নিয়েছে স্বয়ংক্রিয় মেশিন, যা একজন অপারেটরকে একসঙ্গে ১০টি মেশিন পরিচালনার সুযোগ দিচ্ছে। প্রযুক্তির এই অগ্রযাত্রা যেমন দেশের শিল্প খাতকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলছে, তেমনি বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কর্মহীন হওয়ার শঙ্কা তৈরি করছে। তাই সরকার ও নীতিনির্ধারকদের উচিত দ্রুত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া, যাতে শ্রমিকরা প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। শিল্প খাতে ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সমন্বয় তৈরি করাই হবে সময়ের দাবি।

ইতিহাসে প্রতিদিন

১৩৯৭ - অক্সফোর্ডের নতুন কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।
১৫৫৮ - ইউরোপে প্রথম ধূমপানে তামাক ব্যবহার শুরু হয়।
১৬৮৪ - তুরস্কের বিরুদ্ধে রোম পোল্যান্ড ও ভেনিসের লিঞ্জলীগ গঠন।
১৭৭০ - বোস্টনে (যুক্তরাষ্ট্র) জনতার ওপর গুলি চালিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা গণহত্যা ঘটায়।
১৭৯৩ - ফ্রান্সের সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়ার কাছে পরাজিত হয়।
১৮২৪ - ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধ শুরু হয়।
১৮৩৩ - অবিভক্ত ভারতের প্রথম দুই মহিলা কাদিম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বসু স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।
১৮৩৬ - মেক্সিকো আলামো আক্রমণ করে।
১৮৯৬ - ইতালির প্রধানমন্ত্রী ক্রিসপি পদত্যাগ করেন।
১৮৯৭ - মার্কিন নিগ্রো অ্যাকাডেমি গঠিত হয়।
১৯১২ - স্পেনে স্টিমারডুবিতে ৫০০ যাত্রীর প্রাণহানি ঘটে।
১৯১৮ - মস্কোকে রাশিয়ার রাজধানী করা হয়।
১৯৩৩ - জার্মানিতে নির্বাচনে এডলফ হিটলার ও তার নাৎসী পার্টির বহু আসনে জয়লাভ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এর কিছুদিন পরই এক নায়কতন্ত্র ঘোষণা।
১৯৬৬ - জাপানের ফুজি পর্বতে ব্রিটিশ এয়ার লাইন্সের বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ১২৪ যাত্রী নিহত।
১৯৭১ - সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়।
১৯৭১ - শেখ মুজিবের আহ্বানে সারা বাংলাদেশে পাচদিনব্যাপী হরতাল পালন। টঙ্গি, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রামে গুলি, রংপুরে কারফিউ এবং ঢাকায় অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা। নিউ মার্কেটে মুজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে ন্যাপ ওয়ালির জনসভায় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।
১৯৭২ - পার্বত্য চট্টগ্রামের ১টি থানায় দুবৃত্তদের হামলা।
১৯৭৩ - পিজি হাসপাতালে মওলানা ভাসানীর রোগশয্যার পাশে বঙ্গবন্ধু।
১৯৭৬ - ভোটারতালিকা ও নির্বাচনী অর্ডিন্যান্স জারি।
১৯৭৮ - ফরিদপুরে জাতীয় ইতিহাস সম্মেলন।
১৯৮০ - পাটকলে কর্মচারী ধর্মঘট।
১৯৮০ - সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল গৃহীত।
১৯৮২ - চারজন নতুন মন্ত্রীর শপথগ্রহণ।

ঈদের আনন্দ ও ঘুরাঘুরির জন্য যমুনা নদীর পাড়কে বেছে নিয়েছেন সিরাজগঞ্জে প্রকৃতিপ্রেমীরা। জেলায় তেমন কোনো বিনোদন কেন্দ্র না থাকায় দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে নদী তীরবর্তী হার্ড পয়েন্ট ও ক্রসবার-৩ এলাকা

ঈদ আনন্দে যমুনার পাড়ে দর্শনার্থীদের ঢল

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

ঈদের আনন্দ ও ঘুরাঘুরির জন্য যমুনা নদীর পাড়কে বেছে নিয়েছেন সিরাজগঞ্জে প্রকৃতিপ্রেমীরা। জেলায় তেমন কোনো বিনোদন কেন্দ্র না থাকায় দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে নদী তীরবর্তী হার্ড পয়েন্ট ও ক্রসবার-৩ এলাকা। গত শুক্রবার ঈদের পঞ্চম দিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপচে-পড়া ভিড় দেখা গেছে এসব এলাকায়। সিরাজগঞ্জ শহর ছাড়াও জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রকৃতিপ্রেমীরা হার্ড পয়েন্ট ও ক্রসবার-৩ এলাকায় ভিড় করছেন। সরেজমিনে দেখা যায়, শুষ্ক মৌসুমে যমুনার বুকে জেগে ওঠা বিস্তীর্ণ চরে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরীরা পরিবারসহ হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আবার কেউ কেউ রিকশা, ইজিবাইক, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল ও মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন যানবাহনে শহর রক্ষা বাঁধ দিয়ে চলাচল করছেন। প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার পরিজনদের সঙ্গে ছবি ও সেলফি তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা। আবার অনেকে নৌকায় ঘুরছেন। কেউ কেউ যমুনা চরে ঘুরে ঘুরে দেখছেন। ফুচকা, চানাচুর, আইসক্রিমের দোকানের পাশাপাশি চুরি-ফিতা ও বেলুনসহ বিভিন্ন সামগ্রীর দোকান বসেছে এসব স্পটে। সব দোকানেই ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট এলাকার বাদাম বিক্রেতা আব্দুস সালাম সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ঈদের প্রথম দিন থেকে এখানে হাজারো মানুষের ঢল নামে। এতে আমাদের বেচা বিক্রিও ভালো হয়।

যমুনা নদীর ক্রসবার-৩ এলাকায় ঘুরতে আসা কলেজ শিক্ষার্থী তামান্না খাতুন সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, সিরাজগঞ্জে তেমন কোনো বিনোদন কেন্দ্র নেই। তবে যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট ও এই বাঁধে বসে গল্প ও আড্ডায় মেতে উঠি আমরা। প্রতিদিন বিকেলে হাজারো দর্শনার্থী দূর-দূরান্ত থেকে এসে ভিড় জমান। বিশেষ করে সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের দৃশ্য মুগ্ধ করে। এ যেন প্রকৃতির এক সৌন্দর্য অনুভবের যায়গা। তবে ঈদকে ঘিরে দর্শনার্থী বেড়ে যায় কয়েকগুণ। রায়গঞ্জ উপজেলা থেকে আসা দর্শনার্থী নাসির উদ্দিন সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে এসেছি। অনেক ভালো লাগছে, সেলফি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করছি। সেইসঙ্গে যমুনায় নৌকায় ঘুরেছি। সবমিলিয়ে আমাদের এবারের ঈদ-আনন্দটা খুবই ভাল হয়েছে। ফুচকা ও চটপটি বিক্রেতা মারুফ সেখ জানান, প্রতিদিন দুপুরের দিকে আসি। আল্লাহর রহমতে বেচা বিক্রি ভালো হয়। জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) ফারুক হোসেন জানান, ঈদকে কেন্দ্র করে দূর-দূরান্ত থেকে আসা হাজারো দর্শনার্থী হার্ড পয়েন্ট ও ক্রসবার-৩ এলাকায় প্রিয়জনদের সঙ্গে বেড়াতে আসেন। এতে দর্শনার্থীরা কোনো সমস্যা ছাড়াই ঘুরতে পারেন এ জন্য পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় দেখতে মানুষের ঢল

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর কালুখালীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী খেলা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া এই খেলা দেখতে মাঠে ভিড় করেন নানা বয়সী মানুষ। মাঠের চারিদিকে থাকা হাজার হাজার দর্শক শ্রোতা করতালির মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। গত শুক্রবার বিকেলে রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার সাঁওরাইল ইউনিয়নের লাড়িবাড়ি এলাকার একটি মাঠে এই ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সরজমিনে দেখা যায়, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে দুপুরের পর থেকেই বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ঢল নামে মাঠে। মাঠের মধ্যেই বসে বিভিন্ন রকমের খাবারের দোকান। সকাল থেকে একে একে বিভিন্ন রঙের ছোট বড় ঘোড়া মাঠে আসতে থাকে। তারপর শুরু হয় ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। নানা বয়সী মানুষ ছুটে আসেন এই খেলা দেখতে।

ঈদেও নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রশংসায় ভাসছে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

পাবনা প্রতিনিধি

মা ও শিশুকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিতে ব্রিটিশ আমলে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিষ্ঠা করা হয় পাবনা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র। সেই থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। এবার ঈদুল ফিতরের ছুটিতেও এ চিকিৎসা কেন্দ্রে ১১টি নরমাল ডেলিভারিসহ অন্তত অর্ধশত মা ও শিশুকে দেওয়া হয়েছে চিকিৎসা সেবা। জনবল ও অবকাঠামোগত নানা সংকট উপেক্ষা করে এমন নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসা সেবা দেওয়ায় প্রশংসা কুড়াচ্ছে চিকিৎসা কেন্দ্রটি। চিকিৎসা কেন্দ্র সূত্র জানায়, গত ২৮ মার্চ থেকে ঈদ ও সাধারণসহ মোট ৯ দিনের ছুটির এ সময়ে কেন্দ্রে ১১ জন প্রসূতিকে নরমাল ডেলিভারি করানো হয়েছে। এছাড়া ১১ জনকে প্রসবোত্তর ও ৮ জনকে গর্ভকালীন সেবা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সাধারণ রোগী ও শিশুসহ অন্তত ২০ জনকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছে চিকিৎসা কেন্দ্রটি। এর বাইরে রক্ত ও ইউরিনসহ কয়েকটি মেডিকেল টেস্ট করানো হয়েছে। দেওয়া হয়েছে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ওষুধ। ঈদের ছুটিকালীন এসব জরুরি সেবা কার্যক্রম তদারকি করেন জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক মো. এ.বি.এম শরিফুল হক, সহকারী পরিচালক (ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশান) ডা. নাজমুস সাকিব ও মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশান) ডা. মো. আব্দুল বাতেন। দীর্ঘ এ ছুটির মাঝেও এমন নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসাসেবা পেয়ে খুশি সেবাভোগীরা। এ ব্যাপারে প্রসূতি সেবা নিতে আসা শারমিন ও কাঞ্চন খাতুনসহ কয়েকজন রোগী ও তাদের স্বজনরা জানান, ঈদ বা কোনো উৎসব এলেই অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার পাওয়া কঠিন। প্রসূতি রোগীদের চিন্তা আরও বেশি। কারণ এসব সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার বা সংশ্লিষ্টদের না পাওয়া গেলে মোটা অংকের টাকায় বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে হয়। সেখানে সবার আগে জানানো হয়, সিজার করতে হবে। কিন্তু এখানে এলে নরমাল ডেলিভারির সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। ঈদের এই ছুটিতে ডেলিভারিসহ অন্যান্য সেবা মিলছে, এটি সবার জন্য স্বস্তির বিষয়।

লাভের বদলে লোকসানে বাঙ্গিচাষিরা

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

'গতবছর প্রকারভেদে একটা বাঙ্গি বিক্রি করছি ৩০ থেকে ৬০ টাকা দামে। কিন্তু এবছর একটা বাঙ্গি ১৫-২০ টাকা করে বিক্রি করতে হচ্ছে। প্রচুর খরা ও বৃষ্টি না হওয়ায় গত বছরের চেয়ে এ বছর ফলনও কম হয়েছে। তারপর আবার দামও কম। যে দামে বিক্রি করতে হচ্ছে এতে খরচতো উঠবেই না বরং আমরাদের লোকসানে পড়তে হবে।' কথাগুলো বলছিলেন গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া উপজেলার কলাবাড়ি ইউনিয়নের বুরুয়া গ্রামের বাঙ্গিচাষি আলম বিশ্বাস। শুধু আলম একা নন, তার মতো লোকসানের শঙ্কায় আছেন কোটালিপাড়া উপজেলার শত শত বাঙ্গিচাষি। কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য মতে, এ বছর উপজেলায় ৪৩৪ হেক্টর জমিতে বাঙ্গির চাষ করা হয়েছে। তবে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় ফলন ভালো হয়নি। তারপর আবার ক্রেতা না থাকার কারণে উৎপাদিত বাঙ্গির বাজার একেবারেই পড়ে গেছে। এ বছর সার, বীজ ও কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙ্গি চাষে খরচ বেড়েছে। যে কারণে লাভের বদলে লোকসানের শঙ্কায় আছেন এ অঞ্চলের শত শত কৃষক।

উপজেলার কলাবাড়ি ইউনিয়নের বুরুয়া, মাছপাড়া, নলুয়া, তেতুলবাড়ি, হিজলবাড়ী গ্রামে বেশি বাঙ্গির চাষ হয়। এসব গ্রামের কৃষকদের বাৎসরিক আয়ের অন্যতম উৎস হলো তরমুজ ও বাঙ্গিচাষ। আর এই বাঙ্গি বিক্রির জন্য স্থানীয় কালীগঞ্জ বাজারে গড়ে উঠেছে অর্ধশত আড়ৎ।

এসব আড়ৎ থেকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাঙ্গি যায়। তবে এবছর এসব এলাকা থেকে বেপারীরা না আসার কারণে আড়ৎদাররা অলস সময় কাটাচ্ছেন। হিজলবাড়ী গ্রামের কৃষক মধু বিশ্বাস বলেন, গতবছর বাঙ্গি চাষ করে বেশ লাভ করেছিলাম। এবারও ভেবেছিলাম ভালো লাভ করবো। কিন্তু এবার প্রচুর খরা ও বৃষ্টি না হওয়ায় ফলনও খারাপ হয়েছে। আর দামও পাইনি। এবার লোকসান হবে। তেতুলবাড়ি গ্রামের লোকনাথ মণ্ডল বলেন, দুই বিঘা জমিতে বাঙ্গির চাষ করেছি। যে দামে বিক্রি করছি তাতে লাভতো দূরের কথা চালান ঘরে নেওয়াই কষ্ট। কালীগঞ্জ এলাকার আড়ৎদার বিষ্ণু টিকাদার বলেন, প্রতি বছর এই সময়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের এখানে বেপারীরা বাঙ্গি কিনতে আসতো। কিন্তু এবছর বেপারীরা আসছে না। তাই আমাদের আড়ৎদারদের অলস সময় কাটাতে হচ্ছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার দেবাশীষ দাস বলেন, কোটালিপাড়া উপজেলায় এবছর ৪৩৪ হেক্টর জমিতে বাঙ্গির চাষ করা হয়েছে। বাঙ্গি চাষে উপজেলা কৃষি অফিস থেকে সার, বীজ ও পরামর্শ দিয়ে কৃষকদের সহযোগিতা করা হয়েছে।

১৮ বছর ধরে একটি সেতুর জন্য ভুগছে ১৫ গ্রামের মানুষ

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরের ঝিনাইগাতীর হাতিবান্ধা ইউনিয়নের কবিরাজপাড়ায় খালের ওপর নির্মিত সেতুটি ভেঙে যায় ১৮ বছর আগে। সেখানে আবারও সেতু নির্মাণের প্রস্তাব ফাইল বন্দি হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ১৫ গ্রামের শতশত মানুষকে। উপজেলার হাতিবান্ধা ইউনিয়নের ঘাগড়া কবিরাজপাড়া ও পুটলপাড়া রাস্তা দিয়ে আশপাশের ১৫ গ্রামের শতশত মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। এ রাস্তায় মালিঝি নদী থেকে নেমে আসা একটি খাল পথচারীদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় দেশ স্বাধীনের পর থেকেই। এসব গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ লাগবে ২০07 সালে এলজিইডি এ খালের ওপর একটি সেতু নির্মাণ করে।

কিন্তু কাজ শেষ হতে না হতেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে যায় সেতুটি। ওই এলাকার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লাইলী বেগম, গ্রামের ইয়াদ আলী, নুর মোহাম্মদ, আব্দুল করিম, মো. আসাদুলসহ গ্রামবাসী জানান, সেতুটি নির্মাণের সময় ঠিকাদার নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করায় সেটি বিধ্বস্ত হয়ে খালে পড়ে যায়। এতে এসব গ্রামের সাথে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর দীর্ঘ ১৭ বছরেও ওই স্থানে আর নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়নি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ওই স্থানে একটি সেতু নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে উক্ত প্রস্তাব ফাইল বন্দি হয়ে পড়ে আছে। এসব গ্রামের মানুষের যাতায়াতের স্বার্থে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ওই বিধ্বস্ত সেতুর পাশ দিয়ে একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করা হয়। কিন্তু সেতুটির অবস্থাও নড়বড়ে। এখানে একটি সেতুর অভাবে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এসব গ্রামের শতশত মানুষকে।

এলাকায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও গবাদি পশু পারাপারে কৃষকদের নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। হাতিবান্ধা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমসহ গ্রামবাসীরা বলেন, এখানে একটি সেতু নির্মাণের জন্য বহুবার আবেদন করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন সময় আশ্বাসও পাওয়া গেছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়ে ঝিনাইগাতী উপজেলা প্রকৌশলী শুভ বসাক বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখতে বিধ্বস্ত সেতুর পাশে কাঠের নড়বড়ে সেতুটি সংস্কারের জন্য এডিপির অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এখানে একটি সেতু নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা আছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলেই সেতু নির্মাণ করা হবে।

খরায় পুড়ছে চা বাগান উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

চা মৌসুমের শুরুতে অনাবৃষ্টির কারণে প্রখর রোদে মৌলভীবাজারের বিভিন্ন চা-বাগানের চা-গাছ বিবর্ণ হয়ে পাতা পুড়ে যাচ্ছে। নদ-নদী, ছড়া, জলাশয় ও লেক শুকিয়ে যাওয়ায় চাহিদামতো সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। এতে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। এভাবে রোদ পড়তে থাকলে উৎপাদনে প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা তাদের। চা-চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বৃষ্টি না হওয়ায় নতুন কুঁড়ি আসছে না চা-গাছে। ফলে চায়ের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা আছে। তাপপ্রবাহের কারণে লাল মাকড়ের আক্রমণসহ নানা প্রকার পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। বেশিরভাগ চাষিই চা-বাগান নিয়ে পড়েছেন চরম বিপাকে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না বলে জানালেন চাষিরা। সরেজমিনে দেখা গেছে, বেশিরভাগ চা-বাগানে আসছে না নতুন কুঁড়ি। কোনও কোনও চা-বাগানের গাছ জ্বলে গেছে। অনেক গাছ শুকিয়ে গেছে। চাষিরা দিনরাত বাগানে পানি ছিটাচ্ছেন। তবু কাজ হচ্ছে না। চাষিরা বলছেন, চা-বাগানে প্রতি বছর দুবার সার প্রয়োগ করতে হয়। এ ছাড়া খরার মৌসুমে ১৫ দিন পরপর পানি সেচ দিতে হয়। সেই সঙ্গে বছরে সর্বনিম্ন ছয়বার কীটনাশক ছিটাতে হয়। তবে পোকামাকড়ের আক্রমণ অনুযায়ী এটি কমবেশি হতে পারে। টাকার অভাবে চা-বাগানের পেছনে এই নিয়মিত বিনিয়োগ ও পরিচর্যা করতে না পারায় এবার চা-গাছে লাল মাকড়ের আক্রমণসহ নানা প্রকার পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। এর সঙ্গে টানা তাপপ্রবাহ যোগ হয়ে সমতলের চা-চাষিদের এখন 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' অবস্থা। চায়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে সেচের পাশাপাশি প্রতি চারাগাছের মধ্যে মাটি গর্ত করে পচা গোবরের সঙ্গে কিছু টিএসপি মিশিয়ে আবার মাটিতে মিলিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চা-বিশেষজ্ঞরা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জেলায় ৯৩টি চা-বাগান রয়েছে। এর মধ্যে অনেক চায়ের টিলা শুকিয়ে গেছে। তাপদাহ আর অনাবৃষ্টির কারণে আসছে না নতুন কুঁড়ি। আসছে না নতুন পাতাও। খরায় নতুন সৃজিত চায়ের ৪০ শতাংশ চারাগাছ ও ১০ শতাংশ পুরাতন চায়ের গাছ পুড়ে গেছে। চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু টিলায় নিয়মিত সেচ দিয়ে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাতেও কাজ হচ্ছে না। চা শ্রমিকরা জানিয়েছেন, অনাবৃষ্টির কারণে চা-বাগানের নতুন গজানো গাছের পাতা রোদে পুড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে পোকামাকড় ও ফড়িংয়ের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। শীত মৌসুমে বাগানগুলোর পুরাতন গাছ উপড়ে ফেলে সেখানে নতুন করে চারাগাছ লাগানো হয়। আগাছা ছেঁটে দেওয়া হয়। এরপর সেচ দেওয়া হয়। ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) মাধবপুর চা-বাগানের ব্যবস্থাপক দিপন কুমার সিংহ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'এখন চা-পাতা তোলার মৌসুম। কিন্তু যে হারে পাতা চয়ন করার কথা, সেভাবে হচ্ছে না। প্রখর রোদের কারণে গাছগুলো মারা যাচ্ছে। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে স্বাভাবিক হবে গাছগুলো। এছাড়া উপায় নেই।'

চা-বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'চা-গাছ রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েও পানির অভাবে সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। এমনিতেই চা রফতানি আগের তুলনায় কমেছে। এরপর যদি উৎপাদন কম হয়, তাহলে তার মারাত্মক প্রভাব পড়বে।' বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রহমান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এখন কোনও উৎপাদন নেই বললেই চলে। তবে দু-একটি বাগানে পাতা চয়ন শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি অনুকূল নয়। বর্তমানে প্রতি কেজি চায়ের উৎপাদনে খরচ হয় ২২০ টাকা আর বিক্রি হচ্ছে ১৮০ টাকায়। কেজিতে ৪০ টাকা ঘাটতি দিয়ে চা-শিল্প কতদিন টিকে থাকবে, তা ভাবনার বিষয়।' ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) পাত্রখোলা চা-বাগানের ব্যবস্থাপক আকতার হোসেন বলেন, 'বৃষ্টি ও সহনীয় তাপমাত্রা চা উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি। বৃষ্টি না হওয়ায় আমরা কৃত্রিমভাবে পানির ব্যবস্থা করে চা-গাছে ছিটাচ্ছি। কিন্তু সব জায়গায় ইরিগেশন করা সম্ভব হচ্ছে না। চা-গাছের জন্য বৃষ্টি খুবই প্রয়োজন।' চা-বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশনের সিলেট অঞ্চলের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ শিবলী সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'চায়ের জন্য ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আদর্শ। তবে সর্বোচ্চ ২৯ ডিগ্রি পর্যন্ত চা গাছ সহ্য করতে পারে। এর ওপরে গেলেই খরায় পুড়ে যাবে। পানির সংকট দেখা দিতেই নতুন কুঁড়ি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বাগানে যথেষ্ট পরিমাণ ছায়া প্রদানকারী গাছ থাকলে ৩৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহনীয় থাকে। জেলায় এখন তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি আবার কখনও তা বেড়ে ৩৬ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করছে। মূলত এজন্য গাছ পুড়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে নতুন কুঁড়ি আসছে না চা গাছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এবার মৌসুমের প্রথম দিক থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে না। এই বৃষ্টি চা-গাছের জন্য খুবই উপকারী ছিল। বৃষ্টি না হওয়ায় ছাঁটাই করা গাছগুলোতে নতুন পাতা আসছে না। বড় বাগানে সেচ, টিউবওয়েল আছে। কিন্তু ছোট বাগানে এই ব্যবস্থা নেই। এখন বৃষ্টি না এলে বাগানের ক্ষতির শঙ্কা বেশি।' ন্যাশনাল টি কোম্পানির পরিচালক ও মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. মহসিন মিয়া মধু সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'চায়ের উৎপাদন খরচ অব্যাহতভাবে বাড়ছে।

যা বাগান মালিকদের জন্য অস্বস্তিকর। বৃষ্টি যদি না হয়, চা শিল্পের জন্য বিরাট ক্ষতির শঙ্কা রয়েছে।' শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. আনিসুর রহমান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, এই সময়ে চা অঞ্চলে ১৫ থেকে ২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। গত বছরের মার্চ মাসে ৪৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল। অথচ চলতি বছরের মার্চে এসে মাত্র ৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

পাপমোচন করতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে পুণ্যার্থীদের ঢল

জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরের ব্রহ্মপুত্র নদে পাপ থেকে মুক্তিও পুণ্যলাভের আশায় অষ্টমী স্নানে অংশ নিয়েছেন ৫ জেলার হাজার হাজার সনাতন ধর্মের পুণ্যার্থীরা। গতকাল শনিবার ভোর থেকে শহরের ফেরিঘাট এলাকার ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানে অংশ নেন তারা। ভোর ৫টা থেকে অষ্টমী স্নান শুরু হওয়া এই স্নান চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করা হিন্দু ধর্ম মতে অত্যন্ত পুণ্যফলদায়ী। এই উপলক্ষ্যে জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পুণ্যার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে নদীতে অবগাহন করেন। নিজ নিজ ইচ্ছা ও পারিবারিক রীতি অনুযায়ী তারা সঙ্গে আনেন ফুল, বেলপাতা, ডাব, ধান, দুর্বা ও পূজার উপকরণ। এসব সামগ্রী দিয়ে নদীর পাড়ে অর্চনা ও স্নান সম্পন্ন করেন ভক্তরা।

প্রতিবছরের মতো এবারও শেরপুর-জামালপুর সেতু নিচের দক্ষিণ অংশে কয়েক হাজার ভক্তের পদচারণায় মুখরিত হয়েছে। সনাতন ধর্মালম্বীদের অন্যতম পবিত্র এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ, ভক্তি ও আনন্দময় এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে জামালপুরের ব্রহ্মপুত্র নদের তীর। সব বয়সের নারী-পুরুষ ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে একসঙ্গে স্নান করেন। অষ্টমী স্নানকে ঘিরে জামালপুরের দয়াময়ী মন্দির মাঠে বসেছে গ্রামীণ অষ্টমী মেলা। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে সারাবছরের পাপ মোচন করতে আসা ভক্তদের সুস্থ ও সুন্দর থাকার পাশাপাশি তাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে হিন্দু শাস্ত্রীয় মতে নানা ধরনের পরামর্শ প্রদান এবং আচার নিয়মকানুন পালনসহ পূজা অর্চনা করতে সহযোগিতা করছে বিভিন্ন মন্দির থেকে আগত পুরোহিতরা।

সোনারগাঁয়ে কমেছে সবজি-মুরগির দাম

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঈদপরবর্তী বাজারগুলোতে গ্রীষ্মকালীন সবজি ও মুরগির দাম কমেছে। সরবরাহ ভালো থাকায় গ্রীষ্মকালীন সবধরনের সবজির দাম কেজিতে ২০ থেকে ৪০ টাকা কমেছে। একই সঙ্গে আলু আগের দামেই বিক্রি হলেও পেঁয়াজ কেজিতে ৫ টাকা বেড়েছে। তবে বাজারগুলোতে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই কম দেখা গেছে।

গত শুক্রবার মোগড়াপাড়া চৌরাস্তা বাজার ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র। বাজারে গ্রীষ্মকালীন সবজি বেগুন প্রকারভেদে কেজিতে ২০ টাকা কমে ৬০ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, করলা বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৮০ টাকা, বরবটি ৯০ টাকায়, পটল কেজিতে ৪০ টাকা কমে ৬০ টাকা, ধুন্দুল ৭০ টাকা, চিচিঙ্গা কেজিতে ২০ টাকা কমে ৬০ টাকা, কচুরমুখী ১০০ টাকা, কচুর লতি কেজিতে ৪০ টাকা কমে ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও সাজনা ১৬০ টাকা ঝিঙা ৭০ টাকা এবং কাঁচামরিচ ৬০ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে পেঁপে প্রতি কেজি ৬০ থেকে ৭০ টাকা দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। মৌসুম শেষ হয়ে যাওয়ায় বাজারে সিম বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজি, ফুলকপি ৬০ টাকা পিস, বাঁধা কপি ৫০ টাকা পিস, প্রতিটি লাউ বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ টাকা দরে। তবে পাকা টমেটো কেজিতে ২০ টাকা বেড়ে ৪০ থেকে ৫০ টাকা, গাজর ৫০ টাকা, মুলা ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ঈদপরবর্তী শসা কেজিতে ৪০ টাকা কমে ৫০ থেকে ৬০ টাকা দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। লেবুর হালি ৩০ থেকে ৪০ টাকা, ধনে পাতা ১৪০ টাকা কেজি, কাঁচা কলা হালি বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়, চাল কুমড়া ৬০ টাকা পিস, কেপসি ক্যাপ ১২০ টাকা এবং মিষ্টি কুমড়া ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। লাল শাক ১০ টাকা আঁটি, লাউ শাক ৪০ টাকা, পালং শাক ১৫ টাকা, কলমি শাক আঁটি ১০ টাকা, পুঁই শাক ৪০ টাকা এবং ডাটা শাক ২০ টাকা আঁটি দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। বাজারে আলুর দাম স্থিতিশীল রয়েছে। আলু ২৫ টাকা কেজিদরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে বগুড়ার লাল আলু ৩০ টাকা এবং দেশি পেঁয়াজ কেজিতে ৫ টাকা বেড়ে ৪৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আদা ১২০ থেকে ২৮০ টাকা, রসুন দেশি ১০০ টাকা এবং ইন্ডিয়ান ২৩০ থেকে ২৪০ টাকা, দেশি মশুর ডাল ১৪০ টাকা, মুগ ডাল ১৮০ টাকা, ছোলা ১১০ টাকা, খেসারির ডাল ১৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। চালের বাজারে মিনিকেট প্রকারভেদে ৮২ থেকে ৯২ টাকা এবং নাজির সের ৮৪ থেকে ৯০ টাকা, স্বর্ণা ৫৫ টাকা এবং ২৮ বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকা দরে। এদিকে ঈদপরবর্তী বাজারে মুরগির দাম কেজিতে ১০ টাকা কমেছে। এসব বাজারে সোনালি কক মুরগি কেজিতে ১০ টাকা কমে ৩২০ এবং সোনালি হাইব্রিড ২৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

লাল লেয়ার মুরগি ৩০০ টাকা, সাদা লেয়ার ২৯০ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ২১০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে গরুর মাংস কেজি প্রতি ৭৮০ টাকায়, গরুর কলিজা ৮০০ টাকা, গরুর মাথার মাংস ৪৫০ টাকা, গরুর বট ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং খাসির মাংস কেজি প্রতি ১১৫০-১২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ঈদের পরে মাছ বাজার অনেকটাই ক্রেতা-বিক্রেতা শূন্য ছিল দুই চার জন বিক্রেতা কয়েক পদের মাছ নিয়ে বসে থাকতে দেখা গেছে। এক কেজি শিং মাছ চাষের (আকারভেদে) বিক্রি হচ্ছে ৪০০ থেকে ৬০০ টাকায়, প্রতি কেজি রুই মাছের দাম বেড়ে (আকারভেদে) ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকায়।

খোলপেটুয়া নদীতে রিং বাঁধের কাজ সম্পন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার আনুলিয়া ইউনিয়নের খোলপেটুয়া নদীর ভাঙনকবলিত এলাকায় জিও টিউবের মাধ্যমে বিকল্প রিং বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এতে আপাতত লোকালয়ে পানি প্রবেশ বন্ধ হয়েছে, ফলে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে প্লাবিত এলাকার মানুষের মধ্যে।

সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা গত শুক্রবার দুপুরের জোয়ারের আগেই রিং বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সাতক্ষীরা বিভাগ-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে জিও টিউবের মধ্যে বালি ভরে রিং বাঁধ দিয়ে প্রাথমিকভাবে লোকালয়ে পানি প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে।

আরও কিছু জিও টিউব সংযোজন করা হবে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিং বাঁধ বাঁধার সব কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এরপর ধাপে ধাপে মূল বেড়িবাঁধ তৈরির কাজ শুরু হবে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা রয়েছে। সামনে পূর্ণিমার জোয়ারে পানির চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

স্থানীয় বাসিন্দা মিজানুর রহমান বলেন, বালুর বস্তা দিয়ে পানি রোধ করা হয়েছে। এখন নদীতে ভাটি হওয়ায় পানির চাপ কম। তবে সামনে পূর্ণিমার জোয়ারে পানির চাপ অনেক বেশি হবে। তার আগে মূল বাঁধ নির্মাণ করা না গেলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

গত ৩১ মার্চ ঈদের দিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আনুলিয়া ইউনিয়নের বিছট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বেড়িবাঁধের প্রায় দেড়শ ফুট অংশ খোলপেটুয়া নদীতে বিলীন হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ১০ গ্রাম প্লাবিত হয়। ভেসে যায় প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমির মৎস্য ঘের ও ২১ হেক্টর ফসলি জমি। পানিবন্দি হয়ে পড়ে হাজারও পরিবার। বিধ্বস্ত হয় শতাধিক কাঁচাঘর। দেখা দেয় সুপেয় পানি ও খাদ্য সংকট। প্লাবিত এলাকার মানুষের দুর্ভোগ এখনো কাটেনি। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত মূল বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। তাদের আশঙ্কা, যদি দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষ

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শরীয়তপুরের জাজিরায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে শতাধিক হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের দূর্বাডাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে এখন পর্যন্ত হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিলাসপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কুদ্দুস বেপারী ও স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা জলিল মাদবরের সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। এই নিয়ে বেশ কয়েবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে আসছে।

গতকাল শনিবার সকালে দূর্বাডাঙ্গা এলাকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় শতাধিক হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে দুপক্ষের সংঘর্ষ এবং হাতবোমা বিস্ফোরণের ১৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে দেখা যায় একটি খোলা মাঠে উভয় পক্ষের লোক মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন।

অনেককে হাতে বালতি নিয়ে হেলমেট পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে। উভয় পক্ষই বালতি থেকে হাতবোমা নিক্ষেপ করছে। সেগুলো বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য কুদ্দুস বেপারী ও জলিল মাদবরের মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন দিলে নাম্বার দুটি বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে জাজিরা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল আখন্দ বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ভয় কাটেনি মানুষের, বাতাসে লাশের গন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যখন পায়ের নিচের মাটি কাঁপছিল, সে সময় কো জেয়ার ধসে পড়া ভবন, এবড়োথেবড়ো সড়ক ও গর্ত পেরিয়ে তার জন্মশহর সাগাইংয়ের দিকে আসছিলেন। গত ২৮ মার্চ মিয়ানমারে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার যে ব্যাপক শক্তিশালী ভূমিকম্প ঘটেছে, সেটির উৎপত্তিস্থল বা এপিসেন্টার ছিল মধ্যাঞ্চলীয় সাগাইং শহর। মিয়ানমারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালয় থেকে সাগাইংকে পৃথক করেছে দেশটির অন্যতম বৃহৎ নদী ইরাবতী। সাধরণ সময়ে গাড়িতে ইরাবতী সেতুর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে সময় লাগে ৪৫ মিনিট, কিন্তু ভূমিকম্পের পর ইরাবতি নদী পেরোতে কো জেয়ারের সময় লেগেছিল ২৪ ঘণ্টা। সাগাইংয়ে ফিরে জেয়ার জানতে পারেন, তার পরিবারের সদস্যরা এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও অনেক বন্ধু ও স্বজনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এই ভূমিকম্প। বস্তুত, গত ২৮ মার্চ যে ভূমিকম্প হয়েছে, সেটিকে গত এক শতাব্দির মধ্যে মিয়ানমারের সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প বলছেন ভূতত্ত্ববিদরা। সাগাইং, রাজধানী ইয়াঙ্গুন, মান্দালয়সহ বিভিন্ন শহরের ধ্বংস্তূপ থেকে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ৩ হাজার ৩৫৪ জনের মৃতদেহ। উদ্ধারকারী বাহিনীর কর্মীরা জানিয়েছেন, এখনও অনেক মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছে বলে ধারণা করছেন তারা। সেই সংখ্যাটি কত হতে পারেড় তা এখনও ধারণা করা যাচ্ছে না। পেশায় সমাজকর্মী কো জেয়ার সিএনএনকে বলেন, "লাশের গন্ধে সাগাইংয়ের বাতাস ভারী হয়ে আছে। ফের ভূমিকম্প হতে পারেড় এমন আশঙ্কায় কেউ ঘরে প্রবেশ করছে না, শহরের প্রায় সব বাসিন্দা ভূমিকম্পের পর থেকে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই সড়কে, প্ল্যাটফরমে, মাঠে, পার্কে থাকছে। আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরাও এ দলে আছি।" জেয়ার জানান, গত পরশুদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ও একদফা আফটারশক অনুভব করেছেন তারা। তবে বাড়িঘরের পরিবর্তে খোলা আকাশের নিচে দিন-রাত কাটানোর ফলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি থেকে রেহাই পেলেও অন্যান্য সংকটে জর্জরিত হচ্ছেন সাগাইংয়ের বাসিন্দারা। শহরে খাবার ও সুপেয় পানির যোগান অনিয়মিত, দিনের বেলায় অনেক সময় তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং তার সঙ্গে রয়েছে মশার বিরামহীন যন্ত্রণা। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সবচেয়ে দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশ মিয়ানমার। তার ওপর গত চার বছর ধরে দেশজুড়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর অব্যাহত সংঘাত মিয়ানমারের অর্থনীতিকে খাদের কিনারায় নিয়ে এসেছে। ভূমিকম্পের আগে মার্চ মাসের শুরুর দিকে জাতিসংঘ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, মিয়ানমারে প্রায় ২ কোটি মানুষের খাদ্য ও মানবিক সহায়তা প্রয়োজন।

মিয়ানমারে ভূমিকম্প

২০১৯ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে উচ্ছেদ করে জাতীয় ক্ষমতা দখল করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লেইং এ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের প্রধানও তিনি। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা নেওয়ার প্রায় ৬ মাস পর থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে জান্তাবিরোধী বিভিন্ন সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দেশজুড়ে সংঘাত শুরু হয়ে তাদের এবং বর্তমানে মিয়ানমারে মোট ভূখণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ এই গোষ্ঠীগুলোর নিয়ন্ত্রণে। এই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আঁতাত রয়েছে মিয়ানমারের জান্তাবিরোধী গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলোর জোট ন্যাশানাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের (নাগ)। নাগের অন্যতম নেতা কিয়াও মিন সিএনএনকে জানান, ভূমিকম্পের পর থেকে এ পর্যন্ত বেসামরিক উদ্ধারকারী বাহিনী, নাগ ও সাধারণ লোকজন উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন। সামরিক বাহি-নী এ তৎপরতা থেকে নিজেকে দূরে রাখছে।

কিয়াও মিন বলেন, "আমাদের কাছে ভারী যন্ত্রপাতি নেই, যেসব সাধারণ মানুষ উদ্ধার তৎপরতয় অংশ নিচ্ছেন, তাদের অনেকেরই এ বিষয়ক প্রশিক্ষণও নেই। তারপরও আমরা দিন-রাত কাজ করে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পেরেছি।" "সামরিক বাহিনীর কাছে ভারী যন্ত্র ও প্রশিক্ষণড় দুই'ই আছে। তারা যদি এগিয়ে আসত, তাহলে উদ্ধারকাজ আরও গতিশীল হতো।" এ ব্যাপারটি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক সাবেক বিশেষ দূত ইয়াংহি লি-ও। সিএনএনকে লি বলেন, "মিয়ানমারে যে মাত্রার বিপর্যয় ঘটেছে, মিন অং হ্লেইংয়ের উচিত ছিল উদ্ধার তৎপরতার জন্য সেনাবাহিনীর যাবতীয় সক্ষমতাকে প্রয়োগ করা।

বিতর্কিত ওয়াক্ফ বিলের প্রতিবাদে উত্তাল ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ভারতের লোকসভায় বিতর্কিত মুসলিম ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল পাসের প্রতিবাদে কলকাতা, চেন্নাই ও আহমেদাবাদে বিক্ষোভ হয়েছে। গত শুক্রবার দুপুরে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা, চেন্নাই ও আহমেদাবাদসহ ভারতের বিভিন্ন শহরের সড়কগুলো।

অসংখ্য মানুষ হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন। তাঁদের হাতে নানা ধরনের প্ল্যাকার্ডও দেখা গেছে। তাতে লেখা ছিল, 'আমরা ওয়াক্ফ সংশোধনী মানছি না', 'ওয়াক্ফ বিল প্রত্যাহার করুন'। হিন্দুস্থান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরপরই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই বিক্ষোভে অংশ নেন। এদিন কলকাতায় প্রতিবাদের বহর ছিল অনেক বড়। গুজরাটের আহমেদাবাদেও এদিন ওয়াক্ফ সংশোধনীর বিরোধিতায় পথে নামেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। সেখানে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশকে চড়াও হতে দেখা গেছে। ওয়াক্ফ সংশোধনীর প্রতিবাদ জানিয়ে প্রবীণরা রাস্তায় বসলে তাঁদের জোর করে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে গুজরাট পুলিশ।

চেন্নাইয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াক্ফ বিলের প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদের ডাক দেয় অভিনেতা বিজয়ের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল তামিলাঙ্গ ভেত্তরি কাঝাগাম (টিভিকে)। টিভিকে কর্মীরা শুধু চেন্নাই নয়, সেই সঙ্গে তামিলনাড়ুর অন্যান্য বড় শহরেও বিপুল জমায়েত করেন। আন্দোলনের ঝাঁঝ ছড়িয়ে পড়ে কোয়েম্বাটোর এবং তিরুচিরাপল্লির মতো শহরেও। বিক্ষোভকারীরা সমবেতভাবে স্লোগান তোলেন, 'ওয়াক্ফ বিল প্রত্যাহার করুন', 'মুসলমানদের অধিকার কেড়ে নেবেন না'।

ওয়াক্ফ বিল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, বাংলার মুসলমানদের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে দেবেন না। জাতীয়ভাবে বিজেপির প্রধান বিরোধী কংগ্রেসও ওয়াক্ফ বিলের তুমুল বিরোধিতা করেছে। তারা বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে। ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাস হওয়ার পর উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায়ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল পাস হয়েছে।

'আতঙ্কে তারা ভুল করেছে': চীনের পাল্টা শুল্ক নিয়ে ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দেওয়া শুল্কের পাল্টায় প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী চীন যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার কড়া সমালোচনা করে বলেছেন, বেইজিং ভুল করেছে, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গত শুক্রবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া আরেক পোস্টে তিনি ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য যুদ্ধ ঘিরে শেয়ার বাজারের পতনকে নিয়ে মার্কিনিদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হতে বলেছেন। বলেছেন, এটা 'ধনী হওয়ার ভালো সুযোগ'। গত বুধবার ট্রাম্প যে শুল্ক নীতি ঘোষণা করেছেন তার ধাক্কায় টানা দ্বিতীয় দিনও বিশ্বের প্রায় সব শেয়ার বাজারে পতন দেখা গেছে।

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল সতর্ক করে বলেছেন, ট্রাম্পের শুল্কে 'মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে, প্রবৃদ্ধি কমতে পারে'। গত শুক্রবারও ওয়াল স্ট্রিটের অব্যাহত পতন দেখা গেছে, একই অবস্থা এশিয়া ও ইউরোপের প্রায় সব শেয়ার বাজারে। যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে নিবন্ধিত সুপরিচিত কোম্পানিগুলোর স্টক মার্কেট ইনডেক্স ডাউ জোন্স পড়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ, এসঅ্যান্ডপি পড়েছে ৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ। ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিনে' ঘোষিত শুল্কের পর এ পর্যন্ত মার্কিন আর্থিক বাজারে ৬ লাখ কোটি ডলারের বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এ নিয়ে মোটেও অনুতাপ নেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের। উল্টো বলেছেন, "আমার নীতি কখনোই বদলাবে না। এটা ধনী হওয়ার জন্য চমৎকার সময়।" ট্রাম্প যেসব দেশের ওপর পাল্টা 'সম্পূরক শুল্ক' চাপিয়েছেন তার মধ্যে চীনের পণ্যে দেওয়া ৩৪ শতাংশ শুল্কের বদলায় বেইজিংও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি পণ্যে একই হারে শুল্ক বসিয়েছে। এখানেই ক্ষান্ত হয়নি তারা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় মামলারও হুমকি দিয়েছে তারা। পাশাপাশি বলেছে, তারা চিকিৎসা খাত ও ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি লাগে এমন দুর্লভ খনিজ উপাদান রপ্তানিতেও বিধিনিষেধ দিচ্ছে। এতে অসন্তুষ্ট ট্রাম্প ট্রুথ

সোশ্যালে লিখেছেন, "চীন ভুল করেছে, তারা আতঙ্কিত...এমনটা হওয়ার সুযোগ নেই তাদের।" ৭৮ বছর বয়সী রিপাবলিকান এ প্রেসিডেন্ট এই মুহূর্তে সপ্তাহান্তের লম্বা ছুটি কাটাচ্ছেন ফ্লোরিডার পাম বিচে গলফ খেলে, সেখান থেকে দেওয়া সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলোতে তিনি যে তত্ত্বে হাওয়া দিচ্ছেন, সেটি হল- পণ্য আমদানি অব্যাহত রাখার বদলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতি বিদেশি কোম্পানিগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে উৎপাদনে যেতে বাধ্য করতে যাচ্ছে। "কেবল দুর্বলরাই পড়ে যাবে," শুক্রবার ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে এমনটাই বলেছেন তিনি। আরেক পোস্টে তিনি লিখেছেন, "বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো শুল্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না, কারণ তারা জানে, তারা এখানে থাকতে এসেছে।" চীন পাল্টা পদক্ষেপ নিলেও যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় অনেক বাণিজ্য অংশীদারই মন্দার ভয়ে 'উত্তেজনা না বাড়িয়ে সময় নেওয়ার' কৌশল বেছে নিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য প্রধান মারোস সেফকোভিচ বলেছেন, ট্রাম্প তাদের পণ্যে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও তারা 'ধীরস্থির ভাবে, সাবধানতার সঙ্গে, ঐক্যবদ্ধ উপায়ে' পদক্ষেপ নেবে এবং আলোচনার জন্য সময় দেবে। তবে এর মধ্যেও ইউরোপের এই জোট 'অলস বসে থাকবে না', বলেছেন তিনি।

বিশ্ব বাণিজ্যের রীতিনীতি গুঁড়িয়ে ট্রাম্পের ১০% শুল্ক নেওয়া শুরু করল যুক্তরাষ্ট্র : বিশ্বের সিংহভাগ দেশ থেকে সব আমদানি পণ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন, তা নেওয়া শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

নির্দেশ অনুযায়ী শনিবার প্রথম প্রহর থেকেই মার্কিন কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকা পণ্য থেকে নতুন এ শুল্ক নেওয়া শুরু করেন। ৫৭টি বড় বাণিজ্য অংশীদারের ওপর ট্রাম্প আরও বেশি শুল্ক চাপিয়েছেন, তা বুধবার থেকে নেওয়া শুরু হবে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স লিখেছে, সব মার্কিন সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও শুল্ক গুদামে পূর্বাঞ্চলীয় সময় রাত ১২টা ১ মিনিটে এই 'ভিত্তি শুল্ক' কার্যকর হয়; এর ভেতর দিয়ে ট্রাম্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারিত শুল্ক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করলেন।

"আমাদের জীবদ্দশায় এটিই একক বৃহত্তম বাণিজ্য পদক্ষেপ," বলেছেন আমেরিকান-ব্রিটিশ ল' ফার্ম হোগান লভেলসের বাণিজ্য বিষয়ক আইনজীবী কেলি অ্যান শ। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তিনি হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টাও ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের এক অনুষ্ঠানে শ বলেন, বিভিন্ন দেশ দরকষাকষি শুরু করায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পণ্যেই শুল্ক বদলাবে বলে মনে করছেন তিনি। "এরপরও এটা বিশাল ব্যাপার। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের পদ্ধতিতে এটি একটি বিরাট ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন," বলেছেন তিনি।

গত বুধবার ট্রাম্প তার নতুন শুল্ক নীতি ঘোষণার পর বিশ্বের প্রায় সব শেয়ার বাজার মারাত্মক ধাক্কা খেয়েছে; শুক্রবার লেনদেন শেষ হওয়া পর্যন্ত টানা দুই দিনে এসঅ্যান্ডপি ৫০০তে নিবন্ধিত কোম্পানিগুলো ৫ লাখ কোটি ডলার হারিয়েছে। তেল ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের দাম নামছে, নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগকারীরা ছুটছে সরকারি বন্ডের দিকে। প্রথম যে দেশগুলো ১০ শতাংশ শুল্কের শিকার হয়েছে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, মিশর ও সৌদি আরব আছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। নৌযানে পণ্য পরিবহনকারীদের পাঠানো বুলেটিনে শনিবার মধ্য রাতে জলসীমায় থাকলেও কোনো জাহাজকে শুল্ক থেকে ছাড় না দেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যদিও এর আগে বুলেটিনে তারা শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময় দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটের আগে বিমানে বা নৌযানে ভরা কার্গোর ক্ষেত্রে ৫১ দিনের 'গ্রেস পিরিয়ড' বা বাড়তি সময় দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল; শর্ত ছিল- ১০% শুল্ক ছাড় পেতে ওই কার্গোগুলোর যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে হবে ২৭ মে পূর্বাঞ্চলীয় সময় রাত ১২টা ১ মিনিটের আগে। গতকাল শনিবার যে সময় থেকে কর্মকর্তারা ১০% 'ভিত্তি শুল্ক' নেওয়া শুরু করেছেন, বুধবার একই সময় থেকে তারা বড় বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর ট্রাম্পের আরোপ করা ১১ থেকে ৫০ শতাংশ শুল্ক নেওয়া শুরু করবেন। এ দফায় ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নের পণ্যে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং চীনা পণ্যে ৩৪% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করেছেন; আগে ২০ শতাংশ শুল্ক থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে এখন অনেক চীনা পণ্য ঢুকতে গুণতে হবে ৫৪ শতাংশ বাড়তি শুল্ক। ট্রাম্পের প্রথম বছরে বেইজিংয়ের সঙ্গে ওয়াশিংটনের বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে লাভবান হওয়া ভিয়েতনামের পণ্যে বসেছে ৪৬ শতাংশ শুল্ক; এই শুল্ক কমিয়ে আনতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনায় রাজিও হয়েছে বলে শুক্রবার জানা গেছে। ট্রাম্পের নতুন শুল্ক থেকে বাদ পড়েছে কানাডা ও মেক্সিকো; দেশদুটির অনেক পণ্যে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট আগেই ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন। তার প্রশাসন এরই মধ্যে শুল্ক থেকে ছাড় পাওয়া হাজারেরও বেশি পণ্যের তালিকাও প্রকাশ করেছে। এসবের মধ্যে আছে অপরিশোধিত তেল, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য জ্বালানি পণ্য, ওষুধ, ইউরেনিয়াম, টাইটানিয়াম, কাঠ, সেমিকন্ডাক্টর ও তামা। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৬৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলার সমপরিমাণ এসব পণ্য আমদানি করেছিল। এসবের মধ্যে জ্বালানি খাত বাদে অন্য খাতের আর কোনো পণ্যে শুল্ক বসানো যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

মার্কিন বাজারেও ধস নামিয়েছে ট্রাম্পের শুল্ক : ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণা বিশ্ব বাজারে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করেছে। সেই শুল্কের আঁচে পুড়ছে মার্কিন বাজারও। ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পুঁজিবাবার ওয়াল স্ট্রিটে রীতিমতো ধসে নেমেছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় পুঁজি বাজারের সূচকগুলির বিপুল পতন হয়েছে। ২০২০ সালের পর এত খারাপ পরিস্থিতি দেখা যায়নি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বৃহত্তম এ অর্থনীতিতে।

এর মধ্যেই ট্রাম্পের ঘোষিত শুল্লের পাল্টা হিসাবে মার্কিন পণ্যে ৩৪ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে বেজিং। যা পরিস্থিতিকে আরও বেশি করে জটিল দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর জেরে মার্কিন বাজারে ইতোমধ্যেই মূলধন কমেছে ৫ লাখ কোটি ডলার। ওয়াল স্ট্রিটের অন্যতম প্রধান সূচক হলো এসঅ্যান্ডপি ৫০০। ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পর ৬ শতাংশের বেশি কমেছে এই সূচকের পয়েন্ট। একই অবস্থা ন্যাসড্যাক এবং ডাও জোন্সের মতো এক্সচেঞ্জ সূচকগুলোর। ২০২০ সালের পর এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা যায়নি মার্কিন বাজারে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরাল সূচকের হালও বেশ খারাপ। ফিলাডেলফিয়া সেমিকন্ডাকটর ইনডেক্স গত বছরের জুলাইয়ের থেকে প্রায় ৪০ শতাংশ কমেছে, অল টাইম হাইয়ের প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। কিন্তু ট্রাম্প যেখানে অন্য দেশের উপর শুল্ক চাপিয়েছেন, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এমন অবস্থা হওয়ার কারণ কী? মার্কিন অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে আমেরিকা।

কিন্তু শুল্কের জেরে সেই সব পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজারে। এর জেরে মন্দার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে দেশটির অর্থনীতিতে। একাধিক বিশেষজ্ঞ সংস্থার প্রতিবেদনেও এই আশঙ্কার কথা উঠে এসেছে। যার জেরে ভয় গ্রাস করছে লগ্নিকারীদের মধ্যে। ক্ষতি থেকে বাঁচতে বাজার থেকে টাকা সরিয়ে নিচ্ছেন তারা। এর জেরেই জটিল হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক পরিস্থিতি।

জেলেনস্কির শহরে রুশ হামলায় শিশুসহ নিহত ১৮

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইউক্রেইনের মধ্যাঞ্চলের শহর ক্রিভি রিহতে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কমপক্ষে ১৮ জন নিহত এবং ডজনখানেক মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ। এই শহরেই বড় হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেছেন, রুশ হামলায় নিহতদের মধ্যে ৯ জনই শিশু। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, রাশিয়ার ছোড়া ওই ব্যালিস্টিক মিসাইল শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি আবাসিক এলাকায় আঘাত হানলে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

ছবিতে দেখা গেছে, একটি খেলার মাঠে পড়ে আছে এক ব্যক্তির লাশ। ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি ১০ তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের বড় একটি অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, রাস্তায় ছড়িয়ে আছে আহতদের দেহ। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরে দাবি করে, তাদের 'নির্ভুল নিশানার' ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছিল একটি রেস্তোরাঁ লক্ষ্য করে, যেখানে 'ইউক্রেইনীয় ইউনিট কমান্ডার ও পশ্চিমা প্রশিক্ষকদের বৈঠক' হচ্ছিল। 'অব্যর্থ' সেই হামলায় ৮৫ জন নিহত হওয়ার

কথা রুশ কর্তৃপক্ষ বললেও তাদের এসব দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ তারা হাজির করেনি। ইউক্রেইনীয় সামরিক বাহিনী বলেছে, রাশিয়া তাদের 'নিষ্ঠুর অপরাধ ঢাকতে মিথ্যা তথ্য' ছড়াচ্ছে। কিইভের দাবি, এই হামলায় মস্কো ইসকান্দার-এম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে, যার মধ্যে ক্লাস্টার ওয়ারহেড ছিল, যা ব্যবহৃত হয় বেশি সংখ্যক হতাহত ঘটানোর জন্য। ২০২২ সালে রাশিয়া পুরো মাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর শুক্রবার সন্ধ্যার এই হামলা ক্রিভি রিহ শহরের অন্যতম প্রাণঘাতী হামলা। আর এমন সময়ে এ হামলা চালানো হল, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। জেলেনস্কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, শুক্রবারের হামলায় অন্তত পাঁচটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, "এই যুদ্ধ চলার একমাত্র কারণ হচ্ছে, রাশিয়া যুদ্ধবিরতি চায় না, এবং এটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি।" ক্রিভি রিহর প্রতিরক্ষা প্রধান ওলেক্সান্দার ভিলকুল বলেন, একটি আবাসিক এলাকা লক্ষ্য করে ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রাশিয়া। "ক্ষেপণাস্ত্রটি আকাশেই বিস্ফোরিত হয়, যাতে বেশি সংখ্যক মানুষ আহত হয়। যে শিশুরা নিহত হয়েছে, তারা একটি খেলার মাঠে বা তার আশপাশে ছিল।" যেখানে ক্রিভি রিহ অবস্থিত, সেই নিপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলের প্রধান সেরহি লিসাক বলেন, রাশিয়ার হামলায় ৪০ জনের বেশি আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে মাত্র তিন মাস বয়সী শিশুও আছে। পরে, গত শুক্রবার রাতে আরও বিস্ফোরণের কথা জানান ভিলকুল। তিনি বলেন, শহরটি "বড় ধরনের ড্রোন হামলার" শিকার হয়েছে, অন্তত চারটি স্থানে আগুন ধরে গেছে। তিনি জানান, এক বৃদ্ধা নারী তার বাড়িতে ড্রোন হামলায় পুড়ে মারা গেছেন, আরো পাঁচজন আহত হয়েছেন। বিবিসি লিখেছে, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সামরিক প্রধানরা শুক্রবার রাজধানী কিইভে জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে বিদেশি শান্তিরক্ষী মোতায়েনের বিষয়ে আলোচনা করেন তারা। তবে সহিংসতা কমার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

এ সপ্তাহের শুরুতেও ক্রিভি রিহতে হামলা হয়, যেখানে শহরের মাঝখানে একটি ভবন ধ্বংস হয়ে যায়, নিহত হন চারজন। গত বৃহস্পতিবার, উত্তর-পূর্ব ইউক্রেইনের খারকিভ শহরে রুশ ড্রোন হামলায় আরও পাঁচজন নিহত হন বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান।

ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য শান্তি আলোচনা বিলম্বিত করার অভিযোগ এনেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে।

ছুরিকাঘাতে কানাডায় ভারতীয় নাগরিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

কানাডার অটোয়ার কাছে রকল্যান্ড এলাকায় ছুরিকাঘাতে এক ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে কানাডায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এ খবর নিশ্চিত করেছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে আটক করা হয়েছে, বলেছে তারা।

ঘটনার বিস্তারিত না জানালেও ভারতীয় দূতাবাস বলেছে, তারা নিহতের পরিবারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। "ছুরিকাঘাতের কারণে অটোয়ার কাছে রকল্যান্ড এলাকায় এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত। পুলিশ জানিয়েছে, তারা সন্দেহভাজন একজনকে নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়েছে।

শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানে আমরা স্থানীয় একটি সমিতির মাধ্যমে নিবিড় যোগাযোগ রাখছি," সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এমনটাই বলেছে কানাডার ভারতীয় দূতাবাস। উত্তর আমেরিকার দেশটির একাধিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে শনিবার সকালে ক্লারেন্স-রকল্যান্ড এলাকায় এক ব্যক্তির মৃত্যু ও আরেকজনকে গ্রেপ্তারের খবর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দূতাবাস যে ঘটনার কথা বলছে সেটি আর ক্লারেন্স-রকল্যান্ডের ঘটনা একই কিনা তাৎক্ষণিকভাবে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অন্টারিওর প্রাদেশিক পুলিশ রকল্যান্ডে বাড়তি পুলিশ সদস্য দেখা যেতে পারে বলে ওই এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করেছে, জানিয়েছে সিবিসি নিউজ।

ফিনল্যান্ডই বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ২০২৫-এর প্রতিবেদনে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হয়েছে ফিনল্যান্ড। এ নিয়ে টানা অষ্টমবারের মতো সুখী দেশের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে দেশটি। তবে বাংলাদেশ এই তালিকায় আগের চেয়ে আরও পিছিয়ে গেছে। সুখী দেশের তালিকায় ১৪৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ হয়েছে ১৩৪তম।

এর আগে গতবছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে সুখী দেশের তালিকায় ১৪৩ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ১২৯ তম। এবার বাংলাদেশের সেই অবস্থানের আরও অবনতি হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্বে মাত্র ১৩ টি দেশ বাংলাদেশের চেয়ে কম সুখী। এর মধ্যে আছে মিশর, তাঞ্জানিয়া, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, লেবানন-সহ অন্যান্য আরও দেশ।

আফগানিস্তান রয়েছে তালিকার একেবারে শেষে। অর্থাৎ, বিশ্বের সবচেয়ে অসুখী দেশ হয়েছে আফগানিস্তান। রক্ষণশীল তালেবান শাসনে মেয়েদের কঠোর নিয়মকানুনের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার কারণেই সুখ-সূচকে দেশটি সবার পিছনে বলে মনে করছেন অনেকে। ওদিকে, ভারত এবছর তালিকায় স্থান পেয়েছে ১১৮ নম্বরে। গতবছরের তুলনায় দেশটি এবার কয়েক ধাপ এগিয়েছে। ২০২৪ সালে সুখী দেশের তালিকায় ১২৪ তম ছিল ভারত। তবে পাকিস্তান এবার ১০৯ তম স্থান নিয়ে ভারতের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র আছে ২৪ নম্বর স্থানে। আর এর ঠিক আগেই ২৩ নম্বরে আছে যুক্তরাজ্য। প্রতি বছরই ২০ মার্চ আন্তর্জাতিক সুখ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আর এ দিনই 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্স' বা 'বিশ্বের সুখ-সূচক' প্রকাশ করা হয় ১৪০টিরও বেশি দেশ থেকে গ্যালাপ বিশ্ব জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে। গ্যালাপ, দ্য অক্সফোর্ড ওয়েলবিং রিসার্চ সেন্টার, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সমাধান নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) এবং একটি সম্পাদকীয় পরিষদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয় ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস প্রতিবেদন। এই তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে মূলত সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। সে দেশের মানুষ বিপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ায় কি না, তাও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়। এসব সূচকের ভিত্তিতেই এবারের প্রতিবেদনে শীর্ষ ১০ টি সুখী দেশ হচ্ছে-

১. ফিনল্যান্ড
২. ডেনমার্ক
৩. আইসল্যান্ড
৪. সুইডেন
৫. নেদারল্যান্ডস
৬. কোস্টারিকা
৭. নরওয়ে
৮. ইসরায়েল
৯. লুক্সেমবার্গ
১০. মেক্সিকো

সাদিক খানের ঈদবার্তা নিয়ে সমালোচনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

লন্ডনের মেয়র সাদিক খানের ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছাবার্তা ঘিরে যুক্তরাজ্যে অবস্থিত ইসরাইলি দূতাবাস একটি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তারা মেয়র খানের বিরুদ্ধে 'হামাসের প্রচারণা ছড়ানোর' অভিযোগ তোলে। তবে লন্ডনের মেয়রের দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে এই সমালোচনার কঠোর প্রতিবাদ জানায়। গত ৩০ মার্চ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওবার্তায় সাদিক খান মুসলিমদের পবিত্র রমজান মাস শেষে ঈদুল ফিতরের উপলক্ষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

একইসাথে তিনি বলেন, 'অনেকের জন্য এই ঈদের আনন্দ বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, কারণ সুদান ও ফিলিস্তিনে চলমান ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও হত্যাযজ্ঞ আমাদের মনে গভীর কষ্ট সৃষ্টি করছে।' তিনি আরও বলেন, 'ইসরাইলের সামরিক অভিযানের ফলে গাজায় এখন পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অন্তত পনেরো হাজার শিশু রয়েছে। অপরদিকে সুদানে চলমান ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং কোটি কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।' মেয়র খান বলেন, 'এই মানবতাবিরোধী ঘটনা আমাদের সম্মিলিত বিবেককে নাড়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি গর্বিত যে, যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চোখ বন্ধ করে রেখেছে, তখন লন্ডনবাসীরা নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়িয়েছে।' এই মন্তব্যের কয়েকদিন পর যুক্তরাজ্যে ইসরাইলি দূতাবাস আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে।